আহ্‌কামে হজ্জ ও উমরাহ্‌

আহ্‌কামে হজ্জ ও উমরাহ্‌

মূলঃ আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)

অনুবাদঃ

মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক

পরিবেশনায়ঃ

করিমিয়া কুতুবখানা

কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।

ভূমিকা

আহ্‌কামে হজ্জ সম্পর্কে শত সহস্র ওলামায়ে কিরাম বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এর মধ্যে অনেকগুলো খুবই বিস্তারিত। এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকার উদ্দেশ্য হলো সহজ ভাষায় সহজ নিয়মে শুধু প্রয়োজনীয় আহ্‌কাম বর্ণনা করা। যা ঐ সমস্ত বুজুর্গদের গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। অধিকাংশ স্থানে ঐ সমস্ত গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। হাদীস ও ফিকহ্‌র সাধারণ গ্রন্থ ছাড়াও যে সমস্ত গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন মাসায়েল গ্রহণ করা হয়েছে তাহলো ইরশাদুস সারী, মানাসিকে মুল্লা আলী ক্বারী, গানীয়াতুন নাসিক, যুবদাতুল মানাসিক, তাসনীফু হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী (রঃ) এর

আহ্‌কামে হজ্জ ও উমরাহ্‌ শরাহ্‌-লিখক হযরত হাজী শির মুহাম্মদ সাহেব মুহাজিরে মদনী।

অধিকাংশ মাসায়েল ঐ সমস্ত গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। প্রকৃত খেদমত ঐ সমস্ত বুজুর্গদের। কিন্তু এই আহ্‌কামের কাজ হলো এতে কিছু সহজ করা যা আমার মুরুব্বী ও বুজুর্গের নির্দেশ পালন করার জন্য ১৩৮৭ হিজরীর শাওয়াল মাসের দশ দিনে শেষ করা হয়েছে। হয়ত আল্লাহ ঐ সমস্ত বুজুর্গদের বরকতে এটা কবুল করবেন।

বান্দা মুহাম্মদ শফী
১৭ই শাওয়াল, ১৩৭৭ হিঃ

আহ্‌কামে হজ্জ ও উমরাহ্‌

সূচীপত্র

বিষয় | পৃষ্ঠা

আহ্‌কামে হজ্জ ও উমরাহ্‌

بسم الله الرحمن الرحيم

আহ্‌কামে হজ্জ ও উমরাহ্‌

হজ্জ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন এবং ফরজ

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ۝

"আর্থিক ও দৈহিক দিক দিয়ে সক্ষম ব্যক্তির উপর বায়তুল্লাহ শরীফ জিয়ারত (হজ্জ) করা ফরজ। অতঃপর যে ব্যক্তি কুফরী করবে (অর্থাৎ ক্ষমতা থাকা সত্বেও হজ্জ না করবে) সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আল্লাহ্‌ দুনিয়াবাসীদের থেকে মুক্ত ও স্বাধীন"

এই ঘর অর্থাৎ খানায়ে কা'বা পর্যন্ত গমন করার সক্ষমতার অর্থ হলো এই যে, তার নিকট দৈনন্দিন খরচের পরও এতটুকু সম্পদ বা অর্থ থাকতে হবে যার দ্বারা সে বাইতুল্লাহ্‌ গমন এবং সেখানে অবস্থানকালীন

যাবতীয় ব্যয় বহন করতে পারে। এছাড়া পরিবাবর্গের মধ্যে যাদের ব্যয়ভার তার উপর ওয়াজিব, ফিরে আসা পর্যন্ত এদের ব্যবস্থা করাও তার পক্ষে সম্ভব। যে ব্যক্তির এ ক্ষমতা থাকা সত্বেও হজ্জ করেনা তার জন্য কুরআনে করিম ও হাদীসে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

মাসয়ালা ঃ যে ব্যক্তির নিকট কোন সময় এ পরিমাণ সম্পদ জমা হলো যা হজ্জের জন্য যথেষ্ট এবং হজ্জের সময় অর্থাৎ শাওয়ালের শুরু হওয়া পর্যন্ত মাল তার মালিকানায় থাকল, অতঃপর সে হজ্জ আদায় না করে বাড়ী নির্মাণ বা বিবাহ উৎসবে অথবা অন্য কোন কাজে ব্যয় করে ফেলে, এমতাবস্থায় তার উপর হজ্জ ফরজ হয়ে যাবে। সুতরাং তার উপর এটা অবশ্য কর্তব্য যে, সে যেন পুনরায় এ পরিমাণ সম্পদ জমা করার চেষ্টা করে যার দ্বারা সে ফরজ হজ্জ আদায় করতে সক্ষম হয়। (মানাসিক মোল্লা আলী ক্বারী)

হাদীসঃ- রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) উদ্দেশ্যে হজ্জ

আদায় করে এবং এতে বেহুদা কাজ ও কথাবার্তা এবং পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বিরত থাকে তাহলে সে সদ্য প্রসুত নবজাতকের ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যাবে। (বুখারী ও মুসলীম)

হাদীসঃ- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হজ্জ ও উমরাহ্‌ আদায়কারী হলো আল্লাহ তা'আলার মেহমান, যদি সে কোন দু'আ করে তা হলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তা কবুল করে থাকেন। (ইবনে মাজা)

একজন মুসলমানের জন্য এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নিআ'মত আর কি হতে পারে যে, সারা জীবনের গুনাহ্‌ মাফ হয়ে যায়, যে দু'আ করবে তা কবুল হবে, যার দ্বারা সে ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় উদ্দেশ্য সাধনে অতি সহজেই সফলতা অর্জন করতে পারে।

অতি প্রয়োজনীয় নির্দেশিকাঃ- হজ্জের উপরোক্ত ফজিলত ও বরকত অর্জনের জন্য শর্ত হলো এই যে, হজ্জের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নত সমূহ অতি সতর্কতার সাথে আদায় করবে এবং যা হজ্জকে অনিষ্ট করবে এগুলো থেকে বিরত থাকবে। নতুবা ফরজ আদায় থেকে

মুক্ত হলেও নিশ্চিতভাবে ফজিলত এবং বরকত থেকে বঞ্চিত থাকবে। হজ্জ ও যিয়ারতে গমনকারী অধিকাংশ ব্যক্তি এ ব্যাপারে অমনোযোগী থাকে। হজ্জ ও যিয়ারতের আহ্‌কাম ও মাসায়েল অবগত হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করে না। সেখানে পৌঁছে মুয়াল্লিমদের অজ্ঞ প্রতিনিধিদের হাতে নির্ভরশীল হয়ে যায়। ওয়াজিব সমূহ আদায়ের ব্যাপারে না গুরুত্ব আরোপ করে, না ইহ্‌রাম অবস্থায় গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার চিন্তা করে। স্মরণ রাখা উচিৎ যে, হজ্জ উমরাহ্‌র ইহ্‌রাম বাঁধার পর মানুষের উপর শরীয়তের অনেকগুলো বিধি-বিধান আরোপিত হয়, যে গুলো অমান্য করা অত্যন্ত গুনাহ্‌র কাজ। বস্তুতঃ পবিত্র মক্কা ও মদীনায় যে গুনাহ করা হয় এর প্রতিফল অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে। এ সমস্ত লোক হজ্জ আদায়ের পর এ ধারণা করে থাকে যে, আমরা নিষ্পাপ হয়ে গিয়েছি এবং আখিরাতের জন্য পূণ্যের বিরাট সঞ্চয় করে নিয়ে এসেছি। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই হয়ে থাকে যে, হজ্জের ওয়াজিব ও সুন্নত সমূহ ত্যাগ করার প্রতিফল এবং ইহ্‌রামের

ওয়াজিব সমূহের অমান্য করার গুনাহর বোঝা নিয়ে ফিরে আসে। পবিত্র মক্কা ও মদীনায় অসংখ্য বরকত এবং আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতে এ সমস্ত মাফ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্ট কিন্তু এর থেকে অমনোযোগী হওয়ার আমাদের কোন অধিকার নেই। অমনোযোগী ও অসাবধানতার কারণে যে গুনাহ করা হয় তা মাফ হওয়ার সম্ভাবনাও কম। তাই সর্বযুগের ওলামায়ে কিরাম হাজীদের প্রতি সহানুভূতি ও কৃপার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হজ্জের প্রয়োজনীয় আহ্কাম সহজ করে প্রকাশ করেছেন। এগুলো ভ্রমণের পূর্বে এবং ভ্রমণের সময় সর্বদা সম্মুখে রাখা হলে ইনশাআল্লাহ মাকবুল হজ্জের সৌভাগ্য হবে।

হজ্জে যাত্রার পূর্বেঃ- নিম্নলিখিত কাজগুলোর প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

(১) একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং আখিরাতের সাওয়াবের নিয়ত করতে হবে। দুনিয়ার মান-সম্মান ও খ্যাতি অথবা ব্যবসা বা দুনিয়ার অন্য কোন উদ্দেশ্যকে হজ্জের সাথে মিলিত করবে না।

অতঃপর স্বাভাবিকভাবে যদি দুনিয়ার কোন স্বার্থ লাভ হয় তাহলে এতে কোন আপত্তি নেই। (হাদীস অনুযায়ী অবশ্য দুনিয়ার স্বার্থ ও লাভ হয়ে থাকে) কিন্তু নিয়তের মধ্যে এটা রাখা যাবে না।

(২) স্বীয় জীবনের ছোট বড় সমস্ত গুনাহ্ থেকে খাঁটি তাওবা করতে হবে এবং এ তাওবার মধ্যে তিনটি কাজ করা অতি প্রয়োজন। (ক) অতীতে যে সমস্ত গুনাহ করা হয়েছে এর উপর অনুতাপ ও অনুশোচনা এবং যে গুলোর আদায় করা সম্ভব তা আদায় করতে হবে। (খ) বর্তমানে ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করতে হবে। (গ) ভবিষ্যতে কোন প্রকার গুনাহ না করার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। এ তিনটি কাজ ব্যতিত শুধু মুখ দ্বারা তাওবার শব্দ উচ্চারণ করা হলে তাওবা হবে না।

অতীতকালের যে সমস্ত বিষয়সমূহ আদায় করার যোগ্য তা হলো রোযা ও নামায-যা বালেগ হওয়ার পর আদায় করা হয়নি, তা হিসাব করে এবং স্মরণ না থাকলে অনুমান করে আদায় করা। যদি অতীতে মালের যাকাত আদায় না করা হয়ে থাকে তা হলে হিসেব করে

অথবা অনুমান করে বকেয়া যাকাত আদায় করা। কসম খাওয়ার পর এর বিরোধী কোন কাজ করলে এর কাফফারাহ্ অথবা কোন মানত করার পর তা আদায় না করা হলে তা আদায় করে দেয়া।

আদায় করার মত বান্দার হক যেমন-কারো করজ বা মালের হক ও দাবী নিজের জিম্মায় রয়েছে, অথবা কাউকে মুখ বা হাত দ্বারা কষ্ট দেয়া হয়েছে, অথবা কারো গীবত করা হয়েছে তাহলে ঐ ব্যক্তির কাছে থেকে মাফ করিয়া নিতে হবে এবং সবার হক আদায় করে দিতে হবে। হয়ত তিনি মাফ দিবেন অথবা মাফ করিয়া নিতে হবে।

মাসয়ালা ঃ যার মালের হক নিজের জিম্মায় রয়েছে যদি তিনি মৃত্যুবরণ করে থাকেন তাহলে তার অংশীদারদের নিকট তা আদায় করে দিতে হবে। অথবা তাদের নিকট থেকে মাফ করিয়া নিতে হবে। যদি তারা অসংখ্য হয় এবং তাদের ঠিকানা অজ্ঞাত হয় তাহলে যে পরিমাণ মাল নিজের জিম্মায় রয়েছে তা তাদের পক্ষ থেকে সদকা করে নিতে হবে। যদি হাত বা মুখ দ্বারা

তাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়ে থাকে তাহলে তাদের জন্য বেশী বেশী করে মাগফিরাতের দো'আ করতে হবে। ইন্‌শাল্লাহ্ হক এর প্রায়শ্চিত্ত থেকে মুক্তি পাবে।

মাসয়ালা ঃ যদি কাযা (অনাদায়কৃত) নামায ও রোযা এত অধিক পরিমাণ হয় যা হজ্জে গমনের পূর্বে আদায় করা সম্ভব নয়, অথবা লোকজনের এত অধিক হক নিজের জিম্মায় রয়েছে যে, তাদের সবার কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেয়া অথবা আদায় করা তখন সম্ভব নয় তাহলে এ সমস্ত ফরজ ও হক সমূহ আদায় করা বা মাফ করিয়ে নেয়ার ব্যাপারে মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে এবং যে পরিমাণ আদায় করা সম্ভব তা আদায় করতে হবে। যা বাকী থাকবে তা আদায় করার জন্য নিজের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের ওসীয়ত করে যেতে হবে যেন তারা পরে আদায় করে দেন।

মাসয়ালা ঃ যে ব্যক্তির উপর করজের বোঝা রয়েছে তার জন্য উত্তম এই যে, করজ আদায়ের পূর্বে হজ্জে গমনের ইচ্ছা করবে না। বরং যা কিছু সম্পদ রয়েছে এর দ্বারা করজের বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করবে।

কিন্তু করজ আদায়ের পূর্বে যদি হজ্জ আদায় করে তাহলে হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য গৃহীত যে করজ স্বাভাবিকভাবে সর্বদা অব্যাহত থাকে তা এর অর্ন্তভূক্ত হবে না। এরূপ করজের জন্য হজ্জকে বিলম্ব করা যাবে না।

মাসয়ালা ঃ যে ব্যক্তির উপর করজের বোঝা রয়েছে এবং তার এরূপ কোন অর্থ সম্পদও নেই যার দ্বারা করজ আদায় করতে পারে তাহলে এরূপ ব্যক্তির জন্য করজ দাতার অনুমতি ব্যতীত হজ্জ করা জায়েয নয়। (মানাসিকে মুল্লা আলী)

(৩) হজ্জের জন্য হালাল মাল জমা করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। হারাম মালের দ্বারা হজ্জ করা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদিও এ দ্বারা ফরজ আদায় হবে কিন্তু কোন সাওয়াব মিলবে না। (মানাসিকে মুল্লা আলী)

মাসয়ালা ঃ যে ব্যক্তির মালের মধ্যে সন্দেহ থাকে তার জন্য করজ নিয়ে হজ্জ আদায় করা উচিত। এর

পর স্বীয় মাল দ্বারা করজ আদায় করবে। ফলে হজ্জের সাওয়াব ও বরকত থেকে বঞ্চিত হবে না।

(৪) হজ্জে গমনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরী করার সময় ইহ্‌রামের কাপড় সাথে রাখতে হবে। স্মরণ রাখা উচিৎ যে, ইহ্‌রামের জন্য একটি চাদর এবং একটি তহ্‌বন্দ (লুঙ্গী) আবশ্যক সাদা লম্বা কাপড় হওয়া উত্তর। কঠোর উষ্ণতা ও অত্যাধিক ঠান্ডার সময় দু'টি বড় তোয়ালে ইহ্‌রামের সময় উত্তম যা চাদর ও লুঙ্গীর কাজে ব্যবহার চলে। যদি আল্লাহ ক্ষমতা দেন তাহ্‌লে দু'তিনটি কাপড় রাখা যায়, একটি ময়লা হলে অন্যটি ব্যবহার করবে।

হজ্জে গমনের সময় ঃ- আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের থেকে থেকে বিদায় নেয়ার সময় নিজের অন্যায় ও ক্রটি মাফ করিয়ে নিতে হবে এবং তাদের নিকট স্বীয় মঙ্গলের জন্য দু'আর আবেদন করবে। যখন ঘর থেকে বের হবে তখন দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করবে। যখন দরওয়াজার নিকট আসবে তখন সুরাহ "ইন্না আন্‌জালনা" পাঠ করবে। যখন ঘর থেকে বের

হবে তখন ক্ষমতানুযায়ী কিছু সদ্‌কাহ্‌ প্রদান করবে এবং আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে। এর পর নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ -

"হে আল্লাহ্‌ আমি তোমার আশ্রয় চাই এই বিষয় থেকে যে, আমি পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাই অথবা পথ ভ্রষ্ট করা থেকে। অত্যাচার ও জুলুম করা থেকে অথবা অত্যাচারিত হওয়া থেকে। জাহেলিয়াতের কাজ করা থেকে অথবা আমার উপর জিহালতের কাজ করা থেকে।

এর পর নিম্নলিখিত দু'আ টিও পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى ٥

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هٰذَا وَاطْوِلَنَا بُعْدَهٗ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ ٠

"হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট এই ভ্রমণে নেকী ও তাকওয়ার আবেদন করছি এবং এরূপ আমলের জন্য আরয করছি যাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক। হে আল্লাহ! আমাদের এ ভ্রমণকে আমাদের জন্য সহজ সরল করে দাও এবং এর দূরত্ব রাস্তা দ্রুত অতিক্রম করে দাও। হে আল্লাহ্ তুমি ভ্রমণে আমাদের সাথী এবং আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের পরিবারবর্গের হিফাজতকারী। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ভ্রমণের কষ্ট হতে দুঃসহ অবস্থা দর্শন হতে, ফিরে এসে ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততির মধ্যে দুঃসহ অবস্থা দর্শন থেকে,

নির্মাণের বা তৈরীর পর বিনষ্ট হওয়া থেকে এবং মাজলুম ব্যক্তির বদ দু'আ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

যদি দু'বার বাক্যগুলি স্মরণ না থাকে তাহলে দু'আর যে বিষয়বস্তু বঙ্গানুবাদে লেখা হয়েছে তা মুখে উচ্চারণ করার চেষ্টা করবে।

(৩) যখন আত্মীয়-স্বজন থেকে বিদায় গ্রহণ করবে তখন এই দু'আ করবেঃ-

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ -

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করছি যার নিকট সোপর্দ করা বস্তু ধ্বংস হয় না।"

(৪) যখন যান-বাহনে আরোহণ করবে তখন বিস্মিল্লাহ্ বলে আরোহণ করবে এবং এই দু'আ করবেঃ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ٥

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি এটা আমাদের করায়ত্ত করে দিয়েছেন। (তাঁর ক্ষমতা ব্যতীত) আমরা

এর উপর ক্ষমতা লাভ করতে পারতাম না। নিঃসন্দেহে আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"

ভ্রমণের সময় পথিমধ্যেঃ- বেহুদা ও নাযায়েজ কথাবার্তা থেকে বিরত থাকবে। যতটুকু সম্ভব আল্লাহ্‌র জিকর বা এরূপ ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠে মগ্ন থাকবে যার দ্বারা আমলের ইসলাহ্ এবং পরকালের চিন্তা স্মরণ হয়।

হজ্জের আহ্‌কাম শুরুঃ- যেমন নামাযের শুরু তাহ্‌রিমা অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলার মাধ্যমে শুরু হয় তেমনিভাবে হজ্জ উমরাহ্‌র শুরু ইহ্‌রামের মাধ্যমে হয়। পরবর্তীতে ইহ্‌রামের বর্ণনা করা হবে।

হজ্জ ও উমরাহ্‌ঃ- বাইতুল্লাহ্‌র সাথে দু'টি ইবাদত সম্পর্কিত। প্রথমতঃ হজ্জ যার অধিকাংশ আহ্‌কাম ও কার্যাবলী শুধু জিলহজ্জ মাসের পাঁচটি দিনে আদায় করা হয়ে থাকে। অন্য কোন সময় তা আদায় করা যায় না। (পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে) দ্বিতীয়তঃ উমরাহ্ যা হজ্জের পাঁচ দিন ব্যতীত বৎসরের যে কোন মাসে যে কোন সময় আদায় করা যায়। এর হলো তিনটি

আহ্কাম। প্রথমত: মীকাত থেকে অথবা এর পূর্বে উমরাহ্র ইহরাম বাঁধতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ মক্কা মুয়াজ্জমায় পৌঁছে বাইতুল্লাহ্ শরীফ তওয়াফ করবে। তৃতীয়তঃ সাফা মারওয়ার সায়ী করতে হবে। এর পর মাথার চুল কেটে অথবা মুড়িয়ে ইহ্রাম খুলতে হবে। উমরাহ্কে হজ্জের সাথে একত্র করা বা না করার প্রেক্ষিতে হজ্জ তিন প্রকার হয়ে থাকে।

প্রথমতঃ হজ্জে গমনের সময় শুধু হজ্জের নিয়ত করবে এবং ইহ্রাম বাঁধতে হবে। উমরাহ্কে হজ্জের সাথে একত্র করবেনা। এ হজ্জের নাম হলো ইফরাদ এবং হজ্জ আদায়কারীকে বলা হয় মুফরিদ।

দ্বিতীয় প্রকার হলো প্রথম থেকেই হজ্জের সাথে উমরাহ্ একত্র করে নিয়ত করবে এবং উভয়ের ইহ্রাম একত্রে বাঁধতে হবে এর নাম হলো ক্বিরাণ। এরূপ হজ্জ আদায়কারীকে বলা ক্বারিন।

তৃতীয় প্রকার হলো হজ্জের সাথে উমরাহ্কে এভাবে একত্র করবে যে, মীকাত থেকে শুধু উমরাহ্র ইহ্রাম বাঁধবে। এ ইহ্রামের মধ্যে হজ্জকে একত্র করবে না।

এরপর মক্কা শরীফ পৌঁছে উমরাহ্র আহ্কাম শেষ করে এবং চুল কেটে বা মুড়ানোর পর ৮ই জিলহজ্জ মস্জিদে হারাম (কা'বা শরীফ) থেকে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। এর নাম হলো তামাত্তু। এরূপ হজ্জ আদায়কারীকে 'মুতামাত্তি' বলা হয়। হজ্জ পালনকারীর জন্য এ সুযোগ রয়েছে যে, উপরোক্ত তিন প্রকারের মধ্যে যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করবে। কিন্তু কি্রাণ হলো উত্তম। এই তিন প্রকারের ইহ্রামের নিয়তে এবং কোন কোন আহ্কামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাই এগুলো ভালভাবে স্মরণ রাখা উচিৎ।

তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে পার্থক্যঃ-

এই তিনপ্রকারের মধ্যে একটি পার্থক্য হলো নিয়তের মধ্যে। প্রথম প্রকার অর্থাৎ ইফরাদের ইহ্রাম বাঁধার সময় হজ্জের নিয়ত করতেহবে। দ্বিতীয় প্রকারের হজ্জ ও উমরাহ্ উভয়ের নিয়ত করতে হয়। তৃতীয় প্রকার তামাত্তুর মধ্যে ইহ্রামের সময় শুধু উমরাহ্র নিয়ত করতে হয়।

দ্বিতীয় বিরাট পার্থক্য হলো এই যে, প্রথম দু'প্রকারের মধ্যে প্রথম যে ইহ্রাম বাঁধা হয় তা হজ্জের আহ্কাম পূর্ণ করা পর্যন্ত বাকী থাকে। তৃতীয় প্রকারে মক্কা শরীফ পৌঁছে উমরাহ্র আহ্কাম অর্থাৎ তাওয়াফ ও সাঈ থেকে অবসর হওয়ার পর এ ইহ্রাম চুল কাটা বা মুড়ানোর পর সমাপ্ত হয় এবং ৮ই জিলহজ্জ পর্যন্ত এ ব্যক্তি ইহ্রাম ব্যতীত মক্কা শরীফ অবস্থান করতে পারবে। ৮ই জিলহজ্জ মসজিদে হারাম থেকে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধবে। তৃতীয় প্রকার অধিকতর সহজ কিন্তু ক্বিরাণ হলো উত্তম। তবে শর্ত হলো এ দীর্ঘ সময় ইহ্রামের অবস্থায় ইহ্রামের নিয়মাবলী সতর্কতার সাথে পূর্ণ করতে হবে। নতুবা তামাত্তু করা উত্তম। হজ্জ, উমরাহ্ ও ইহরামের সমস্ত আমল এবং আহ্কাম তিন প্রকারের মধ্যে একই ধরনের শুধু পার্থক্য হল এই যে, ১০ই জিলহজ্জ তারিখে মিনায় ক্বারিন ও মুত্তামাত্তি'র উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। মুফরিদ এর জন্য মুসতাহাব হলো এই যে, তিন প্রকারের মধ্যে যে নিয়ত বর্ণনা করা হয়েছে তা অন্তরে আদায় করা এবং মুখে

নিজের ভাষায় উচ্চারণ করাই যথেষ্ট। আরবী ভাষায় বলা উত্তম যেমন ইফরাদে এভাবে নিয়ত করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ ۰

"হে আল্লাহ্‌ আমি হজ্জের নিয়ত করেছি সুতরাং তা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবূল কর। ক্বিরাণে এভাবে নিয়ত করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ ۰

"হে আল্লাহ্‌ আমি হজ্জ ও উমরাহ্‌ উভয়ের নিয়ত করেতেছি। এ দু'টো আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল কর।

তামাত্তু'র অবস্থায় প্রথম ইহ্‌রামের সময় এভাবে নিয়ত করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِىْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ ۰

"হে আল্লাহ্ আমি উমরাহ্ নিয়ত করছি। এটা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং "আমার পক্ষ থেকে কবুল কর।"

এখানে নিয়ত আরবী ও বাংলায় লিখে দেয়া হলো, আরবী মুখস্থ করা কষ্ট হলে উর্দু, ফার্সী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বাংলা, পশ্তু অথবা যে কোন ভাষায় এটা আদায় করা যাবে। ইহ্রাম বাঁধার নিয়মঃ- যখন ইহ্রাম বাঁধার ইচ্ছা করবে তখন প্রথম গোসল, তবে ওযু করলেও চলবে। সুন্নত হলো, এইযে, নখ কর্তন করবে, ঠোটের গোঁফ কর্তন করে ছোট করবে, বগল ও নাভীর নিচের পশম পরিস্কার করবে। মাথা মুড়ানো বা মেশিন দ্বারা চুল কাটার অভ্যাস থাকলে তা করা যাবে। মাথায় চুলের খোপা থাকলে তা চিরুনী দ্বারা পরিপাট্টি করবে। ইহ্রামের জন্য দু'টি নুতন অথবা ধোলাই করা চাদর ব্যবহার করা সুন্নত। একটি লুঙ্গির মত পরিধান করবে এবং একটি চাদরের মত ব্যবহার করবে। যদি কালো বা অন্য কোন রং হয় তবুও জায়েয হবে। শীতের সময় কম্বল দ্বারাও এ কাজ করা যেতে পারে এবং তোয়ালে দ্বারাও এটা করা যায়।

লুঙ্গি টাখনুর উপর হতে হবে। ইহ্‌রামের চাদর ও লুঙ্গি পরিধাণ করার পর সুন্নত হলো এই যে, দু'রাকা'আত নফল নামায আদায় করবে কিন্তু তা নামাজের মাকরূহ্‌ সময় অর্থাৎ সূর্য উদয় বা অস্ত অথবা দুপুর হতে পারবে না। এ ছাড়া ফজর নামাজের পর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেও নফল নামাজ মাকরুহ। প্রথম রাকা'আতে আলহামদুলিল্লাহ্‌র পর 'কুলইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন' এবং দ্বিতীয় রাক্‌আতে 'কুল হুয়াল্লাহু' পড়া উত্তম। অন্য কোন সুরাহ্‌ পড়াও জায়েজ। এ নামাজের সময় যে চাদর পরিধান করা হবে এর দ্বারা মাথা ঢাকতে হবে। কেননা এখনো ইহ্‌রাম শুরু হয়নি যার জন্য মাথা খোলা রাখতে হবে। দু'রাকাআত নফল আদায়ের পর হজ্জের উল্লেখিত তিন প্রকারের মধ্যে যে প্রকার হজ্জের ইচ্ছা অন্তরে এর নিয়ত করবে এবং মুখেও উচ্চারণ করবে। নিম্নলিখিত তালবীয়াহ্‌র মাসনুন বাক্য সমূহ ভালভাবে মুখস্থ করতে হবে। এর মধ্যে কোন বাক্য হ্রাস করা মাকরুহ।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ
لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَ
الْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ ۔

"আমি হাজির আছি, হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে হাজির আছি, তোমার দ্বারে উপস্থিত আছি, তোমার কোন অংশীদার নেই। আমি তোমার দরবারে হাজির আছি, নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা ও নিয়ামত তোমার জন্য। (সর্বত্র) তোমারই রাজত্ব। তোমার কোন অংশীদার নেই।

শুধু নিয়তের দ্বারা ইহ্‌রাম শুরু হয় না বরং তালবীয়াহ্‌ পাঠের মাধ্যমে ইহরাম শুরু হয়। তাই তালবীয়াহ্‌ পাঠের পূর্বে মাথা থেকে চাদর খুলে ফেলতে হবে। এরপর সফরের সময় অধিক পরিমাণে উচ্চস্বরে তালবীয়াহ্‌ পাঠ করতে থাকবে। বিশেষ করে সকালে সন্ধ্যায় এবং সময় ও স্থান পরিবর্তনের সময় উচ্চস্বরে তালবীয়াহ্‌ পড়তে হবে। কিন্তু মহিলাগণ উচ্চস্বরে না বলে চুপে চুপে তালবীয়াহ্‌ পড়বে। মসজিদে এত উচ্চস্বরে তালবীয়াহ্‌ পড়বে না যাতে মুসল্লীদের নামাজে বিঘ্ন ঘটে। যখন তালবীয়াহ্‌ পাঠ করবে তখন তিনবার উচ্চস্বরে তালবীয়াহ্‌ পাঠ করার পর মৃদু আওয়াজে দরুদ

শরীফ পাঠ করবে। এরপর স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দু'আ করবে। তালবীয়াহ্‌র পর সুন্নত দু'আ হলোঃ-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَ
اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ ۔

"হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টি ও বেহেশতের জন্য আবেদন করছি। (হে আল্লাহ!) আমি তোমার ক্রোধ ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই।"

ইহরামের সময় অপরিহার্য কর্তব্য সমূহঃ

ইহরামের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নাযায়েজ।

(১) ইহ্‌রাম অবস্থায় পুরুষগণ দেহে কোন সেলাই করা বা তৈরী কাপড় যেমন- কুর্তা, পাজামা, আচকান, কোট ইত্যাদি পরিধান করতে পারবে না। ইহ্‌রামের চাদরে যদি কোন জোড়া বা তালী লাগান থাকে অথবা লুঙ্গীর মধ্যে সেলাই থাকে তাহলে এতে অসুবিধা নেই। টাকা পয়সা রাখার জন্য কোন সেলাই করা থলে বা পকেট এর মধ্যে গণ্য হবে না।

(২) পুরুষের জন্য মাথা ও মুখ ঢেকে রাখা।

(৩) কাপড় বা দেহে সুগন্ধি লাগান, সুগন্ধি সাবান ব্যবহার করা, এরূপ দ্রব্য খাওয়া যাতে সুগন্ধ রয়েছে। যেমন- সুগন্ধি তামাক, সুগন্ধাযুক্ত ফল ইত্যাদি। সুগন্ধ ফল-ফুল ইত্যাদির ঘ্রাণ নেয়াও মাকরূহ। অনিচ্ছাকৃতভাবে নাকে ঘ্রাণ এলে অসুবিধা নেই।

(৪) দেহের কোন অংশ থেকে চুল কর্তন করা

(৫) নখ কর্তন করা।

(৬) ইহ্রাম অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন দেয়া বা সঙ্গম করা।

(৭) ইহ্রাম অবস্থায় মহিলাদের সামনে সহবাসের আলোচনা করা।

(৮) লড়াই ও ঝগড়া করা।

(৯) শিকার করা বা শিকারীকে সাহায্য করা।

মহিলাদের ইহ্রামঃ- মহিলাদের ইহ্রাম ও হজ্জ পুরুষদের মতই। পার্থক্য হলো এই যে, মহিলাদেরকে সেলাই কাপড় পরিধান করতে হবে, মাথা ঢেকে রাখতে হবে। শুধু মুখমন্ডল খোলা রাখতে হবে। কিন্তু অপরিচিতি ও অনাত্মীয় পুরুষদের সামনে বোরকা দ্বারা

এভাবে পর্দা করতে হবে যে, তা যেন চেহেরাকে প্রকাশ না করে। মহিলাদের জন্য মোজা ও অলংকার পরিধান করা জায়েজ আছে। হায়েজ ও নিফাসের সময় ইহ্রাম বাঁধা জায়েয, তবে এ অবস্থায় ইহ্রামের জন্য তালবীয়াহ্ পড়বে না। উপরোল্লেখিত বিষয়গুলো ইহ্রামের অবস্থায় পালন করা একান্ত প্রয়োজন। এর উল্টো করা গুনাহ এবং কাফফারার জন্য অধিকাংশ সময় দম অর্থাৎ কুরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে। উপরোক্ত বিষয় যথাযথ পালন না করলে শুধু গুনাহ্ নয় বরং এর দ্বারা হজ্জও অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যদিও ফরজ আদায় হয়। আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করার পূর্বে সঙ্গম করলে হজ্জ ফাসিদ বা বাতিল হয়ে যায়। পরবর্তী বৎসর হজ্জ করা আবশ্যক হয়ে যায়। সহবাস ছাড়া চুম্বন ইত্যাদি যদিও গুনাহ, কিন্তু এতে হজ্জ ফাসিদ হবে না।

কোথা থেকে এবং কোন সময় ইহরাম বাধতে হবেঃ- এটা সবার জন্য জানা একান্ত প্রয়োজন যে, আল্লাহ্তা'আলা পবিত্র মক্কার চতুর্দিকে কিছু স্থান নির্ধারিত করে দিয়েছেন যেখানে পৌঁছে মক্কা শরীফ

গমনকারীদের জন্য ইহ্রাম বাঁধা ওয়াজিব, সেটা হজ্জের হোক বা উমরাহের ইহ্রাম। এ সমস্ত স্থানগুলোকে মীকাত বলা হয়। এর বহুবচন হলো মাওয়াকীত। সহীহ হাদীসে মাওয়াকীতের নির্ধারণ সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এ বিধান মাওয়াকীতে হ'তে বাইরে অবস্থানকারীদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। যখনই কেউ পবিত্র মক্কার উদ্দেশ্য মীকাতের সীমানায় প্রবেশ করবে, চাই সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে হোক অথবা আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাবে, এ সময় তার উপর বাইতুল্লাহ্র হক হলো সে মীকাত থেকে ইহ্রাম বেঁধে প্রবেশ করবে। যদি হজ্জের সময় থাকে তাহলে হজ্জের নতুবা উমরাহ্র ইহ্রাম বাঁধবে এবং বাইতুল্লাহহ্র হক আদায় করবে। এরপর নিজের কাজে মনোনিবেশ করবে। (বাদায়ে) হাঁ যদি জিদ্দা গমন মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে হয় বরং জিদ্দা বা মদীনার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে মীকাত থেকে ইহ্রাম বাঁধা জরুরী নয়।

মীকাত ৫টিঃ- পবিত্র মদীনা থেকে আগমনকারীদের জন্য জুল হুলায়ফা হলো মীকাত যা

মদীনা থেকে প্রায় ৬ মাইল দূরে মক্কা শরীফের পথে অবস্থিত। এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে এটা 'মোকামে বীর আলী' নামে প্রসিদ্ধ।

সিরিয়ার দিক থেকে আগমনকারীদের মীকাত হলো হাজফাহ যা পবিত্র মদীনার পথে প্রসিদ্ধ মনজিল রাবেগ এর নিকট অবস্থিত।

নাজদ এর দিক থেকে আগমনকারীদের মীকাত হলো ক্বারনুল মানাজিল।

ইয়ামনের দিক থেকে মক্কায় আগমনকারীদের জন্য মীকাত হলো ইয়ালামলাম যা সমুদ্র হতে ১৫/২০ মাইল দূরে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে এটা ইয়ামন ও আদনবাসীদের মীকাত। পূর্বে যখন জিদ্দা বন্দর ছিলনা তখন হিন্দুস্থান, পাকিস্তান এবং অন্যান্য প্রাচ্য দেশ সমূহ থেকে আগমনকারী হাজীদের জন্য এটাই পথ ছিল। তাই পাকিস্তান বাংলাদেশ ও ভারতের জন্য এটাই মীকাত হিসেবে প্রসিদ্ধ।

ইরাকের দিক থেকে আগমনকারীদের জন্য মীকাত হলো জাত ইরাক।

যাদের পথ এ নির্ধারিত স্থানের মধ্যে নয় তারা মক্কা প্রবেশের জন্য যে স্থান দিয়ে হোক না কেন যখন মীকাতের সীমানায় বা এর বরাবর আসবে তখন ঐ সীমানায় প্রবেশের পূর্বেই ইহ্রাম বাঁধা ওয়াজিব। এ সমস্ত মীকাত ঐ লোকদের জন্য যারা মীকাতের সীমানার বাইরে সমগ্র দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। মীকাতের বাইরে সমগ্র দুনিয়া "আফাক" নামে প্রচলিত আছে এবং এ সমস্ত লোকদের আফাকী বলা হয়।

মীকাতের সীমানায় অবস্থানকারীগণ ঃ-

এখানে এ বিষয়টি জানা একান্ত প্রয়োজন যে, সমগ্র দুনিয়ায় সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন স্থান হলো কা'বা। আল্লাহতা'আলা এর সম্মানের জন্য এর চতুর্দিকে তিনটি সীমানা নির্ধারণ করেছেন। প্রত্যেকটি সীমানার কিছু বিশেষ আহ্কাম রয়েছে। প্রথম সীমানা হলো মসজিদে হারামের যার মধ্যে বাইতুল্লাহ্ অবস্থিত। বাইতুল্লাহ্র পর সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন স্থান হলো মসজিদে হারামের। এর সাথে বহু আহ্কাম নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু এগুলোর সাথে ইহ্রামের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয় সীমানা হলো হেরেম এর যা পবিত্র মক্কার চতুর্দিকে হেরেম মক্কার কিছু সীমানা নির্ধারিত রয়েছে। এই হেরেমের সীমানা মক্কা থেকে কোন দিক দিয়ে তিন মাইল, আবার কোন দিক দিয়ে নয় মাইল। যে সমস্ত লোক এই সীমানার অভ্যন্তরে বাস করে তাদেরকে আহ্‌লে হেরেম বা হেরেমের বাসিন্দ বলা হয়। তৃতীয় সীমানা হলো মীকাত এর। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

হেরেমের সীমানার বাইরে কিন্তু মীকাতের সীমানার অভ্যন্তরে অবস্থানকারীদেরকে আহ্‌লে হেল বলা হয় এবং মীকাতের বাইরে অবস্থানকারীদেরকে আহ্‌লে আফাক বলা হয়। আহ্‌লে আফাক যখনই মক্কা মুকাররমার উদ্দেশ্যে মীকাতের সীমানা বা এগুলোর বরাবর কোন পথ দিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হবে এর পূর্বে ইহ্‌রাম বাঁধা তাদের ওয়াজিব। তাদের উদ্দেশ্য হজ্জ ও উমরাহ্‌ হোক অথবা ব্যবসার বা বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য হোক। মীকাতের সীমানার ভিতর কিন্তু হেরেমের সীমানার বাইরে অবস্থানকারী যাদেরকে

আহলে হেল বলা হয় তাদের হুকুম হলো এই যে, যখন তারা হজ্জ বা উমরাহ্‌র উদ্দেশ্যে মক্কা যাওয়ার ইচ্ছা করে তখন তাদের নিজ ঘর থেকে অথবা হেরেমের সীমানার পূর্বেই ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে। যদি ব্যবসা বা অন্য কোন প্রয়োজন মক্কা মুকাররামা যাওয়ার ইচ্ছা করে তাহলে তাদের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। যখনই ইচ্ছা ইহ্‌রাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে।

হেরেমের সীমানার ভিতরে যারা বাস করে তাদের জন্য ইহ্‌রামের কোন প্রয়োজন নেই। যখন তারা উমরাহ্‌ করার ইচ্ছা করবে তখন হেরেমের বাইরে গিয়ে ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে এবং যখন হজ্জ করার ইচ্ছা করবে হেরেম থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধতে হবে।

পাকিস্তান বাংলাদেশ ও ভারতবাসী কোথা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে ঃ- একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিৎ যে, আফাকী লোকদের জন্য মীকাত অথবা এর বরাবর স্থান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধা ওয়াজিব। ইহ্‌রাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়া জায়েয নয়।

যদি কেউ মীকাতের পূর্বেই ইহ্‌রাম বাঁধে তাহলে তা সর্ব সম্মতিক্রমে জায়েয হবে। দ্বিতীয় বিষয় হলো এই যে, যখন থেকে বিমানে ভ্রমণ শুরু হলো তখন থেকে পাকিস্তান ও ভারতবাসীদের ভ্রমণের জন্য দু'টি পথের ব্যবস্থা হয়। কেননা সামুদ্রিক জাহাজ সমুদ্রের কুল দিয়ে গমন করার পথে কোন মীকাত পড়েনা। এডেনের পর ইয়ালামলাম-এর বরাবর এসে যায়। তাই ইয়ালামলাম থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধা হয়ে থাকে। কিন্তু বিমানের পথ হলো এরূপ যে, এতে বিমান জিদ্দা পৌঁছার পূর্বেই কয়টি মিকাতের বরাবর দিয়ে অতিক্রম করে। ইরাকের মীকাত জাতে ইরক এর নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করে। নাজদ এর মীকাত কারনুল মানাজিল এর প্রায় উপর দিয়ে অতিক্রম করে। বিমানে ভ্রমণকারীদের এটা জানাব কোন ব্যবস্থা নেই যে, বিমান কোন সময় মীকাতের জন্য উচিৎ হলো স্বীয় ঘর থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে বিমানে আরোহণ করা অথবা বিমানে আরোহণ করে ইহ্‌রাম বেঁধে নেয়া।

জিদ্দা থেকে ইহ্‌রামের মাসয়ালা ঃ বিমানে মক্কা শরীফ গমনকারীদের জন্য জিদ্দা পৌঁছে ইহ্‌রাম বাঁধা কোন ভাবেই জায়েয নয়। কেননা বিমান জিদ্দা পৌঁছার পূর্বেই মীকাতের সীমানায় প্রবেশ করে জিদ্দা পৌঁছে থাকে সমুদ্র পথে ইয়ালামলামের বরাবর পৌঁছে সাধারণভাবে ইহ্‌রাম বাঁধা হয়ে থাকে এবং এটাই হলো উত্তম। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু মক্কা মোকাররামার পথ ইয়ালামলামের নিকট দিয়ে নয় এবং ভ্রমণকারীগণ ইয়ালামলামের নিকট প্রবেশ না করে জিদ্দা পৌঁছতে পারে, তাই তারা যদি জিদ্দা পৌঁছে ইহ্‌রাম বাঁধে এতেও কোন অসুবিধা নাই।

জিদ্দা পৌঁছার পর ঃ সামুদ্রিক জাহাজ ও বিমান উভয় পথে ভ্রমণকারীগণ প্রথম জিদ্দা পৌঁছে থাকে। তাই এটাকে হেরমাইনের (মক্কা-মদীনার) দরওয়াজা বলা হলে তা অত্যুক্তি হবে না। জিদ্দা পৌঁছে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে যে, গন্তব্য স্থান নিকটবর্তী হয়েছে। এবং উচ্চস্বরে সর্বত্র তালবীয়া পাঠ করতে থাকবে। প্রয়োজনীয় কাজ থেকে অবসর হয়েই সর্বদা আল্লাহর

জিকিরে মগ্ন থাকবে। জিদ্দা থেকে মোটরযানে মক্কা শরীফ খুবই অল্প সময়ের পথ। মাঝে বাহ্‌রাহ্ নামক মন্‌জিল অতিক্রম করে কিছু দূরেই হেরেমের সীমানার দু'টি থাম্বা দৃষ্টি গোচর হয়। এখান থেকেই হেরেমে মক্কা শুরু হয়ে থাকে।

হেরেমের সীমানায় প্রবেশ ঃ- হেরেমের সীমানায় প্রবেশের অর্থ আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জত এর মহান ও শাহী দরবারে প্রবেশ করা যা অত্যন্ত সৌভাগ্যবানদেরই ভাগ্য হয়ে থাকে। তাঁর আজমত ও বুজুর্গী মনে মনে স্মরণ করে এই সীমানায় প্রবেশ করতে হবে। পূর্ববর্তী নবী ও উম্মতদের আমল ছিল এই যে, এখান থেকে পদব্রজে ও নগ্নপদে গমন করতেন। মক্কা থেকে বাইরে 'জিতুয়া' নামক একটি স্থান রয়েছে যেখান থেকে নগ্নপদ হয়ে রওয়ানা হতেন। যদি এটা না হত তাহলে মক্কা প্রবেশ করে এই আমল করতেন। (হায়াতুল কুলুব) কিন্তু বর্তমানে মোটর ভ্রমণের কারণে অবতরণ করা সহজ নয়, এরপর আসবাবপত্র মোটরে থাকলে মন এদিকে উদ্বিগ্ন থাকবে তাই মোটরে আরোহণ করে প্রবেশ করা

উচিৎ। তবে চেষ্টা করে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ইস্তগ্ফার করে তালবীয়া পাঠ করতে করতে প্রবেশ করবে। (যুবদাহ্)

মক্কা মুয়াজ্জামায় প্রবেশ ঃ মাসয়ালা-মক্কা মুকাররামায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করা হলো সুন্নত। বর্তমানে জিদ্দায় গোসল করে রওয়ানা হলে এ সুন্নত আদায় হয়ে যায়। কেননা মোটরে ভ্রমণের কারণে খুব অল্প সময়ে এ পথ অতিক্রম হয়ে যায়। মক্কায় পৌঁছে নিজের আসবাবপত্রও অবস্থানের ব্যবস্থা করবে যেন মন এর জন্য উদ্বিগ্ন না থাকে। এরপর মসজিদে হারামে আগমণ করবে।

মাসয়ালা ঃ যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে তখন বাবুস সালাম দিয়ে প্রবেশ করা মুসতাহাব, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ থেকে এ বাবুস সালাম বর্তমান পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত আছে। মসজিদে হারামের সম্প্রসারণের সময় এর বিপরীতে দ্বিতীয় একটি দাওয়াজাহ নির্মাণ করা হয়েছে এটাকেও বাবুস সালাম বলা হয়। এদিক দিয়ে প্রবেশ করা অন্য কোন

দরওয়াজাহ্ দিয়ে প্রবেশ করায় কোন অসুবিধা নেই। তালবীয়াহ্ পাঠ করে অত্যন্ত বিনয় ও ভয়ভীতির সাথে বাইতুল্লাহ্র সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রবেশ করতে হবে।

মাসয়ালা ঃ দরওয়াজায় প্রবেশের সময় ডান পা প্রথম রাখবে এবং দরুদ শরীফ পাঠ করে এই দু'আ পড়বে ঃ-

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ
سَهِّلْ لَنَا اَبْوَابَ رِزْقِكَ ۔

"হে আল্লাহ্ আমাদের জন্য তোমার রহমতের দরওয়াজা খুলে দাও এবং রিজিকের দরওয়াজা সহজ করে দাও"।

যদি দু'আর শব্দ স্মরণ না থাকে তা হলে মুখে এই বিষয়ে দু'আ করলেও চলবে।

বাইতুল্লাহ্র প্রতি দৃষ্টিপাতের সময় ঃ- বাইতুল্লাহ্র প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাতের সময় তিনবার আল্লাহু আকবার,

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে এবং হাদীস হ'তে বর্ণিত নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا
رَبَّنَا بِالسَّلَامِ ۔ اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا
تَعْظِيْمًا وَتَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً
وَزِدْ مَنْ حَجَّهٗ اَوِ اعْتَمَرَ تَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا
وَتَعْظِيْمًا وَبِرًّا ۔

"হে আল্লাহ্‌ আপনি শান্তিময় এবং আপনার পক্ষ থেকে শান্তি আগমন করে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে শান্তিতে জীবিত রাখুন। হে আল্লাহ্‌! আপনার এ ঘরের সম্মান, ইজ্জত, মর্যাদা এবং ভীতি বৃদ্ধি করুন। যে ব্যক্তি এ ঘরের হজ্জ বা উমরাহ্‌ আদায় করবে তার সম্মান, ইজ্জত মর্যাদা এবং সওয়াব বৃদ্ধি করে দিন।

এ দু'আ পাঠ করা মুসতাহাব। যদি স্মরণ না হয় তবে যে দু'আ করবে এসময় তা কবুল হবে।

মাসয়ালা ঃ মসজিদে হারামের প্রবেশের সময় নফল তাহ্‌ইয়াতে মসজিদ পড়ার প্রয়োজন নেই। কেননা এখানে তাওয়াফের উদ্দেশ্যে আগমনকারীদের জন্য তাহ্‌ইয়াতে নফলের পরিবর্তে তাওয়াফ করা প্রয়োজন তাই মসজিদে হারামে প্রবেশের পর সর্ব প্রথম তাওয়াফ করতে হয়।

সর্ব প্রথম কাজ হলো তাওয়াফ করা ঃ বাহির থেকে মক্কা মুয়াজ্জামায় প্রবেশকারী হজ্জের নিয়তে হোক অথবা উমরাহ্‌র নিয়তে এবং হজ্জের তিন প্রকারের যে কোন প্রকার হোক না তার প্রথম কাজ হলো আসবাবপত্র যথাস্থানে রাখার পর সর্ব প্রথম মসজিদে হারামে পৌঁছবে এবং তাওয়াফ করবে। অবশ্য প্রত্যেকের জন্য তাওয়াফ হবে বিভিন্ন প্রকার। শুধু উমরাহ্ বা তামাত্তু আদায়কারীদের জন্য তাওয়াফ হবে এবং মুফরিদ ও কারেন আদায়কারীদের জন্য তাওয়াফ কুদুম হবে। এটা সুন্নত ওয়াজিব নয়।

তাওয়াফ করার পদ্ধতিঃ- তাওয়াফের অর্থ হলো কোন বস্তুর চতুর্দিকে ঘুরা। শরীয়তের ভাষায়

বাইতুল্লাহ্র চতুর্দিকে সাত বার ঘুরাকে তাওয়াফ বলা হয় এবং একটি ঘুর্ণনকে শোত বলা হয়। বাইতুল্লাহ্ ব্যতীত কোন বস্তু বা কোন স্থান তাওয়াফ করা জায়েজ নয়। তাওয়াফের জন্য নিয়ত করা ফরজ। নিয়ত ব্যতীত যতই ঘুরবে তাওয়াফ আদায় হবে না। তাওয়াফের নিয়ত এভাবে করবে যে, হে আল্লাহ আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য তাওয়াফের ইচ্ছা করছি তা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং কবুল কর। অন্তরে এই নিয়ত করা ফরজ এবং মুখে উচ্চারণ করাও উত্তম এ নিয়তের সাথে সাথে বাইতুল্লাহ্ শরীফের সামনে যেখানে হাজরে আসওয়াদ রয়েছে সেখানে এভাবে দাঁড়াবে যে, হাজরে আসওয়াদ যেন ডান দিকে থাকে। এরপর তাওয়াফের নিয়ত করে এমনিভাবে একটু ডান দিকে যাবে যেন হাজরে আসওয়াদ সম্পূর্ণ সামনে থাকে। হাজরে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে হাত উঠাবে যেমনি নামাযে তাকবীর তাহরীমার সময় উঠাতে হয় এবং এ ভাবে তাকবীর বলবে-

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلِلّٰهِ

اَلْحَمْدُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

যদি সম্পূর্ণ স্মরণ না থাকে অথবা ভীড়ের কারণে অসুবিধা হয় তাহলে শুধু 'বিছমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ্' পাঠ করলেই চলবে। এরপর হাত ছেড়ে হাজরে আসওয়াদকে এভাবে চুমা দেবে যে, উভয় হাত হাজরে আসওয়াদের উপর এভাবে রাখবে যেমনি সিজদাহর মধ্যে রাখা হয় এবং হাজরে আসওয়াদকে আদরের সাথে চুমা দেবে। হাত রাখা সম্ভব না হলে কাঠ বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করে এটাকেই চুমা দেবে। এটা ও সম্ভব না হলে উভয় হাত হাজরে আসওয়াদের দিকে এভাবে উঠাবে যেন হাজরে আসওয়াদের উপর হাত

রাখা হয়েছে এবং হাতের পিঠ নিজের মুখের উপর রাখবে। এরপর উভয় হাতকে চুমা দেবে। হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেয়া বা হাতে স্পর্শ করার সময় এটা খেয়াল রাখবে যে, কারো যেন কষ্ট না হয়। যদি কারো কষ্টের আশংকা থাকে তাহলে এটা না করে শুধু হাত কাধ পর্যন্ত উঠিয়ে হাজরে আসওয়াদকে সামনে করে উভয় হাতকে চুমা দিলেই চলবে। কেননা হাজরে আসওয়াদ চুমা দেয়া মুস্তাহাব এবং মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া হারাম। হাজরে আসয়াদ চুমা দেওয়ার পর ডান দিকে কা'বা শরীফের দরওয়াজার দিকে যাবে এবং বাইতুল্লাহ্‌র চতুর্দিকে তাওয়াফ করবে। যখন রুকনে ইয়ামনীর নিকট পৌঁছবে তখন উভয় হাতে অথবা ডান হাতে এটা স্পর্শ করা সুন্নত। এটা চুমা দেওয়া বা বাম হাতে স্পর্শ করা সুন্নতের খেলাফ বা বিরোধী। যদি হাতে স্পর্শ করার সুযোগ না পাওয়া যায় তবে এভাবেই চলে যেতে হবে।

বায়তুল্লাহ্‌র কোন চারটি রয়েছে। প্রত্যেকটি কোণকে রোকন বলা হয়। হাজরে আসওয়াদ হলো

একটি রোকন। এর বিপরীত পশ্চিম দিকের কোণকে বলা হয় রোকনে ইয়ামনী। অপর দু'টি রোকনে শামী ও রোকনে ইরাকী নামে প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাওয়াফে এ দু'টি রোকনের সাথে শরীয়তের কোন বিধান জড়িত নয়।

যখন ফিরে হাজরে আসওয়াদে পৌঁছবে তখন বিছমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেয়া হাত লাগান এবং হাত চুমা দেয়ার ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যা পূর্বে করা হয়েছিল। এভাবে একটি চক্কর পূর্ণ হবে। এরপর হাজরে আসওয়াদ থেকে শুরু করে পূর্বের ন্যায় হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত সাতবার চক্কর দিতে হবে। তাহলে একটি তাওয়াফ পূর্ণ হবে। সাত চক্কর পূর্ণ করার পর অষ্টম বারে পূর্বের ন্যায় হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেবে।

মাসয়ালা ঃ যখন হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেয়া অথবা হাতে বা অন্য কিছু দিয়ে স্পর্শ করা প্রথম বার এবং অষ্টম বার সর্বসম্মতি ক্রমে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এর মাঝের গুলো নিয়ে মতভেদ রয়েছে। (জুবদাহ্)

মাসয়ালা ঃ যখন জামা'য়াতে নামাযের জন্য ইকামত শুরু হয় এবং ইমাম যখন খুতবা প্রদানের জন্য দাঁড়িয়ে এ সময় তাওয়াফ করা মাকরুহ্‌। এ ছাড়া কোন সময় তাওয়াফ মাকরুহ্‌ নয়। যদি তা নামাযের জন্য মাকরুহ্‌ সময় হয়। (ছায়তুল কুলুব)

তাওয়াফ কালে দু'আ ঃ তাওয়াফ কালে আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকা এবং দু'আ করা উত্তম। তাওয়াফের সময় দু'আ মাকবুল হয়। কিন্তু কোন বিশেষ যিকির এবং দু'আ নির্দিষ্ট নয়। অবশ্য হাদীসে দু'টি দু'আ বর্ণিত আছে। (জুবদাহ্‌) প্রথমতঃ রোকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে নিম্নলিখিত দু'আ পড়তে হবে-

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দান করুন এবং আখিরাতে মঙ্গল দান করুন এবং দোজখের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"

দ্বিতীয় দু'আ হাজরে আসওয়াদ এবং হাতীমের মাঝে পড়তে হবে বলে উল্লেখ রয়েছে। দু'আ হলো এই-

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ غَائِبَةٍ لِّيْ بِخَيْرٍ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔

"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা কিছু দান করেছেন এর উপর সন্তুষ্টি থাকার তাওফীক দান করুন এবং এর উপর আমাকে বরকত দিন। আমার ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি যা আমার সামনে নেই তা আপনি হিফাযত করুন। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁরই সমস্ত সাম্রাজ্য এবং তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।"

ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) মাবসুত নামক গ্রন্থে বলেন, হজ্জের বিভিন্ন সমুহে কোন দু'আ নির্দিষ্ট করা ভাল নয়।

দু'আ করবে। কোন বাক্য নির্ধারনের দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্র অন্তরের ভাব বা রোদন এবং বিনয় থাকে না, (হিদায়া) তাওয়াফের প্রতিটি চক্করের জন্য যে দু'আ সমূহ কোন কোন বুজর্গ প্রচার করেছেন তা অধিকাংশই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। যদিও তা বিশেষ তাওয়াফের জন্য বর্ণিত নয়। যদি কারো স্মরণ থাকে এবং অর্থ বুঝে দু'আ করে তাহলে খুবই ভাল। কিন্তু অনেক লোক বই পুস্তক হাতে নিয়ে তাওয়াফের অবস্থায় অর্থ না বুঝে বহু কষ্টে এ সমস্ত দু'আ পাঠ করে। এর চেয়ে উত্তম হলো যা বুঝবে তা নিজের ভাষায় বলবে।

মাসয়ালা ঃ তাওয়াফের অবস্থায় যিকির উত্তম এবং তিলাওয়াতে কুরআনও জায়েয কিন্তু উচ্চ স্বরে তিলাওয়াত করা যাবে না। এভাবে তালবীয়াহ্ পাঠ করতে পারবে তবে চুপে চুপে যাতে অন্য তাওয়াফকারীদের অসুবিধা সৃষ্টি না হয়। (জুবহাদ)

এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, লোকদের দু'আ পড়ানোর জন্য মু'আল্লিমগণ যে বাধ্যতামূলক ভাবে চেষ্টা করে তা ঠিক নয়।

তাওয়াফের পর দু'রাক'আত নামায ঃ-

তাওয়াফের পর দু'রাকা'আত নামায ওয়াজিব। হিদায়া) তাওয়াফ নফল হলেও দু'রাকা'আত প্রতিটি তাওয়াফের পরে ওয়াজিব। (জুবাদাহ) এ দু'রাকা'আত মাকামে ইবরাহিমের পিছনে আদায় করা সুন্নত এবং উত্তম। (বুখারী ও মুসলীম)

মাকামে ইবরাহীম ঐ পাথরকে বলা হয় যা বাইতুল্লাহ্‌ নির্মাণের জন্য ফিরিশতাগণ বেহেশ্‌ত হতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর নিকট নিয়ে এসেছিল। এর উপর হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর পায়ের চিহ্ন রয়েছে। পবিত্র কুরআনে এর পিছনে দু'রাকা'আত নামায আদায় করার নির্দেশ রয়েছে।

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى ۝

মাসয়ালা ঃ মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দু'রাকা'আত নামায আদায় করার অর্থ হলো এই যে, মাকামে ইবরাহীম নামাযী ব্যক্তি ও বাইতুল্লাহর মধ্যে এসে যায়। মাকামে ইবরাহীমের যত নিকটবর্তী হওয়া যায় ততই উত্তম। যদি কিছু দূরও হয় তবুও কোন

অসুবিধা নেই। লোকদেরকে কষ্ট দিয়ে সম্মুখে পৌঁছা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভিড়ের সময় অতি নিকটবর্তী হওয়ার জন্য কঠোর চেষ্টা করা এবং অন্যকে কষ্ট দেয়ার চেয়ে উত্তম হলো এই যে, কিছু দূরে আদায় করবে কিন্তু অসুবিধা না হলে দূরে যাবে না এবং মাকামে ইবরাহীম নিজের ও বাইতুল্লাহ্র মধ্যে রাখতে হবে।

মাসয়ালা ঃ তাওয়াফের পর দু'রাকা'আত নামাজ মাকরুহ সময় জায়েজ নয়। অর্থাৎ সূর্য উদয় ও অস্ত অথবা দিনের মধ্যভাগে যদিও এ সময় তাওয়াফ জায়েজ থাকে। (জুবদাহ্)

মাসয়ালা ঃ তাওয়াফের পর দু'রাকা'আত নামাজ আদায়ের জন্য যদি কেউ মাকামে ইবরাহীমের নিকট জায়গা পেয়ে যায় তাহলে তার উচিৎ হলো সংক্ষিপ্ত কিরায়াতের সাথে দু'রাকা'আত আদায় করবে এবং সংক্ষিপ্ত দু'আ করে ঐ স্থান ত্যাগ করবে যেন অন্যদের কষ্ট না হয়। দীর্ঘ দু'আ অথবা নফল এখানে না পড়ে পিছনে গিয়ে নফল পড়বে।

মাসয়ালাঃ এ দু'রাকা'আত তাওয়াফের সাথে সাথে আদায় করবে। বিনা কারণে বিলম্ব করা মাকরূহ। (জুবদাহ্‌)

মাসয়ালা ঃ কয়েকবার তাওয়াফ করে সবগুলো একত্র করে একবার দু'রাকা'আত আদায় করা মাকরূহ। তবে মাকরূহ সময় হলে একবারে কয়েক তাওয়াফ করে এর পর মাকরূহ চলে যাওয়ার পর প্রতি তাওয়াফের জন্য পৃথক পৃথক দু'রাকা'আত আদায় করবে।

মাসয়ালা ঃ তাওয়াফের পর দু'রাকা'আত নামায যদি মাকামে ইবরাহীমের পিছনে আদায় করা সম্ভব না হয় তাহলে এর আশে-পাশে অথবা হাতীম বা সমগ্র হেরেমের যেখানে হোক না কেন পড়লে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু হেরেমের বাইরে মাকরূহ (যুবাহ)

মূলতায়ামে গমন এবং দু'আ চাওয়া ঃ

হাজরে আসওয়াদ এবং বাইতুল্লাহ শরীফের দারওয়াযার মধ্যবর্তী স্থানকে মুলতায়াম বলা হয়। এ স্থানে বিশেষভাবে দু'আ কবুল হয়। সুন্নত হলো এই যে, তাওয়াফ শেষ করে মূলতাযামে যাবে। এখানে কা'বার

দেয়ালে উভয় হাত মাথার উপর সোজা বিছিয়ে দেবে। নিজের বুক দেয়ালের উপর রাখবে এবং অত্যন্ত ভয় ও বিনয়ের সাথে দু'আ প্রার্থনা করবে। অভিজ্ঞতা রয়েছে এই দু'আ কখনো বাতিল হয় না।

যমযমের পানি পান ঃ মুসতাহাব হলো এই যে, তাওয়াফ ইত্যাদি শেষ করে যমযম কুপে গমন করবে এবং বাইতুল্লাহর দিকে দাঁড়িয়ে তিন নিঃশ্বাসে পেট ভরে যমযমের পানি পান করবে। শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ্‌ বলবে।

মাসয়ালা ঃ যমযমের পানি দ্বারা গোসল এবং ওজু করা ভাল নয়। কিন্তু ওজু বিহীন ব্যক্তির জন্য ওজু করা জায়েজ আছে। ইস্‌তিনজা করা বা দেহ অথবা কাপড়ের নাপাক বস্তু এর দ্বারা ধৌত করা জায়েজ নয়। (গানীয়া)

তাওয়াফে ইয্‌তিবা' এবং রামল ঃ এ যাবত তাওয়াফের ব্যাপারে যে সমস্ত কার্যক্রমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রত্যেক তাওয়াফকারীদের জন্য একই নিয়ম। চাই সে তাওয়াফ উমরাহ্‌র হোক অথবা হজ্জের এবং ঐ ব্যক্তি মুফরিদ হোক বা কারেন অথবা মুতামাত্তি' এবং তাওয়াফ ওয়াজিব হোক অথবা সুন্নত বা নফল।

কিন্তু যে তাওয়াফের পর সাফা-মারওয়াহ্‌র মধ্যে সা'য়ী করতে হয় ঐ তাওয়াফের মধ্যে দু'টি কাজ অতিরিক্ত করতে হয়। প্রথম-ইযতিবা' অর্থাৎ ইহ্‌রাম অবস্থায় পরিহিত চাদর ডান কাঁধের নীচ দিয়ে বের করে চাদরের উভয় কোণ বাম কাঁধের উপর ধারণ করা (অর্থাৎ ডান কাঁধ খোলা রাখা) যে তাওয়াফের পর সা'য়ী করতে হয় ঐ তাওয়াফের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 'ইযতিবা; করা শুধু পুরুষদের জন্য সুন্নত। কিন্তু যখন তাওয়াফের দু'রাকা'আত নামাজ পড়বে তখন নিয়মনুযায়ী উভয় কাঁধ চাদর দিয়ে ঢেকে নিতে হবে। (যুবদাহ্‌) দ্বিতীয় কাজ হলো রামল (দ্রুত চলা) যা তাওয়াফের পূর্বে তিন চক্করের মধ্যে সুন্নত। রামলের নিয়ম এই যে, চলার সময় একটু লাফিয়ে দ্রুত পা ফেলতে হবে এবং পা ঘন ঘন ফেলতে হবে। দৌড় দিয়ে নায় এবং কাঁধ এভাবে হেলিয়ে দুলিয়ে চলবে যেমন যুদ্ধের মাঠে বীর বাহাদুর যেয়ে থাকে। (হায়াতুল কুলুব)

মাসয়ালা ঃ ইযতিবা' এবং রামল শুধু পুরুষের জন্য সুন্নত মহিলাদের জন্য নয়।

মাসয়ালা ঃ কারেন এবং মুতামাত্তি প্রথম যে তাওয়াফ করবেন তা ওমরাহ্‌র তাওয়াফ হবে। এরপর ওমরাহ্‌র সা'য়ী করা তার জন্য প্রয়োজন। তাই এ দু'জনকে প্রথম তাওয়াফে ইযতিবা' ও রামুল করা প্রয়োজন। কিন্তু মুফরিদ যিনি শুধু হজ্জের ইহ্‌রাম বেঁধেছেন তার এ প্রথম তাওয়াফ তাওয়াফে কুদুম হবে। যারপর হজ্জের জন্য সা'য়ী করা ঐ সময় প্রয়োজন নেই। তিনি হজ্জের সা'য়ী তাওয়াফের জিয়ারতের পর ১০ই জিলহজ্জে করতে পারেন। হ্যাঁ তিনি যদি হজ্জের সা'য়ীকে তাওয়াফে কুদুমের সাথে করতে ইচ্ছা করেন তা হ'লে এটাও প্রথম তাওয়াফেই ইযতিবা ও রামলে সুন্নত আদায় করবে।

সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সা'য়ী ঃ- সাফা ও মারওয়ার দু'টি পাহাড় হারামের নিকট অবস্থিত। সা'য়ী এর শব্দের অর্থ দৌড়ান। সাফা ও মারয়াহ্‌র মধ্যে দৌড়িয়ে যাওয়া এবং সাফা থেকে মারওয়াহ্‌ পর্যন্ত সাত চক্কর পূর্ণ করা। হযরত ইসমাইল (আঃ) এর মা হযরত হাজেরার একটি বিশেষ ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ওমরাহ্ এবং হজ্জ উভয়ের মধ্যে এই সা'য়ী করা হলো ওয়াজিব।

সা'য়ীর শর্ত এবং আদব ঃ তাওয়াফের পর সা'য়ী করা শর্ত। তাওয়াফের পূর্বে সা'য়ী করা হলে তা আদায় হবে না। তাওয়াফের পর দ্বিতীয় বার আদায় করতে হবে। (যুবদাহ) তাওয়াফের পর সাথে সাথে সা'য়ী করা জরুরী নয় কিন্তু তাওয়াফের পর পর আদায় করা সুন্নত। যদি ক্লান্তি অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে মাঝে কোন বিরতি করে তা হলে কোন অসুবিধা নেই। (যুবহাদ্)

মাসয়ালা ঃ ওকুফে আরাফাতের পর তাওয়াফে জিয়ারতের সাথে যে সা'য়ী করা হয় ইহরাম শর্ত নয়। ১০ তারিখ মিনায় কুরবানী ও হলক (চুল কর্তন বা মুড়ান) করার পর ইহ্রাম খোলার যিয়ারত ও সা'য়ী করা জায়েজ কিন্তু ওকুফে আরাফাতের পূর্বে যে সা'য়ী করা হয় এতে ইহ্রাম শর্ত। এমনিভাবে ওমরাহ্র সা'য়ীর জন্য ইহ্রাম শর্ত। (হায়াতুল কুলুব)

মাসয়ালা ঃ সায়ী'র প্রকৃত সময় হলো আইয়ামে নহরে তাওয়াফে যিয়ারতের পর। আইয়ামে নহরের পর মাকরূহ। (হায়াতুল কুলুব)

মাসয়ালা ঃ পদব্রজে সা'য়ী করা ওয়াজিব। কোন অসুবিধা থাকলে যান-বাহন বা অন্য কিছুতে আরোহণ করে আদায় করা যায়। যদি কোন অসুবিধা ছাড়া যানবাহনে চড়ে সা'য়ী করে তা হলে দম অর্থাৎ কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব।

সা'য়ী করার সুন্নত পদ্ধতি ঃ তাওয়াফের পর যখন যমযমের পানি পান করে শেষ করবে তখন হাজরে আসওয়াদের নিকট গিয়ে নয় বার ইসতিলাম করবে অর্থাৎ সুযোগ পেলে হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেবে। নতুবা হাত বা ছড়ি ইত্যাদি হাজরে আসওয়াদে লাগিয়ে এটাকে চুমা দেবে। যদি এটাও সম্ভব না হয় তাহলে হাজরে আসওয়াদের দিকে হাত রেখে তা চুমা দেবে এবং আল্লাহু আকবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে। এরপর আ হযরত (সাঃ) এর সুন্নাত অনুযায়ী মুসতাহাব হলো এই যে, বাবুস সাফা থেকে বাইরে আসবে এবং অন্য কোন দরওয়াজাহ্‌ দিয়ে বের হলে এটাও জায়েয। এরপর সাফার উপর এতটুকু কিবলাহ্‌র দিকে মুখ করে এভাবে সায়ীর নিয়ত করবে যে 'হে আল্লাহ্‌ আমি

তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সাফা ও মারওয়াহ্‌র মধ্যে সাত চক্কর সায়ী করার ইচ্ছা করেছি। এখন এটা আমার জন্য সহজ করে দাও এবং কবুল কর।' 'অন্তরে এ নিয়ত করাই যথেষ্ট তবে মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। এরপর উভয় হাত এভাবে উঠাবে যেভাবে দু'আর উঠান হয়ে থাকে। কিন্তু তকবীর তাহ্‌রীমার মত উঠান যাবে না। যেমন অজ্ঞ লোক করে থাকে। (মানাসিক, মুল্লাআলী কারী) তাকবীর ও তাহ্‌লীল উচ্চস্বরে এবং দরুদ শরীফ আস্তে পড়বে এবং বিনয় ও নম্রতার সাথে দু'আ করবে। এটাও দু'আ কবুলের স্থান। যার ইচ্ছা দু'আ হুজুর (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তা পাঠ করা উত্তম। ঐ দু'আ হলো-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ۝ لَا إِلٰهَ إِلَّا
اللّٰهُ وَحْدَهٗ أَنْجَزَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ
وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهٗ ۝

"আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁরই সাম্রাজ্য এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যু প্রদান করেন। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং তিনি এক শত্রুদলকে পরাজিত করেছেন। (যুবদাহ্‌)

এরপর নিম্ন লিখিত দু'আ আঁ হযরত (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে,-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ وَاِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَاِنِّىْ اَسْئَلُكَ كَمَا هَدَانِىْ لِلْاِسْلَامِ اَنْ لَا تَنْزِعَهُ حَتّٰى تَوَفَّانِىْ وَاَنَا مُسْلِمٌ ۝

"হে আল্লাহ্‌! আপনি বলেছেন, আমার কাছে দু'আ চাও, আমি কবুল করব এবং আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আমি আপনার নিকট দু'আ করছি যে, আপনি যেভাবে আমাকে ইসলাম ধর্মের প্রতি হিদায়াত দান

করেছেন তেমনিভাবে এটা স্থায়ী রাখুন, এমনকি ইসলামের উপর আমার মৃত্যু দান করুন।"

এ তাকবীর ও দু'আ তিনবার পড়তে হবে। এ ছাড়া ইচ্ছা অনুযায়ী দু'আ করবে। কেননা এটা দু'আ কবুলের স্থান, এরপর সাফা থেকে মাওয়াহ্র দিকে চলতে থাকবে। যখন ঐ জায়গায় পৌঁছবে যেখানে দেয়ালে সবুজ স্তম্ভ লাগান হয়েছে, এর কিছু পূর্বেই দৌড়াতে থাকবে এবং দ্বিতীয় স্তম্ভের কিছু পর পর্যন্ত দৌড়িয়ে চলবে। তবে মধ্যম গতিতে দৌড়াবে। এরপর নিজের ইচ্ছামত চলবে। এসময় নিম্ন লিখিত দু'আ হুজুর (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ-

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ ۝

"হে প্রভু, তুমি ক্ষমা কর এবং রহম কর। তুমি মর্যাদাশীল ও মেহেরবান।"

এ ছাড়া ও যা ইচ্ছা সে দু'আ করা যাবে। এটাও দু'আ কবুলের স্থান।

মাসয়ালা ঃ যদি কোন বাহনে আরোহণ করে সায়ী করে তাহলে উভয় সবুজ মাইলের মধ্যে সওয়ারীকে দ্রুত চালাবে কিন্তু শর্ত হলো এর দ্বারা যাতে কারো কষ্ট না হয়। নতুবা পদ ব্রজে অথবা আরোহীর জন্য দৌড়ান এতটুকু পর্যন্ত সুন্নত যাতে অন্যের কষ্টের কারণ না হয়। যখন সাফার বরাবর মারওয়াহ্ পাহাড়ের উপর পৌঁছবে তখন এর উপর চড়ে বাইতুল্লাহ্র দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। এবং যেভাবে সাফা পাহাড়ের উপর হাত উঠিয়ে তাকবীর, তাহ্লীল এবং দু'আ করা হয়েছিল এখানেও অনুরূপ করবে। এতে একচক্কর পূর্ণ হবে। এরপর মারওয়াহ্ থেকে সাফার দিকে ঘিরে চলবে। এসময় ও সবুজ স্তম্ভ আসার কিছু পূর্বেই দৌড়ান শুরু করবে এবং দ্বিতীয় সবুজ স্তম্ভের কিছু পর পর্যন্ত দৌড়িয়ে যাবে। এরপর নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সাফার উপর চড়বে এবং দু'আর মত হাত উঠিয়ে তাকবীর তাহ্লীল এবং দু'আ করবে। এতে দ্বিতীয় চক্কর পূর্ণ হলো। এভাবে সাফা থেকে শুরু করে মারওয়াহ্ পর সমাপ্ত করে সাত চক্কর পূর্ণ করবে।

মাসয়ালা ঃ সাত চক্কর পূর্ণ করার পর হেরেম মাতাফের নিকট দু'রাকা'আত নামায পড়া হুজুর (সাঃ) এর সুন্নত। বাবে উমরাহ্‌র নিকট কোন জায়গায় আদায় করলেও চলবে।

মাসয়ালা ঃ সা'য়ী করার সময় পবিত্র হওয়া ওজু এবং কাপড় পবিত্র হওয়া মুসতাহাব। এ গুলো ছাড়া ও সা'য়ী হয়ে যাবে। (গানীয়া)

সা'য়ী শেষে ঃ যদি ইহ্‌রাম শুধু উমরাহ্‌র বা হজ্জে তামাত্তু'র হয় তাহলে ইহ্‌রাম এবং উমরাহ্‌র সমস্ত কার্যাবলীই সমাপ্ত হয়ে গেল। সা'য়ী শেষ করে চুল মুড়াবে অথবা এক আঙ্গুল পরিমাণ কর্তন করবে। এই মুড়ান বা কর্তনের পর ইহ্‌রাম শেষ হয়ে গেল। শুধু উমরাহ্ আদায়কারী অবসর হলে এবং হজ্জে তামাত্তু'র উমরাহ্ আদায়কারী তামাত্তু'র উমরাহ্ থেকে অবসর হলেন। ইহ্‌রামের নিয়মাবলী উভয়ের শেষ হয়ে গেল। এখন সাধারণ মক্কাবাসীদের মত মক্কা শরীফে অবস্থান করবে এবং ৮'ই জিলহজ্জ থেকে যে আইয়ামে হজ্জ শুরু হবে এর অপেক্ষা করবে। এ সময় হেরেম শরীফে বেশী বেশী উপস্থিত হওয়া এবং অধিক পরিমাণে নফল

তাওয়াফ করাকে সৌভাগ্য মনে করবে। বাজারও মজলিশে গিয়ে সময় ব্যয় করা ঠিক নয়, যদি এই ব্যক্তি মুফরিদ হয়। অর্থাৎ মীকাত থেকে শুধু হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছেন। অথবা কারেন অর্থাৎ মীকাত হজ্জ এবং উমরাহ্ উভয়ের ইহ্রাম বেঁধেছে তাহলে এ উভয়ের ইহ্রাম বাকী রয়েছে। এ উভয়ের জন্য কর্তব্য হলো ইহ্রামের নিয়মাবলী পালনের সাথে সাথে মক্কায় অবস্থান করবে এবং মসজিদে হারামে উপস্থিত থাকা ও বাইতুল্লাহ্র তাওয়াফকে অমূল্য সম্পদ মনে করে অধিক সময় এখানে ব্যয় করবে। অপ্রয়োজনীয় মজলিশ ও বাজারে গমন থেকে যতটুকু সম্ভব দূরে থাকবে এবং ৮ই জিলহজ্জ থেকে যে হজ্জ শুরু হবে এর অপেক্ষা করবে।

মাসয়ালা ঃ এ সময় যে নফল তাওয়াফ করবে এতে ইযতিবা' ও রামল প্রয়োজন নেই।

হজ্জের পাঁচ দিন ঃ জিলহজ্জ মাসের ৭ তারিখ থেকে হজ্জের কার্যক্রম ও আরকান অনবরত শুরু হয়। ৭ তারিখ জোহরের পর ইমামে হজ্জ প্রথম খুতবা প্রদান করেন। এতে হজ্জের আহ্কাম এবং পাঁচদিনের প্রোগ্রাম বর্ণনা করেন।

প্রথম ৮ই জিলহজ্জ ঃ আজ সূর্যোদয়ের পর মিনায় যেতে হবে। মুফরিদ যার ইহ্‌রাম হজ্জের জন্য এবং কারেন যার ইহ্‌রাম হজ্জ ও উমরাহ্‌ উভয়ের জন্য তাদের ইহ্‌রাম তো প্রথম থেকেই বন্ধ ছিল। মুতামাত্তি'যিনি উমরাহ্‌ করে ইহ্‌রাম খুলে ফেলেছেন। এমনিভাবে হেরেমবাসী আজ প্রথম ইহ্‌রাম বাঁধবে। সুন্নত অনুযায়ী গোসল করে ইহ্‌রামের চাদর পরিধান করে মসজিদে হারামে আগমন করবে। মুসতাহাব হলো এই যে, এক তাওয়াফ করবে এবং দ্বিতীয় তাওয়াফ আদায় করার পর ইহ্‌রামের জন্য দু'রাকা'আত নামায পড়বে এবং এভাবে হজ্জের নিয়ত করবে যে, হে আল্লাহ। আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ আদায়ের ইচ্ছা করছি। তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং কবুল করুন। এই নিয়তের সাথে তালবীয়া পাঠ করতে হবে।

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ
لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَ
الْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ۝

তালবীয়া পড়ার সাথে ইহ্রামে হজ্জ শুরু হলো। এখন পূর্বে বর্ণিত ইহরামের সকল নিয়মাবলী পালন করা কর্তব্য হয়ে গেল। এরপর মিনায় রওয়ানা হয়ে যাবে। মক্কা থেকে ৩ মাইল দূরে দু'পাহাড়ের মধ্যে এক বিরাট ময়দানের নাহ হলে মিনা। ৮ই তারিখ জোহর থেকে ৯ তারিখ ফজর পর্যন্ত মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা এবং মিনায় রাতে অবস্থান করা সুন্নত। এ রাত মক্কায় অবস্থান করে অথবা প্রথম আরাফাতে পৌঁছা মাকরূহ (শারাহ্ যুবহাদ্)

দ্বিতীয় দিন ৯ই জিলহজ্জ আরাফাতের দিন ঃ আজ হজ্জের সবচেয়ে বড় রোকন আদায় করতে হবে। বরং আজই প্রকৃত হজ্জ। আজ সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর মিনা থেকে আরাফাতের দিকে রওয়ানা হবে। আরাফাত মক্কা মুকারামা থেকে ৯ মাইল দূরে হেরেমের সীমানা থেকে বাইরে ঐ বিশাল ময়দান যেখানে হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত হাওয়ার (আঃ) দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলন ও পরিচয় ঘটে। এই পরিচয়ের সূত্রেই ময়দানের নাম আরাফাত হয়েছে বলে বর্ণিত আছে। এ ময়দানের

সীমানা চারদিকে নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সৌদি সরকার এই সীমানার উপর চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছেন যেন ওকুফে আরাফাত যেটা হজ্জের বড় রোকন আরাফাতের সীমানা থেকে বাইরে না হয়। এ ময়দানে যে দিক দিয়ে প্রবেশ করে সেখানে হযরত খলীলুল্লাহ্‌ (আঃ) এর প্রতিষ্ঠিত একটি বিরাট মসজিদ রয়েছে সেটাকে মসজিদে নামিরাহ্‌ বলা হয়। মসজিদ আরাফাত ময়দানে একবারে কিনারা অবস্থিত। এর পশ্চিম দেয়ালের নিম্নাংশ আরাফাতের বাইরে। এটাকে বাত্‌নে উরনা বলা হয়। এই অংশ হেরেমের সীমানা থেকে বাইরে কিন্তু আরাফাতের অর্ন্তভূক্ত। এখানের ওকুফ (অবস্থান) গ্রহণযোগ্য নয়। আজকাল দেখা যায় যে, বহু তাঁবু ঐ বাতনেউরনার সাথে লাগিয়ে স্থাপন করে থাকে। যদি এই সমস্ত লোক ওকুফ এর সময় এই তাঁবু থেকে বের হয়ে আরাফাতের সীমানায় আগমন করে তাহলে হজ্জ সঠিক ও জায়েয হবে নতুবা তাদের হজ্জ হবে না। এটা খুবই স্মরণ রাখা উচিত যে, শুধু মু'আল্লিমদের কথায় না থেকে আরাফাতের সমগ্র ময়দানে যে স্থানে

ইচ্ছা অবস্থান করতে পারবে এবং জাবালে রহমতের নিকট অবস্থান করা উত্তম।

ওয়াকুফে আরাফাত ঃ ওয়াকুফের শাব্দিক অর্থ অবস্থান করা। জিলহজ্জের ৯ই তারিখ জোহরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা হজ্জের বড় রোকন বরং হজ্জের মূল বা প্রধান কাজ। মুসতাহাব হলো এই যে, দ্বিপ্রহরের পূর্বে গোসল করবে, এর সুযোগ না হলে ওজু করলেও চলবে। এভাবে তৈরী হয়ে মসজিদে নামেরায় যাবে। এখানে মুসলিমদের ইমাম আরবী (إِمَامُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۰) বা তাঁর প্রতিনিধি হজ্জের দ্বিতীয় খুতবা প্রদান করবেন যা সুন্নত কিন্তু ওয়াজিব নয়। এরপর জোহর ও আসর উভয় নামায জোহরের সময় একমাত্র আদায় করবে। এ অবস্থায় জোহরের দু'টি সুন্নতও ছেড়ে দিতে হবে।

মাসয়ালা ঃ আরাফাতের ময়দানে আরাফার দিন জোহর ও আসর উভয় নামায একত্র করা সুন্নত বা মুসতাহাব। কিন্তু শর্ত হলো এই যে, হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় ইমামুল মুসলেমীন বা তাঁর প্রতিনিধির

ইমামতিতে প্রথম জোহর এরপর পৃথক পৃথক আসর পড়তে হবে।

মাসয়ালাঃ অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরামের মতে এই দিনের নামায সাধারণ মুসল্লীদের মত মুকীমের চার রাকা'আত পূর্ণ পড়া ফরজ কিন্তু কোন কোন বুজুর্গের মতে এদিন মুকীমকেও কসর অর্থাৎ চার রাকা'আতের নামাযে দু'রাকা'আত নামায পড়া আহ্কামে হজ্জের অন্তর্ভুক্ত। যদি মসজিদে নামিরায় কোন মুকীম জোহর ও আসরের ইমামতি করে তাহলে এবং নামাযে কসর করে তাহলে অধিকাংশের মতে এ নামায হবে না। তাই এ নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব হবে। বর্তমানে সাধারণতঃ এরূপ হয়ে থাকে যে, মুকীম ইমাম জামাআতের সাথে কসর করে দু'রাকা'আত পড়ান। তাই এর মধ্যে সাবধানতা হলো এই যে, তাঁবুতে নিজের জায়গায় জোহরকে জোহরের সময় এবং আসরকে আসরের সময় আদায় করবে। কেননা উভয় নামাযকে জোহরের সময় একত্র করার শর্ত হলো এই যে, ইমামুল মুসলেমীন এর ইকতিদায় হতে হবে এবং তা তাঁবুতে সম্ভব নয়।

ওকুফে আরাফাত সুন্নত তরিকা ঃ ওকুফের প্রকৃত সময় সূর্য হেলে যাওয়ার অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে যেখানে ইচ্ছা ওকুফ (অবস্থান) করতে পারা যায়। কিন্তু উত্তম হলো এই যে, জাবালে রহমত যা আরাফাতের প্রসিদ্ধ পাহাড় এর নিকট যেখানে হুজুর (সাঃ) এর অবস্থান স্থল যতটুকু সম্ভব এর নিকটবর্তী হয়ে যাবে। যদি জাবালে রহমতের নিকট গমন করা কষ্ট হয় অথবা ফিরে আসার সময় নিজের তাঁবু খোঁজ করে পাওয়া কষ্ট হয় বর্তমানে যেরূপ হয়ে থাকে তাহলে নিজের তাঁবুতেই ওকুফ করতে হবে। প্রকৃত পক্ষে অন্তরে বিনয় ও নম্রতা ঐ সময়ই হয়ে থাকে যখন নিজের আসবাপত্র ও সহচরদের সাথে না থাকে।

মাসয়ালা ঃ সবচেয়ে উত্তম হলো এই যে, কিবলাহ্র দিকে মুখ করে মাগরিব পর্যন্ত ওকুফ করবে। যদি পূর্ণ সময় দাঁড়াতে না পারে তাহলে যে পরিমাণ সম্ভব দাঁড়াবে এরপর বসে যাবে। এরপর যখন শক্তি হবে তখন পুনরায় দাঁড়াবে এবং পূর্ণ সময় বিনয় ও নম্রতার সাথে

বার বার তালবীয়া পাঠ করতে থাকবে। কাঁন্নাকাটির সাথে আল্লাহ্‌র জিকির, তিলাওয়াত, দরুদশরীফ ও ইসতিগফার মগ্ন থাকবে এবং ইহকাল ও পরকালের উদ্দেশ্যে নিজের জন্য, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও সমস্ত মুসলমানদের জন্য দু'আ করতে থাকবে।

এটা দু'আ কবুলের বিশেষ সময় এবং সব সময় ভাগ্য হয় না। এইদিন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া পরস্পর কথাবার্তা থেকে বিরত থেকে সবটুকু সময় আল্লাহ্‌র জিকির ও দু'আর মধ্যে ব্যয় করবে।

মাসয়ালা ঃ ওকুফের দু'আয় হাত উঠান সুন্নত। যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন হাত ছেড়ে দিয়ে দু'আ করা যায়। হুজুর (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি পবিত্র হাত উঠিয়ে তিনবার আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হামদ্‌ বলেছেন এবং দু'আ পাঠ করেছেন।

لَاإِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْـدَهٗ لَاشَـرِيْكَ لَـهٗ لَـهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَـمْـدُ اَللّٰهُـمَّ اِهْـدِنِىْ
بِالْهُـدٰى وَنَقِّنِىْ بِالتَّـقْـوٰى وَاغْفِـرْ
لِىْ فِى الْاٰخِـرَةِ وَالْاُوْلٰـى ۝

"আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। তাঁরই সাম্রাজ্য এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে হিদায়াতের উপর রাখ এবং তাকওয়ার উপর পবিত্র কর এবং আমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা কর।"

এরপর এতটুকু সময় পর্যন্ত হাত ছেড়ে দেবে যতটুকু সময় পর্যন্ত আলহামদু পাঠ করা যায়। অতঃপর পুনরায় হাত উঠিয়ে ঐ কালিমা ও দু'আ পাঠ করবে। এরপর এতটুকু সময় হাত ছেড়ে রাখবে যতটুকু সময়ে আলহামদু পাঠ করা যায়। অতঃপর তৃতীয় বারও ঐ কালিমা ও দু'আ পাঠ করবে। (যুবদাহ্)

ওকুফের সময়ে দু'আ ঃ প্রকৃত বিষয় হলো এই যে, বিনয় ও নম্রতার সাথে অন্তর দিয়ে যে দু'আ করা হয় সেটাই হলো উত্তম তা যে কোন ভাষায়ই হোক না কেন। কিন্তু বাস্তবে এটা ঠিক যে প্রত্যেকেরই দু'আর একাগ্রতা আসেনা। আমাদের জীবন, ধনসম্পদ এবং পিতা-মাতা ঐ নবীর উপর উৎসর্গ হোক যিনি আমাদেরকে ধর্মীয় উদ্দেশ্যের সাথে দুনিয়ার কাজ ও

প্রয়োজনের জন্য এরূপ দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন যা আমাদের চিন্তা ও ধারনায় আসতে পারে না। এ সমস্ত দু'আ ওলামায়ে কিরাম পৃথক পৃথক কিতাবে একত্র করে প্রকাশ করেছেন। যেমন আহজাবুল আ'জম এর সংক্ষিপ্ত সার ও অনুবাদ হিসেবে ছাপা হয়েছে। সময় থাকলে সম্পূর্ণ মুনাজাতে মাকবুলের দু'আ পাঠ করা যেতে পারে কিন্তু এটা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, দু'আ পাঠ করা উদ্দেশ্য নয়, বরং দু'আ চাওয়া হলো উদ্দেশ্য। তাই যারা আরবী জানেন না তার তরজমা দেখে দু'আর অর্থ বুঝে যদি দু'আ করেন তাহলে এটা হলো উত্তম। যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে এ সমস্ত দু'আ পাঠ করলেও আশা রয়েছে। এভাবে পাঠ করতে হবে এবং এর সাথে নিজের জন্য, নিজ পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সকল মুসলমানদের জন্য নিজ ভাষায় প্রয়োজনীয় দু'আ করা যেতে পারে। কিছু দু'আ এই কিতাবেও লিখে দেয়া হয়েছে। অধিক না হলেও অন্ততঃ এই দু'আ করতে থাকবে। এমনিভাবে সূর্যাস্তের পর কিছু রাত হয়ে যাওয়ার পর বিলম্ব করা মাকরূহ।

রাসুল (সাঃ) বলেছেন, আরাফার দিন উত্তম দু'আ এবং যে দু'আ আমি পাঠ করি অথবা আমার পূর্ববর্তী নবীগণ পাঠ করেছেন এর মধ্যে উত্তম দু'আ হলো এই-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

"আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একক। তার কোন অংশীদার নেই। সাম্রাজ্য তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তারই প্রাপ্য। সব কিছুর উপর তিনি ক্ষমতাবান।" (তিরমিজি, আহমদ)

এ সংক্ষিপ্ত দু'আটি বার বার পড়তে থাকবে। কিন্তু সময় যদি যথেষ্ট থাকে তাহলে এ সময় নিজের জন্য, দুনিয়া ও আখিরাতের উদ্দেশ্যের জন্য কাঁদাকাটি করে নিজের ভাষায় দু'আ করবে এবং এ দু'আয় আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও সকল মুসলমানদের জন্য দু'আ করবে। আমাদের ইহ্কাল ও পরকালের মঙ্গলের জন্য হুজুর (সাঃ) যে দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন এর চেয়ে

উত্তম এবং সামষ্টিক দু'আ অপর কেউ করতে পারে না। এ সমস্ত দু'আ সমূহ উলামায়ে কোন কোন কিতাবে একত্রিত করেছেন। মোল্লা আলী ক্বারী হিজবুল আ'জমে এবং হযরত মাওলানা থানভী মাকবুলে এর সংক্ষিপ্ত সার মুনাজাতে একত্র করেছেন। এ সমস্ত দু'আ এখানে করলে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সাওয়াব লাভ হবে। যারা এ দু'আ আমল করতে পারেনা তাদের জন্য কিছু দু'আ নির্বাচন করে একত্র করা হয়েছে। কমপক্ষে এ দু'আগুলো অর্থ বুঝে বিনয় ও নম্রতার সাথে এবং কাঁদাকাটি করে দু'আ চাইবে। ঐ দু'আগুলো হলো এই-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا
وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ
مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ
اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ
مَغْفِرَةً تُصْلِحُ بِهَا شَانِىْ فِى الدَّارَيْنِ

وَتُبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نَّصُوْحًا لَا اَنْكُثُهَا اَبَدًا وَاَلْزِمْنِيْ سَبِيْلَ الْاِسْتِقَامَةِ لَا اَزِيْغُ عَنْهَا اَبَدًا اَللّٰهُمَّ اِنْقُلْنِيْ مِنْ ذُلِّ الْمَعْصِيَةِ اِلٰى عِزِّ الطَّاعَةِ ۝

"হে আল্লাহ্‌! আমি আমার জীবনের উপর অনেক জুলুম করেছি। তোমাকে ছাড়া কেউ গুনাহ্‌ মার্জনাকারী নেই। সুতরাং তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে মাগফিরাত দান কর এবং আমার উপর রহমত কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও মেহেরবাণ।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এরূপ মাগফিরাত দান কর যার দ্বারা তুমি আমাকে ইহ্‌কাল ও পরকালে আমার অবস্থা সংশোধন করে দাও। এবং আমার পক্ষ থেকে এরূপ খাঁটি তাওবা কবুল কর যা আমি কখনো ভঙ্গ করবনা । আমাকে সঠিক রাস্তায় পরিচালিত কর যার থেকে কখনো পথভ্রষ্ট হব না।

হে আল্লাহ! আমাকে নাফরমানীর অপরাধ থেকে আনুগত্যের সম্মানের দিকে ফিরিয়ে নাও।

মাসয়ালা ঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতের সীমানা থেকে বের হয়ে যায় তার উপর কর্তব্য হলো এই যে, তিনি ফিরে আসবেন এবং সূর্যাস্তের পর আরাফাত থেকে বাইরে যাবেনা। যদি এরূপ না করেন তাহলে তার উপর দম অর্থাৎ কুরবানী ওয়াজিব হবে।

মাসয়ালা ঃ যদি কারো কোন অক্ষমতার কারণে ৯ই তারিখ দ্বিপ্রহর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ওকুফে আরাফার সুযোগ না হয় তাহলে তিনি সূর্যাস্তের পর ১০ই তারিখ রাতেও ওকুফ করতে পারবে। ফরজ আদায় হয়ে যাবে। (মানাসিক মোল্লা আলী)

আরাফাত থেকে মুজদালিফায় রওয়ানা ঃ মুজাদালিফা মীনা থেকে ৩ মাইল দূরে হেরেমের সীমানার মধ্যে অবস্থিত। আরাফাতে ওকুফ থেকে অবসর হয়ে ১০ই জিলহজ্জ রাতে মুজদালিফায় পৌঁছাতে হবে এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্র করে এশার সময় আদায় করতে হবে। পথে আল্লাহর জিকির এবং

তালবীয়াহ্ পড়তে পড়তে যেতে হবে। এই দিন হাজীদের জন্য মাগরিবের নামায আরাফাতে বা পথে আদায় করা জায়েয নয়। ওয়াজিব হলো মাগরিব নামাযকে বিলম্ব করে মুজদলিফায় এশার সাথে আদায় করবে। মাগরিবের ফরজের পর সাথে সাথে এশার ফরজ আদায় করবে। মাগরিবের সুন্নত ও এশার সুন্নত ও বিতর সবশেষে আদায় করবে। (যুবদাহ্)

মাসয়ালা ঃ মুজদালিফায় মাগরিব এবং এশা উভয় নামাযের জন্য এক আজান এবং ইকামত যথেষ্ট।

মাসয়ালা ঃ মুজদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্র করা ওয়াজিব এবং এর জন্য জাম'আত শর্ত নয়। (হায়াতুল কুলুব)

মাসয়ালা ঃ যদি মাগরিবের নামায আরাফাতে বা পথিমধ্যে পড়ে থাকে তাহলে মুজদলিফা পৌঁছে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।

মাসয়ালা ঃ যদি এশার সময়ের পূর্বে মুজদলিফা পৌঁছে যায় তাহলে তখন মাগরিবের নামায না পড়ে এশার জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং এশার সময় উভয় নামাযকে একত্র করবে। (যুবদাহ্)

মাসয়ালা ঃ মুজাদলিফার রাতে জাগ্রত থাকা এবং ইবাদতে মগ্ন থাকা মুসতাহাব। এ রাত কারো কারো মতে শবে কদর থেকেও উত্তম। (যুবদাহ্)

মাসয়ালা ঃ ১০ই জিলহজ্জের রাতে অর্থাৎ ঈদের রাতে মুজদালিফায় অবস্থান করা সুন্নতে মুয়াকাক্কাদাহ (হায়াতুল কুলুব)

হজ্জের তৃতীয় দিন ঃ ওকুফে মুজদালিফা আজ ১০ই জিলহজ্জের বহু ফরজ এবং ওয়াজিব আদায় করতে হবে। তাই হাজী সাহেবদের জন্য ঈদের নামাজ মাফ করে দেয়া হয়েছে। প্রথম ওয়াজিব হলো মুজদালিফায়, ওকুফ করা। এর সময় হলো সূর্যোদয় থেকে থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। যদি কেউ সূর্যোদয়ের অপেক্ষা না করে ফজরের পর কিছু অপেক্ষা করে মীনায় গমন করে তাহলেও ওকুফের ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। ওয়াজিব আদায়ের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, ফজর নামাজ মুজদালিফায় আদায় করবে, তবে সুন্নত হলো সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

মাসয়ালা ঃ ওয়াদী মুহাসসার ব্যতীত মুজদালিফায় সমগ্র ময়দানের যে কোন স্থানে ইচ্ছা ওকুফ করা যাবে।

ওয়াদী মুহাসসার হলো মীনার দিকে মুজাদালিফার বাইরে ঐ স্থান যেখানে আসহাবে ফীলের উপর আজাব নাজিল হয়েছিল। বর্তমানে এটাকে ওয়াদীনারও বলা হয়। সৌদি সরকার বর্তমানে এর অগ্রভাবে কাষ্ঠ লাগিয়ে দিয়েছে যেন, ভুলে কেউ ওয়াদী মুহাসসার অবস্থান না করে। উত্তম হলো এই যে, মাশ'আরে হারাম যেটাকে জাবালে কাজাহ্ও বলা হয় সেখানে ওকুফ করবে। যদি ভীড়ের কারণে সেখানে পৌঁছা কষ্টকর হয় তবে সেখানেই অন্ধকারে ফজরের নামাজ আদায় করবে। এই ওকুফের সময় তালবীয়াহ্, তাকবীর তাহলীল, ইস্তগিফার ও দরূদশরীফ খুব অধিক পড়তে হবে।

মাসয়ালা ঃ ওকুফে মুজদালিফা হলো ওয়াজিব কিন্তু মহিলা এবং অতি বৃদ্ধ, দুর্বল, অসুস্থ পুরুষ যদি এ ওকুফ না করে সোজা মীনা চলে যায় তবে এটা জায়েজ হবে। এর জন্য কোন কাফফারাহ্ দগম ইত্যাদি ওয়াজিব হবে না। যদি কোন পুরুষ অসুস্থ এবং বৃদ্ধ হওয়ার ওজর ব্যতীত ওকুফ ত্যাগ করে তাহলে দম কুরবানী ওয়াজিব হবে। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ সুস্থ এবং অসুস্থদের এ পার্থক্যের মূল কথা হলো এই যে, রুগ্ন বা অসুস্থ ব্যক্তির উপর ওকুফে মুজদালিফা না করার ফলে কোন দম (কুরবানী) আদায় করা আবশ্যক হবে না এটা শুধু ওকুফে মুজদালিফার সাথে সম্পর্কিত। ইহ্রামের নিষিদ্ধ বিষয়গুলো মধ্যে কোন একটির অমান্য যদি অসুস্থতার কারণে করা হয় তাহলে দম (কুরবানী) ওয়াজিব হবে। (যুবদাহ্)

মুজদালিফা থেকে মিনায় রওয়ানা ঃ সূর্যোদয়ের পূর্বে দু'রাকাআত নামায পড়ার মত সময় বাকী থাকতে মুজদালিফা থেকে মীনায় রওয়ানা হয়ে যেতে হবে। এরপর বিলম্ব করা সুন্নত বিরোধী (হায়াতুল কুলুব)। সুন্নত হলো এই যে, জামরায়ে আকবায় নিক্ষেপের জন্য মুজদালিফা থেকে সাতটি কংকর খেজুর বিচি নিতে হবে।

১০ই জিলহজ্জের দ্বিতীয় ওয়াজিব হলো জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপ ঃ

আজ মীনায় পৌঁছে সর্ব প্রথম কাজ হলো জামরায়ে আকাবায়ে কংকর নিক্ষেপ করা এবং এটা হলো

ওয়াজিব। স্মরণ রাখা উচিৎ যে, মীনায় ৩টি স্থান রয়েছে যেগুলোকে জামরাত বলা হয় এবং এ সব স্থানে কংকর নিক্ষেপ করা হয়। প্রথম জামরাহ মীনার মসজিদ অর্থাৎ মসজিদে খাইফ এর নিকটে যেটাকে জামরায়ে উলা বলা হয়। দ্বিতীয় জামরাহ্ এর একটু পরে। সেটাকে জামরায়ে বুসতা বলা হয়। তৃতীয় জামরাহ্ মীনার শেষ প্রান্তে, যেটাকে জামরায়ে আকাবাহ্ বলা হয়। ১০ তারিখে শুধু জামরায়ে আকবায়ে সাত কংকর নিক্ষেপ করিতে হয়। এই রামী বা নিক্ষেপ হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর ঐ মাকবুল আমালের স্মৃতিকে স্মরণ করা যেখানে হযরত ইসমাঈল (আঃ) কে জবেহ করার জন্য নিয়ে যাবার সময় তিন জায়গায় ধোকা দেয়ার জন্য শয়তান অগ্রসর হয়। এটাকে কংকর নিক্ষেপ করে তাড়িয়ে দেয়া হয়।

মাসয়ালা ঃ প্রথম দিন জামরায়ে আকাবায়ে কংকর নিক্ষেপের জন্য মুজদালিফা থেকে কংকর নেয়া মুসতাহাব। অন্য কোন জায়গা থেকে নেয়াও জায়েজ তবে জামরাতের নিকট থেকে নেয়া ঠিক নয়। কেননা

জামরাতের নিকট যে সমস্ত কংকর পড়ে থাকে হাদীসের বর্ণনা মতে মারদুদ বা অগ্রহণ যোগ্য। যাদের হজ্জ কবুল হয় তাদের কংকর সমূহ উঠিয়ে নেয়া হয়। অন্যান্য দিন যে, কংকর নিক্ষেপ করা হয় তা মুজদালিফা থেকে নেয়া সুন্নত নয়। অন্য কোথা থেকে নিতে হবে। তবে জামরাতের নিকট থেকে নয়। (যুবদাহ্)

মাসয়ালা ঃ কংকর বড় ছোলা বা খেজুরের বীজ এর মত হওয়া চাই। বড় পাথর দিয়ে রামী করা মাকরুহ। (যুবদাহ্)

জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পদ্ধতি ঃ জিলহজ্জের ১০ই তারিখ শুধু জামরায়ে আকাবায়ে যে কংকর নিক্ষেপ (রামী) করা হয় এর সুন্নত সময় হলো সূর্যোদয় থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এবং দ্বিপ্রহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্তও জায়েজ আছে। সূর্যাস্তের পর হলো মাকরুহ। কিন্তু দুর্বল, অসুস্থ এবং মহিলাদের জন্য সূর্যাস্তের পরও মাকরূহ নয়। (যুবদাহ্)

বর্তমানে অধিক ভীড়ের কারণে দ্বিপ্রহরের পূর্বে কংকর নিক্ষেপ খুবই কষ্টকর। এতে অনেক মৃত্যুর

ঘটনাও ঘটে থাকে। এই জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিক্ষেপ করার সুযোগ রয়েছে। এ সময়ের সুযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। মহিলাদের জন্য মাগরিবের পরের সময়টা খুবই উত্তম। তেমনি অসুস্থ ও দুর্বল পুরুষদের জন্যও এ সময়টি উত্তম।

মাসয়ালা ঃ অপবিত্র কংখর দ্বারা রামী করা মাকরুহ। তাই উত্তম হলো এই যে, রামীর (নিক্ষেপের) পূর্বে কংকরগুলো ধৌত করে নেয়া এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অপবিত্র হওয়ার সঠিক ধারণা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ধৌত করা ছাড়াও ব্যবহার করা জয়েজ।

মাসয়ালা ঃ জামরায়ে আকাবা থেকে পাঁচ হাত দূরে দাঁড়াবে। এর চেয়ে অধিক দূর হলেও অসুবিধা নেই। বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলে ডান হাত দ্বারা এক একটি কংকর জামরার উপর নিক্ষেপের সময় বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলতে হবে এবং দু'আ পাঠ করবে।

رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضًى لِلرَّحْمٰنِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَذَنْبًا مَّغْفُوْرًا ۔

"এই কংকর শয়তানকে লাঞ্ছিত করা, আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিক্ষেপ করছি। হে আল্লাহ্! তুমি আমার হজ্জকে কবুল কর, চেষ্টা ও পরিশ্রমকে কবুল কর গুনাহ্ মাফ কর।

মাসয়ালা ঃ সাত কংকর একবার নিক্ষেপ করলে এতে একবারই গণ্য হবে। এরপর সাত বার পূর্ণ করতে হবে।

মাসয়ালা ঃ জমরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবীয়াহ্ পাঠ করা বন্ধ করতে হবে।

মাসয়ালা ঃ এই তারিখে জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর দু'আর জন্য অবস্থান করা সুন্নত নয়। কংকর নিক্ষেপের পর নিজ জায়গায় চলে যেতে হবে এবং এই দিন দ্বিতীয় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা ঠিক নয়।

কংকর নিক্ষেপ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মাসয়ালা ঃ
১০ ই তারিখ যদিও মহিলা এবংঅসুস্থ ব্যক্তিদের ছাড়া অন্যদের জন্য মাগরিবের পর কংকর নিক্ষেপ করা মাকরুহ কিন্তু রাতে ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে তা করা হলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

মাসয়ালা ঃ যদি ১০ তারিখের পরের রাত্রি চলে যায় এবং কংকর নিক্ষেপ করা না হয়ে থাকে তাহলে এর কাজা ওয়াজিব হবে এবং সময়ের পর আদায় করার ফলে দম (কুরবানী) দেয়া অবশ্য কর্তব্য।

মাসয়ালা ঃ পুরুষ, মহিলা, অসুস্থ, দূর্বল সবাইকে নিজের হাতে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। কাউকে প্রতিনিধি করে কংকর নিক্ষেপ করা 'শরয়ী, ওজর ছাড়া জায়েয নয় এবং এরূপ অসুস্থ বা দূর্বল ব্যক্তির ওজর গ্রহণযোগ্য হবে যার ফলে নামায বসে বসে আদায় কর জায়েয হয় অথবা জামরাত পর্যন্ত আরোহণ করে গমণ করা অত্যন্ত কষ্টকর অথবা রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে অথবা পদব্রজে গমণ সম্ভব নয় এবং আরোহণের কোন জন্তুও পাওয়া যায়নি। এরূপ ব্যক্তি হলো মা'জুর বা অক্ষম। তিনি নিজের পক্ষ থেকে অন্যকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে কংকর নিক্ষেপের ব্যবস্থা করতে পারবেন। (লুবার, পৃঃ১৬৬, গানীয়া, পৃঃ১০০)

মাসয়ালা ঃ যে ব্যক্তি অন্যের পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ করে তার জন্য উত্তম হলো এই যে, প্রথম

নিজের পক্ষ থেকে পরে অন্যের পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ করবে। যেদিন তিন জামরাতের কংকর নিক্ষেপ করা হয় ঐ দিন প্রথম নিজের পক্ষ থেকে এরপর অন্যের পক্ষ থেকে তিন জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করবে। যদি প্রত্যেক জামরায় নিজের সাত কংকর নিক্ষেপের পরপর অন্যের পক্ষ থেকে ঐ সময় কংকর নিক্ষেপের পরপর অন্যের পক্ষ থেকে ঐ সময় কংকর নিক্ষেপ করে অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় জামরাহ্র উপর পূর্বের ন্যায় করে তাহলে এটা জায়েয। বর্তমানে অধিক ভীড়ের কারণে এ পদ্ধতিই অধিকতর সহজ। কিন্তু কখনো এরূপ করবে না যে, এক কংকর নিজের পক্ষ থেকে এবং দ্বিতীয় কংকর অন্যের পক্ষ থেকে নিক্ষেপ করবে। কেননা এরূপ করা মাকরূহ্। বরং প্রথম নিজের পক্ষ থেকে সাত কংকর নিক্ষেপ করবে এরপর অন্যের পক্ষ থেকে সাত কংকর নিক্ষেপ করবে। (গানীয়া, পৃঃ ১০০)।

মাসয়ালা ঃ অক্ষম (মা'জুর) ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্যের কংকর নিক্ষেপ জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হলো এই যে, তিনি অন্য ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত

করে প্রেরণ করবেন। এ ছাড়া অন্য কেউ কংকর নিক্ষেপ করলে তা আদায় হবে না। অবশ্য বেহুঁশ ব্যক্তি, শিশু এবং পাগলের পক্ষ থেকে তাদের আত্মীয় বা ওলীগণ এটা করলে জায়েয হবে। (যুবদাহ্)

মাসয়ালা ঃ যদি কংকর জামরাহ্র উপর না লেগে এর নিকট পতিত হয় তাহলেও এটা জায়েয হবে। জামরাহ্র সীমানা হলো দেয়াল যা প্রত্যেক জামরাহ্র পাশেই তৈরী করা হয়েছে। যদি দেয়ালেও পতিত না হয় তাহলে দ্বিতীয় কংকর ব্যবহার করতে হবে।

মাসয়ালা ঃ জামরাহ্র গোড়ায় বা মূলে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে, কিছু উপরে লাগলেও এতে কোন অসুবিধা নেই। (গানীয়া)

১০ তারিখের তৃতীয় ওয়াজিব কুরবানী ঃ কারেন এবং মুতামাত্তির উপর ওয়াজিব হলো এই যে, জামরায়ে আকাবার কংকর নিক্ষেপের পর ঐ সময় পর্যন্ত হলক ও কসর (মাথা মুড়ানো ও চুল কর্তন) করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ওয়াজিব কুরবানী আদায় না করবে। অবশ্য মুফরিদ যিনি শুধু হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছেন তাঁর

জন্য কুরবারী ওয়াজিব নয় মুসতাহাব। যদি তিনি কুরবানী না করেন এবং হলক করেন তাহলে এটা জায়েয হবে।

মাসয়ালা ঃ যদি কারেন ও মুতামাত্তি'র নিকট এ পরিমাণ সম্পদ না থাকে যার দ্বারা কুরবানী করতে পারে তাহলে কুরবানীর পরিবর্তে দশ রোযা রাখলেও চলবে। তবে শর্ত হলো এই যে, তিনটি রোযা আরাফার দিনের মধ্যে রাখতে হবে। বাকী সাতটি ইচ্ছা অনুযায়ী বাড়ী ফিরে রাখলেও চলবে। কিন্তু এ তিন রোযা যদি আরাফার দিন পর্যন্ত না রাখে তাহলে কুরবানীই করতে হবে। অক্ষমতার কারণে যদি কুরবানী করা সম্ভব না হয় তাহলে হলক (মাথা মুড়ান) করে ইহ্‌রাম খুলে ফেলবে। কিন্তু এ অবস্থায় তার উপর দু'টি দম (কুরবানী) ওয়াজিব হয়ে যাবে। একটি হলো কেরান অথবা তামাত্তুর এবং দ্বিতীয় দম কুরবানীর পূর্বে হলক করার কারণে যে ত্রুটি হয়েছে এর জন্য। (যুবদাহ্‌)

১০ তারিখের চতুর্থ ওয়াজিব হলক অথবা কসরঃ কুরবানীর পর মাথার চুল মুড়ান অথবা এক আঙ্গুল

পরিমাণ কর্তন করা ওয়াজিব। কিন্তু এটা জরুরী নয়যে, আজই করতে হবে। বরং এটা ১২ তারিখ পর্যন্ত করা যাবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত হলক বা কসর না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহ্রামের মধ্যেই থাকবে এতে যতই সময় অতিবাহিত হোক না কেন। ১০ তারিখে মীনায় হরক বা কসর করলে ইহ্রামের আহ্কাম থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারবে। এখন সেলাই করা পোষাক পরিধান করা, সুগন্ধী ব্যবহার করা, নখ ও চুল কর্তন করা ইত্যাদি হালাল হয়ে যায় কিন্তু স্ত্রী সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত সহবাস করা জায়েয নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তাওয়াফে যিয়ারত অর্থাৎ ফরজ তাওয়াফ থেকে অবসর না হয়। (যুবদাহ্)

মাসয়ালা ঃ মহিলাদের জন্য মাথা মুড়ান হারাম। তাদের জন্য শুধু কসর করার নির্দেশ রয়েছে। অর্থাৎ মাথার সমস্ত চুল এক আঙ্গুল পরিমাণ কর্তন করাবে। যদি মাথার এক চতুর্থাংশে চুল কর্তন করে তাহলে ইহ্রাম খোলার জন্য যথেষ্ট (যুবদাহ্)

মাসয়ালা ঃ মাথার চুল মুড়ান বা নোখ কর্তনের পূর্বে কর্তন করা বা গোঁফ কাটা জায়েয নয়। যদি এরূপ করে তাহলে কাফফারাহ্‌ ওয়াজিব হবে। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ হজ্জের হলক মীনায় করা সুন্নত। হেরেমের সীমানার বাইরে হলক করলে দম ওয়াজিব হবে। (হায়াতুল কুলুব)

প্রয়োজনীয় উপদেশ ঃ জামরায়ে আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর দু'টি ওয়াজিব অর্থাৎ কুরবানী ও হলক ১০ তারিখে জরুরী নয়। ১২ তারিখ পর্যন্ত করা যাবে। জামরায়ে আকাবার রামীর থেকে অবসর হওয়ার পর ভীড়ের কারণে কুরবানী করা কষ্ট হলে নিজকে হয়রানীর মধ্যে না ফেলে আজ কুরবানী না করে কাল অথবা পরশু কুরবানী আদায় করা জায়েয। অবশ্য কারেন ও মুতামাত্তি' যতক্ষণ পর্যন্ত কুরবানী না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত হলক বা কসর করা জায়েয নয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত হলক বা কসর না করবে ইহ্‌রাম খোলা হবে না।

১০ তারিখের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হলো তাওয়াফে যিয়ারত ঃ ইহ্‌রামের পর হজ্জের রোকন এবং ফরজ

মোট দু'টি। এক-ওকুফে আরাফাত, দ্বিতীয় তাওয়াফে যিয়ারাত যা ১০ তারিখে হয়ে থাকে। এই তাওয়াফের সুন্নত হলো এই যে, রামী কুরবানী এবং হলকের পর করা যায়। যদি এর পূর্বে করা হয় তাহলেও ফরজ আদায় হবে।

মাসয়ালা ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের উত্তম সময়হলো জিলহজ্জের ১০ তারিখ। কিন্তু ১২ তারিখের সূর্যাস্থের পূর্ব পর্যন্ত করা হলেও তা জায়েয হবে। যদি ১২ তারিখ অতিবাহিত হয়ে যায় এবং তাওয়াফে যিয়ারত না করা হয় তাহলে বিলম্বের কারণে দম দেয়া ওয়াজিব হবে। তাওয়াফের ফরজও বাকী থাকবে। এই তাওয়াফ কোন অবস্থাতেই বাতিল হবে না এবং এর বদল দ্বারাও আদায় হবে না বরং জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত এর আদায় করা ফরজ থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা আদায় না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম হবে। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ তাওয়াফে যিয়ারত থেকে অবসর হওয়ার পর ইহ্রামের সকল বিধি নিষেধ হালাল বা বৈধ হয়ে যায়। স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও জায়েয হয়ে যায়।

মাসয়ালা ঃ যে মহিলা হায়েজ বা নিফাস অবস্থায় রয়েছে তার জন্য পবিত্র হওয়ার পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত জায়েয নয়। যদি আইয়ামে নহর অর্থাৎ ১২ তারিখ পর্যন্ত ও হায়েজ থেকে মুক্ত না হয় তাহলে তিনি তাওয়াফে যিয়ারতকে বিলম্ব করে দেবেন এবং এ বিলম্বের জন্য তার উপর দম ওয়াজিব হবেনা। যতক্ষণ পর্যন্ত হায়েজ ও নিফাস থেকে পবিত্র না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাওয়াফে যিয়ারত হবে না এবং তাওয়াফে যিয়ারত ছাড়া দেশে ফিরে আসা যাবে না। কেননা ফিরে আসলে আজীবন এ ফরজ বাকী থাকবে। এরপর দ্বিতীয়বার এসে তাওয়াফ করতে হবে। তাই হায়েজ ও নিফাস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য অপেক্ষা করা আবশ্যক।

সাফা ও মারওয়াহ্র মধ্যে হজ্জের সা'য়ী ঃ যে ব্যক্তি তাওয়াফে কুদুমের সাথে হজ্জের সা'য়ী করেছেন তিনি এখন সা'য়ী করবেন না এবং তাওয়াফে যিয়ারতে ইয্‌তবা' ও রামল করবেন না, অবশ্য মুফরিদ যিনি তাওয়াফে কুদুমের সাথে সা'য়ী করেননি এবং করেন ও

মুতামাত্তি' যারা ওকুফে আরাফার পূর্বে শুধু উমরাহ্‌র সা'য়ী করেছেন হজ্জের সা'য়ী করেননি, তার উপর ওয়াজিব হলো এই যে, তিনি তাওয়াফে যিয়ারতের পর সা'য়ী করবেন এবং যিয়ারতে ইয্‌তিবা'ও করতে হবে, এর প্রথম তিন চক্করে রামলও করতে হবে। তাওয়াফে যিয়ারত ও সা'য়ীর পর ১০ তারিখের সব কাজ পূর্ণ হয়ে যায়। এর থেকে অবসর হওয়ার পর মীনা চলে যেতে হবে।

হজ্জের চতুর্থ দিন হলো ১১ই জিলহজ্জ ঃ এখন হজ্জের ওয়াজিব সমূহের মধ্যে সংক্ষিপ্ত কাজ বাকী থাকল। দু'অথবা তিন দিন মীনায় অবস্থান করে তিন জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। এ দিনের রাতেও মীনায় অবস্থান সুন্নতে মুয়াক্কাদা এবং কারো কারো মতে ওয়াজিব। মীনার বাইরে মক্কায় অথবা অন্য কোন স্থানে রাতে অবস্থান করা নিষিদ্ধ। (ইরশাদুস্‌ সারী)

যদি কোন কারণে ১০ তারিখে কুরবানী অথবা তওয়াফে যিয়ারত না করতে পারে তাহলে আজ ১১

তারিখে আদায় করবে, উত্তম হলো এই যে, জোহরের পূর্বেই এর থেকে অবসর হবে। দ্বিপ্রহরের পর মসজিদে খাইফে জোহর নামায জামা'আতের সাথে আদায় করবে। সেখানে পৌঁছা ভীড়ের কারণে কষ্টকর হলে নিজের জায়গায় জামা'আত করবে। এরপর তিন জায়গায় রামী করর জন্য যেতে হবে। আজকের রামী দ্বিপ্রহর থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিন্তু সূর্যাস্তের পর মাকরূহ হবে। তবে ১২ তারিখ সুবহে উদয় হওয়ার পূর্বে রামী করলে তবুও আদায় হবে দম দিতে হবে না। যদি ১২ তারিখ সুবহে হয়ে যায় তখন ১১ তারিখের রামীর সময় শেষ হয়ে গেল। এর উপর পুনরায় আদায় করা আবশ্যক এবং দম দেয়াও ওয়াজিব। অর্থাৎ ১২ তারিখ এই দিনের রামী করবে এবং ১১ তারিখের ছুটে যাওয়া রামীও আদায় করবে। কাজা করার কারণে দম দিতে হবে। অদ্য ১১ তারিখের রামী এভাবে করবে যে, প্রথমে জামরায়ে উলায় এসে সাতটি কংকর নিয়ে ১০ তারিখে জামরায়ে আকবার মত রামী করবে। এই রামী কিবলাহ্র দিকে মুখ করে দু'আর মত হাত উঠিয়ে দু'আ

করবে। কমপক্ষে এতটুকু সময় অবস্থান করবে যতটুকু সময়ে বিশ আয়াত পড়তে পারা যায়। এই সময়ে তাকবীর, তাহ্লীল, ইস্তিগফার এবং দরূদ শরীফে মগ্ন থাকবে। নিজের জন্য, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য দু'আ করবে। এটাও দু'আ কবুলের স্থান। (যুবদাহ্)

এরপর জামরা বুসতায় আসবে। পূর্বের ন্যায় সাতটি কংকর এই জামরার পাদদেশে নিক্ষেপ করবে। এরপর ভীড় থেকে একটু দূরে গিয়ে কিবলাহ্র দিকে মুখ করে দু'আ, ইস্তিগফারে কিছুক্ষণ মগ্ন থাকবে। এরপর জামরায়ে আকাবার নিকট আসবে। এখানেও পূর্বের মত সাতটি কংকর দ্বারা রামী করবে। এরপর দু'আর জন্য অপেক্ষা করবে না। কেননা এটা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত নেই, আজকের করণীয় কাজ যা ছিল তা পূরণ হয়ে গেল। বাকী সময় মীনায় নিজের জায়গায় অবস্থান করবে। আল্লাহ্র যিকির, তিলাওয়াত এবং দু'আয় মগ্ন থাকবে। অলসতা ও বেহুদা কাজে সময় অপচয় করবে না।

হজ্জের পঞ্চম দিন হলো ১২ জিলহজ্জ ঃ যদি কুরবানী ও তাওয়াফে যিয়ারত ১১ তারিখ করা সম্ভব না হয়ে থাকে তাহলে অদ্য ১২ তারিখ করা যাবে। আজকের মূল কাজ হলো তিন জামরায় রামী করা। দ্বিপ্রহরের পর পূর্বের ন্যায় তিনটি জামরায় রামী করবে। এখন ১৩ তারিখের রামীর জন্য মীনায় অধিক অবস্থান করা বা না করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যদি ইচ্ছা হয় তাহলে আজ ১২ তারিখের সূর্য মীনায় অস্ত যায় তখন মীনা থেকে বের হওয়া মাকরুহ তার উচিত হলো, আজ রাত মীনায় কাটাবে এবং ১৩ তারিখের রামী করে মক্কা মুয়াজ্জামা যাবে। যদি সূর্যাস্তের পর মক্কায় চলে যায় তাহলে জায়েয হবে তবে এটা মাকরুহ। যদি মীনায় ১৩ তারিখ সুবহে হয়ে যায় তাহলে ঐ দিনের রামী ও তার উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। রামী ছাড়া গমন করা জায়েয নয়, যদি রামী ছাড়া চলে যায় তাহলে দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য ১৩ তারিখে রামীর মধ্যে একটু সুবিধা রয়েছে যে, তা দ্বিপ্রহরের পূর্বেও জায়েয আছে।

মাসয়ালা ঃ ১৩তারিখের রাতে মীনায় অবস্থান এবং ঐ দিনের রামী প্রকৃতপক্ষে ওয়াজিব নয়, তবে উত্তম। অবশ্য যদি ১৩ তারিখের সুবহে মীনায় হয়ে যায় তাহলে ঐ দিনের রামী ও ওয়াজিব হয়ে যাবে।

মীনা থেকে মক্কা মুয়াজ্জামা ঃ এবার মীনা থেকে অবসর হয়ে মক্কার ফিরে আসতে হবে। পথে 'মুহাসসাব' নামক স্থানে কিছুক্ষণ অবস্থায় করা সুন্নত। কিন্তু বর্তমানে মোটর গাড়ীতে আরোহণ করে রাস্তায় থামা খুবই কষ্টকর। এই অক্ষমতার কারণে যদি এখানে থামার সুযোগ না হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। (যুবদাহ্‌)

এবার হজ্জের কার্যাবলীর মধ্যে বাকী থাকল তাওয়াফে বিদা' যা মক্কা থেকে ফিরে চলে আসার সময় আদায় করা ওয়াজিব। যতক্ষণ পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করবে ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের ক্ষমতানুযায়ী অধিক পরিমাণে নফল তাওয়াফ করতে থাকবে। হেরেম শরীফে হাজেরী, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, বাইতুল্লাহ্‌কে সম্মানের উদ্দেশ্যে দর্শন করা, হেরেম শরীফে নামায এবং যিকির ও তিলাওয়াতকে অমূল্য মনে করা। এরপর

জানা নেই যে, এটা পরবর্তীতে আর ভাগ্যে হয় কিনা। কমপক্ষে হেরেম শরীফে এক খতম কুরআন পাঠ করবে এবং সম্ভব অনুযায়ী সদ্‌কাহ্ খয়রাত করবে। মক্কাবাসীদের সাথে মহব্বত এবং তাদেরকে সম্মান করা জরুরী মনে করবে। তাদেরকে ঘৃণা করা থেকে যতদূর সম্ভব দূরে থাকবে এবং ছোট বড় প্রত্যেক প্রকারের গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। কেননা হেরেমের মক্কায় যেমন ইবাদতের সওয়াব এক লাখ তেমনি সেখানে কোন গুনাহ করা হলেও এর শাস্তি হবে অতি ভয়ঙ্কর। (যুবদাহ্)

তওয়াফে বিদা' ঃ মীকাত থেকে বাইরে লোকদের উপর ওয়াজিব হলো এই যে, যখন মক্কা শরীফ থেকে ফিরে যাবে তখন বিদায়ী তাওয়াফ করবে এবং এটা হজ্জের সর্বশেষ ওয়াজিব। এতে হজ্জ হলো তিন প্রকার। একই সমান প্রত্যেক প্রকার হজ্জ আদায়কারীর উপর ওয়াজিব। এই তাওয়াফ আহ্‌লে হেরেম এবং এটা মীকাতের সীমানায় বসবাসকারীদের জন্য ওয়াজীব নয়।

মাসয়ালা ঃ যে মহিলা হজ্জের সকল আরকান ও ওয়াজিব সমূহ আদায় করেছেন শুধু তাওয়াফে বিদা' বাকী যদি এই সময়ে হায়েজ ও নিফাস শুরু হয় তাহলে তাওয়াফে বিদা' তার উপর ওয়াজিব নয়। তার উচিৎ মসজিদে প্রবেশ না করে দরওয়াজার নিকট দাঁড়িয়ে দু'আ চেয়ে রওয়ানা হয়ে যাওয়া। (হায়াতুল কুলুব)

মাসয়ালা ঃ তাওয়াফে সদরের (বিদায়ী তাওয়াফ) জন্য নিয়ত জরুরী নয়। যদি রওয়ানা হওয়ার পূর্বে কোন নাফলী তাওয়াফ করে তাহলে এটাও তাওয়াফে সদরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু উত্তম হলো এই যে, পৃথক নিয়তের দ্বারা ফিরে যাওয়ার সময় এই তাওয়াফ করবে। (যুবদাহ্ ও গানীয়াহ্)

মাসয়ালা ঃ যদি বিদায়ী তাওয়াফ আদায় করার পর কোন কারণে মক্কায় অবস্থান করতে হয় তাহলে পুনরায় রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বিদায়ী তওয়াফ করা মুস্তাহাব। (যুবদাহ্)

মাসয়ালা ঃ বিদায়ী তাওয়াফের দু'রাকা'আত নামায আদায় করতে হবে। এরপর কিবলাহ্মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে

যমযমের পানি পান করবে। এরপর হেরেম শরীফ থেকে রওয়ানা হতে হবে। (যুবদাহ্)

মাসয়ালা ঃ বিদায়ী তওয়াফের পূর্বে মক্কা মুয়াজ্জামায় অবস্থানের সময় দ্বিতীয় বার উমরাহ্ করা যায়েজ। এর জন্য হেরেমের সীমার বাইরে গিয়ে ইহ্রাম বাঁধা প্রয়োজন। নিকটবর্তী সীমানা হলো মোকামে তানয়ী'ম। সেখান থেকে ইহ্রাম বেঁধে আসতে হবে এবং উমরাহ্ সমস্ত কার্যাবলী আদায় করতে হবে। কিন্তু এতে একটি মতবিরোধ রয়েছে যে, অধিক পরিমাণে উমরাহ্ করা উত্তম না মক্কা শরীফে অবস্থান করে অধিক পরিমাণে তাওয়াফ করা উত্তম। মোল্লা আলী কারী (রঃ) অধিক পরিমাণে তাওয়াফ করাকে উমরাহ্র উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং সাহাবা ও তাবেয়ীনদের আমলের সাথে এটাই বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেছেন।

অপরাধের বর্ণনা ঃ- ইহ্রামের জন্য নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ এবং আহ্কাম অন্যান্য বিষয়ের বিপরীতে কাজ করাকে জিনায়েত বা অপরাধ বলা হয়। এই সমস্ত অপরাধের জন্য শরীয়তে কিছু ক্ষতিপূরণ বা শাস্তি

নির্ধারণ করেছেন। আমরা এখানে অধিকতর সংঘটিত এবং অতি জরুরী আহ্‌কাম পেশ করছি।

হজ্জের ত্রুটি দু'প্রকার ঃ প্রথম হলো ইহ্‌রামের নিষিদ্ধ বিষয় অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিষয় যা করা ইহ্‌রামের সময় নিষিদ্ধ এর বিপরীত কাজ করা। দ্বিতীয়-হজ্জের ওয়াজিব সমূহের মধ্যে কোন একটি ওয়াজিব ছেড়ে দেয়া অথবা কোন ভাবে এতে শিথিলতা প্রদর্শন করা।

ইহরামের ত্রুটি ঃ ইহরামের ত্রুটি সম্পর্কে প্রথমে নীতি হিসেবে কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ লিপিবদ্ধ করা হলো।

নির্দেশ নং ঃ- ইহরামের ত্রুটি হলো (১) সুগন্ধী লাগান (২) পুরুষদের সেলাই করা কাপড় পরিধাণ করা (৩) পুরুষদের মাথা এবং চেহারা ঢাকা এবং মহিলাদের শুধু চেহারা ঢাকা (৪) দেহের কোন অংশের পশম বা চুল দূর করা বা তুলে ফেলা। (৫) নখ কর্তন করা (৬) নিজ দেহ থেকে উকুন মারা বা ফেলে দেয়া (৭) কামভাব বা উত্তেজনার সাথে চুমা দেয়া (৮) ভূমিতে কোন জন্তু শিকার করা। (গানীয়া)

নির্দেশ নং ২ঃ- ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়ের বিধান সাধারণ ইবাদত থেকে একটু পৃথক। এতে ইচ্ছাকৃত ও ভুল এবং ওজর বা ওজর ছাড়া সর্ব অবস্থায় ক্ষতিপূরণ বাধ্যতামূলক। আহ্কামে ইহ্রামের বিপরীত কোন ত্রুটি অর্থাৎ বিরোধী কাজ তা জেনে হোক অথবা না জেনে হোক, ভুলে হোক অথবা জবরদস্তী এবং জাগ্রত অবস্থায় হোক অথবা শায়িত অবস্থায় অথবা বেহুঁশ ও নেশা অবস্থায় বা দারিদ্রতা ও দূর্বলতায় নিজে করে অথবা অন্যকে দিয়ে করায় যে কোন অবস্থায় ক্ষতিপূরণ বা শাস্তি ওয়াজিব হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলা সবাই সমান। (যুবদাহ্) পার্থক্য দু'টি-প্রথম হলো এই যে, ইচ্ছাকৃত ও ভুলে অথবা ওজরের কারণে করা হলে গুনাহ্ হয় না শুধু ক্ষতিপূরণ বা শাস্তি ওয়াজিব হয়। ওজর ব্যতীত করা হলে গুনাহ্ও হয় এবং ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। কোন সম্পদশালী ব্যক্তি যদি এই নিয়তে ইহ্রামের নিষিদ্ধ বিষয়ের উল্টো করে যে, তিনি দম বা অন্য ভাবে এর ক্ষতিপূরণ আদায় করবেন তাহলে কঠোর গুনাহ হবে। তার হজ্জ মাকবুল বা গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় পার্থক্য হলো এই যে, ওজর ব্যতীত উল্টো বা অন্যায় করার ফলে যে শাস্তি বা ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে তাই ওয়াজিব হয়ে থাকে। এর পরিবর্তে রোযা রাখা চলবে না।

নির্দেশ নং ৩ ঃ ক্রটি বা অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ সাথে সাথে আদায় করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু উত্তম হলো এই যে, খুব শীঘ্র আদায় করবে, মৃত্যুর পূর্বে আদায় করা ওয়াজিব। যদি নিজের আদায় করা সম্ভব না হয় তাহলে এর জন্য ওসীয়ত করা ওয়াজিব। যদি ওসীয়ত ব্যতীত ওয়ারীশগণ (আত্মীয়-স্বজন) তার পক্ষ থেকে আদায় করে তাহলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ এটাকে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তা কবুল করে নেবেন কিন্তু ওয়ারীশগণ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখতে পারবে না। (যুবদাহ্)

নির্দেশ নং ঃ ৪ ব্যবহৃত কতগুলো শব্দের ব্যাখ্যা ঃ দম, যেখানে দম শব্দ বলাহয় সেখানে এর অর্থ হলো বকরী, ভেড়া অথবা গরুর সপ্তমাংশ অথবা উট কুরবানী

দেয়া। এতে ঐ সমস্ত শর্ত সমূহ প্রয়োজন যা কুরবানীর জন্তুর জন্য প্রয়োজন হয়ে থাকে।

বুদ্না ঃ এর অর্থ হলো একটি পূর্ণ গরু বা একটি পূর্ণ উট। একটি পূর্ণ গরু বা উট দু'টি ত্রুটির কারণে ওয়াজিব হলে হয়ে থাকে। প্রথম হায়েজ, নিফাস অথবা অপবিত্র অবস্থায় তওয়াফ করা হলে, দ্বিতীয় ওকুফে আরাফার পর হলকের পূর্বে সহবাস করা হলে।

সদকাহ ঃ যেখানে এককভাবে সদকাহ বলা হয় সেখানে সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ বুঝায়। অর্থাৎ পৌনে দু'সের গম অথবা এর মূল্য। কোথাও সাধারণ ভাবে এরূপ বলা হয় যে, কিছু সদ্কাহ করে দাও। এর দ্বারা মুষ্টিভর্তি খাদ্য-দ্রব্য অথবা একটি রুটি অথবা একটি মুদ্রা প্রদান করাকে বুঝায়। অবশ্য কাপড় পরিধান করা, সুগন্ধী লাগান, নখ কর্তনকরা এবং মাথা মুড়ানোর ক্ষতিপূরণ হিসেবে যেখানে সদ্কাহ্র উল্লেখ করা হয়েছে এর দ্বারা ৬ জন মিসকিনকে তিন সা' (১ সা'=১% সের) গম দেয়াকে বুঝান হয়েছে এবং তা এ

অবস্থায় প্রদান করতে হয় যখন কোন ওজরে একটি পূর্ণ ত্রুটি হয়ে যায়।

ত্রুটির মধ্যে ওজর ও ওজর বিহীনের মধ্যে পার্থক্য ঃ এখানে ওজরের অর্থ হলো জ্বর, সর্দি, জখম এবং এ ধরনের প্রত্যেকটি বিষয় যাতে দুঃখ ও কষ্ট বেশী হয়। রোগ সর্বদা স্থায়ী বা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা শর্ত নয়। (যুবদাহ্‌)

যদি অসুস্থতার কারণে সেলাই করা কাপড় পরিধাণ করে অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করে অথবা চুল কর্তন করে বা মাথা অথবা চেহারা কাপড় দ্বারা ঢাকে যে, কাপড় তার চেহারা এমনিভাবে ঢাকে যে, কাপড় তার চেহারায় লেগে থাকে, এ সকল অবস্থায় যদি পূর্ণ ত্রুটি হয় তাহলে এ সুযোগ রয়েছে যে, দম দিবে অথবা তিনটি রোযা রাখবে অথবা ছয়জন মিসকিনকে সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ সদকা প্রদান করবে।

অর্থাৎ প্রত্যেক মিসকিনকে পৌনে দু'সের গম বা এর মূল্য প্রদান করবে। যদি পূর্ণ ত্রুটি না হয় তাহলে দু'টি বিষয় গ্রহণ করতে পারে। তিনটি রোযা রাখবে অথবা

ছয়জন মিসকিনকে সদকাহ্ প্রদান করবে। তিন অথবা দু'টি বিষয়ে শুধু ওজরের অবস্থায় সুযোগ রয়েছে। ওজরবিহীন অবস্থায় করা হলে পূর্ণ ত্রুটির সময় দম এবং আংশিক ত্রুটির সময় সদকাহ্ নির্ধারিত রয়েছে, রোযা দ্বারা বদলা আদায় হবে না।

পূর্ণ ত্রুটি ও আংশিক ত্রুটির বর্ণনা ঃ যদি কোন বড় অঙ্গ যেমন- মাথা বা দাড়ি বা হাত অথবা রান অথবা পায়ের গোড়ালীর উপর সুগন্ধি লাগান হয় তাহলে পূর্ণ ত্রুটি হয়ে গেল যদিও কয়েক মিনিটের জন্য ব্যবহার করা হোক না কেন। এ অবস্থায় ওজর ছাড়াই দম ওয়াজিব হবে। যদিও সাথে সাথে তা ধৌত করে ফেলে। তবুও এর দম আদায় করা মাফ হবে না। (গানীয়া)

ওজরের অবস্থায় উপরোল্লিখত তিনটি সুযোগ রয়েছে যে, দম দিবে অথবা তিনটা রোযা রাখবে অথবা ছয়জন মিসকিনকে সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ দান করবে। যদি কোন ক্ষুদ্র অঙ্গ যেমন নাক, কান, চোখ, গোফ, আঙ্গুলে সুগন্ধি লাগানো হয় অথবা বড় অঙ্গের কোন অংশে সুগন্ধি লাগানস হয় তাহলে এটা হবে

আংশিক ত্রুটি। এর জন্য সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ সদকাহ্‌ ওয়াজিব হবে ওজরের অবস্থায় তিন রোযাও রাখা যেতে পারে। (যুবলাহ্‌)

প্রয়োজনীয় নির্দেশঃ এটা ঐ সময় কার্যকর হবে যখন সুগন্ধি সামান্য পরিমাণ হয়। যদি সুগন্ধি অধিক পরিমাণ হয় তাহলে ছোট বড়, পূর্ণ অঙ্গ এবং আংশিক অঙ্গের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, সর্ব অবস্থায় দম ওয়াজিব হবে। অল্প বা অধিক হওয়া প্রত্যেক সুগন্ধির পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত অর্থে যেটাকে অধিক মনে করা হয় সেটাকেই অধিক বলা যাবে। যেমন- মোশকের অল্প পরিমাণও যা সাধারণ ব্যবহারের দৃষ্টিতে অধিক মনে করা হয় তা অধিক পরিমাণেরই অন্তর্ভূক্ত হবে। (গানীয়া)

কাপড়ের মধ্যে সুগন্ধি ব্যবহারের ত্রুটি ঃ

মাসয়ালা ঃ সুগন্ধি বস্তুর দ্বারা মিশ্রিত কাপড় পরিধাণ করে যদি সুগন্ধির পরিমাণ অধিক হয় কিন্তু এক বিঘত বা দু'বিঘতের চেয়ে কম লেগে থাকে অথবা সুগন্ধি সামান্য কিন্তু এক বা দু'বিঘতের চেয়ে অধিক

জায়গায় লেগে থাকে এবং সে কাপড় সারা দিন বা সারা রাত পরিধান করে থাকে তাহলে দম ওয়াজিব হবে। যদি সামান্য সুগন্ধি যা এক বা দু'বিঘতের চেয়ে কম অংশ লেগেছে এ অবস্থায় সদকাহ দিতে হবে। (যদিও সারা দিন পরিধাণ করে) এক দিনের কমেও সদকাহ প্রদান করতে হবে। (যুবদাহ্‌)

একদিনের কমে যদি অধিক সুগন্ধি হয় এবং এক বা দু'বিঘতে ভর্তি হয় তাহলে সদকাহ দিতে হবে এবং অর্ধেক রাত থেকে অর্ধেক দিন পর্যন্ত এক দিন গণ্য করা হবে। (যুবদাহ্‌)

মাসয়ালা ঃ খাদ্য-দ্রব্যে মিশ্রিত করে যদি কোন সুগন্ধি ব্যবহার করা হয় তাহলে ঐ খাদ্য খেলে কিছু ওয়াজিব হবে না। যদিও সুগন্ধি বের হয় এবং তা অধিক পরিমাণে হয়। যদি খাদ্য তৈরীর পর সুগন্ধি মিশ্রিত করা হয়, যেমন মশলা জাতীয় দ্রব্য দারচিনি, এলাচি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, এ ধরনের খাদ্য দ্রব্য খেলেও কিছু ওয়াজিব হবে না। অবশ্য আহারের সময় যদি সুগন্ধি আসে তাহলে এটা মাকরুহ হবে। যদি এরূপ

দ্রব্য খেয়ে থাকে যাতে সুগন্ধি মিশ্রিত করা হয়েছে কিন্তু তা বন্ধন করা হয়নি যেমন-চাট্‌নী, আচার ইত্যাদি, যদি এগুলোর মধ্যে সুগন্ধির পরিমাণ অধিক হয় তাহলে দম ওয়াজিব হবে। যখন আহারের পরিমাণ অধিক হয় এবং সামান্য পরিমাণ খেয়ে থাকে তাহলে সদকাহ প্রদান করতে হবে, যদি সুগন্ধি না আসে। কেননা এ অবস্থায় পরিমাণের আধিক্যের উপর বিধান প্রয়োগ হবে সুগন্ধির উপর নয়। যদি এ ধরনের খাদ্য অল্প অল্প করে কয়েকবার খায় তাহলে দম ওয়াজিব হবে। বন্ধন ব্যতীত খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে যদি সুগন্ধি মিশ্রিত করে এবং যদি ঐ খাদ্য-দ্রব্য অধিক পরিমাণ হয় তা হলে অধিক পরিমাণ খেলেও কিছুই ওয়াজিব হবে না। কিন্তু যদি সুগন্ধি আসে তাহলে মাকরুহ হবে। (গানীয়া ও যুবদাহ্‌)

মাসয়ালা ঃ যদি কেউ অধিক পরিমাণ সুগন্ধি খেয়ে ফেলে যেমন-জাফরান এবং মখের অধিকাংশ অংশে সুগন্ধি লেগে যায় তাহলে দম ওয়াজিব হবে। যদি মুখের অধিকাংশে না লাগে তাহলে সদকাহ ওয়াজিব হবে। এ

মাসয়ালাটি খাঁটি সুগন্ধি খাওয়া সম্পর্কে যা খাদ্যদ্রব্যের সাথে মিশ্রিত করা হয়নি। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ লেবু, সোডা অথবা অন্য কোন পানীয় বোতল অথবা শরবত যাতে সুগন্ধি মিশ্রিত করা হয়নি তা ইহ্রামের অবস্থায় পান করা জায়েজ। যদি বোতলে সামান্য সুগন্ধি মিশ্রিত করা হয়ে থাকে তাহলে এতে সদকাহ ওয়াজিব হবে। কিন্তু একই মজলিশে যদি কয়েকবার পান করে তাহলে দম ওয়াজিব হবে। যদি সুগন্ধি অধিক পরিমাণ হয় তাহলে একবার পান করলেও দম ওয়াজিব হবে। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ হাজরে আসওয়াদের উপর যদি সুগন্ধি লেগে থাকে (হজ্জের সময় কোন কোন লোক এতে সুগন্ধি লাগিয়ে থাকে) এবং তাওয়াফ আদায়কারী মুহরিম হয় তাহলে এর ইসতিলাম (চুমা) জায়েজ নয় বরং হাতে ইশারা করে হাতকে চুমা দেবে। যদি মুহরিম ব্যক্তি হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেয় এবং তার মুখে বা হাতে সুগন্ধি লেগে থাকে যদি এর পরিমাণ অধিক হয় তাহলে দম এবং পরিমাণ কম হলে সদকাহ ওয়াজিব হবে। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ যে বিছানায় সুগন্ধি ছিটানো হয়েছে মুহরিম ব্যক্তির জন্য এর উপর শোয়া বা আরাম করা জায়েজ নয়। এর বিধান কাপড়ে অধিক পরিমাণ সুগন্ধি হওয়ার উপর অনুমান করতে হবে।

মাসয়ালা ঃ মাথা, হাত অথবা দাড়িতে ইহরাম অবস্থায় মেহেদী লাগানো নিষিদ্ধ। যদি পূর্ণ মাথা, সম্পূর্ণ দাঁড়ি অথবা এক চতুর্থাংশ মাথা অথবা এক চতুর্থাংশ দাঁড়িতে মেহেদী লাগানা লাগান হয় এবং মেহেদী খুব গাঢ় নয় বরং হালকা হয় তাহলে দম ওয়াজিব হবে।

যদি খুব গাঢ়ভাবে লাগান হয় তাহলে দু'টি দম ওয়াজিব হবে। এক দম সুগন্ধি কারণে দ্বিতীয় দম মাথা অথবা চেহারা ঢাকার কারণে। এটা ঐ অবস্থায় হবে যখন সারা দিন ও সারা রাত লাগিয়ে রাখবে। যদি এক দিন ও এক রাতের চেয়ে কম সময় লাগানে হয় তাহলে একটি দম ও একটি সদকাহ ওয়াজিব হবে। এটা হলো পুরুষের বিধান। মহিলাদের উপর একটি দম ওয়াজিব হবে। কেননা তার জন্য মাথা ঢাকা নিষিদ্ধ নয়। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ সম্পূর্ণ হাতের উপর মেহেদী লাগান হলেও দম ওয়াজিব হবে। যদি মহিলা ও হাঁতে মেহেদী লাগায় তাহলে দম ওয়াজিব হবে (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ পানের মধ্যে সুগন্ধিযুক্ত তামাক বা জর্দা অথবা এলাচি মিলিয়ে খাওয়া মুহরিমের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে মাকরুহ। ফিকাহর কোন কোন কিতাবে দম ওয়াজিব হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

মাসয়ালা ঃ যদি সুগন্ধিযুক্ত সুরমা দু'একবার ব্যবহার করে তাহলে সদকাহ ওয়াজিব হবে। যদি একাধিক বার লাগিয়ে থাকে তাহলে দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু সুগন্ধি বিহীন সুরমা ব্যবহার করা হলে কোন ক্ষতি নেই। কিছু ওয়াজিব হবে না। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ ইহরামের পর গলায় ফুলের মালা পরিধাণ করা মাকরুহ, সাধারণভাবে লোকজন এদিকে লক্ষ্য করে না। সুগন্ধিযুক্ত ফল অথবা ফুল ইচ্ছাকৃত ঘ্রাণ নেয়াও মাকরুহ। কিন্তু এর দ্বারা কিছুই ওয়াজিব হবে না। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ যদি কয়েকটি অংগে কিছু কিছু সুগন্ধি ব্যবহার করে তবে যদি সব অঙ্গ মিলে একটি বড় অঙ্গের পরিমাণ হয়ে যায় তাহলে দম ওয়াজিব হবে। নতুবা সদকাহ ওয়াজিব হবে। (যুবদাহ্‌)

সেলাই করা কাপড় পরিধান করা ঃ

যে কাপড় দেহের পরিমাপ অনুযায়ী সেলাই করা হয়েছে অথবা বুনন করা হয়েছে অথবা তৈরী করা হয়েছে, যদি এটা সমগ্র দিন ও রাত ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে পূর্ণ ক্রুটি হবে এবং দম ওয়াজিব হবে। যদি এর চেয়ে কম সময় ব্যবহার করে তাহলে সদকাহ ওয়াজিব হবে। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ যদি কোন ব্যক্তি সেলাই করা কাপড় পরিধান করে ইহরাম বাঁধে, অর্থাৎ ইহরামের নিয়ত করে তালবীয়াহ পাঠ করেছে, তাহলে যদি তালবীয়াহ্‌ পাঠ করার পর পূর্ণ দিন সেলাই করা কাপড় পরিধান করে তাহলে দম ওয়াজিব হবে। যদি একদিনের কম সময় পরিধান করে তাহলে সদকাহ ওয়াজিব হবে। (গানীয়া)

মোজা বা বুট জুতা পরিধান করা ঃ

মোজা বা এরূপ জুতা যা পায়ের বুট জুতা এগুলো ইহরামের সময় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। যদি এরূপ জুতা বা মোজা একদিন অথবা এক রাত পরিধান করে তাহলে দম ওয়াজিব হবে। এর চেয়ে কম হলে সদকাহ ওয়াজিব হবে। (গানীয়া)

মাথা বা চেহারা ঢেকে রাখার অপরাধ বা ত্রুটি ঃ

যদি পুরুষ মাথা বা চেহারা এবং মহিলা কাপড় ইত্যাদি দ্বারা চেহারা ঢেকে রাখে তাহলে যদি একটি পূর্ণ দিন বা একটি পূর্ণ রাত এভাবে রাখে তাহলে পূর্ণ ত্রুটি হবে এতে দম ওয়াজিব হবে। এর চেয়ে কম হলে সদকাহ ওয়াজিব হবে। ইহরামের অবস্থায় মহিলাদের মাথা ঢাকা তেমনি প্রয়োজন যেমনিভাবে অন্য সময়ে প্রয়োজন ও আবশ্যক। যদি তিনি মাথা খুলে ফেলেন তাহলে এতে কিছু ওয়াজিব হবে না। কেননা মাথা ঢাকা তার জন্য ইহরামের বিধান নয়, এটা হলো সাধারণ হুকুম। (হিদায়া)

মাসয়ালা ঃ যদি শায়িত অবস্থায় মাথা ঢেকে যায় তাহলে সদকাহ ওয়াজিব হবে। কেননা এখানে শায়িত ও জাগ্রত উভয় অবস্থা একই সমান, অবশ্য শয়নে কোন গুনাহ্‌ নেই। (যুবদাহ্‌)

মাসয়ালা ঃ যদি সেলাই করা কাপড় সারা দিন পরিধান করে অথবা মাথা বা চেহারা সারা দিন ঢেকে রাখে এবং এর কাফফারাহ্‌ হিসাবে একটি দম দিয়েছে কিন্তু কাপড় একইভাবে ব্যবহার করতে থাকে তাহলে দ্বিতীয় কাফফারাহ একটি দমের দ্বারা আদায় করতে হবে। যদি মাঝে কাফফারাহ হিসেবে দম আদায় না করে তাহলে এক দম আদায় করলেই চলবে। (যুবদাহ্‌)

মাসয়ালা ঃ এক চতুর্থাংশ মাথা বা এক চতুর্থাংশ চেহারা ঢাকা সমস্ত মাথা এবং সমস্ত চেহারা ঢাকার মত একই বিধানের অন্তর্ভূক্ত হবে। (যুবদাহ্‌)

চুল মুড়ানো বা কর্তনের ত্রুটি ঃ এক চতুর্থাংশ মাথা বা এক চতুর্থাংশ দাঁড়ি অথবা এর চেয়ে বেশী অংশের চুল মুড়ালে বা কর্তন করলে অথবা কোন

ঔষধের দ্বারা দূর করে বা তুলে ফেলে, তা ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক সর্বাবস্থায় পূর্ণ ত্রুটি হবে এবং এর ফলে দম ওয়াজিব হবে। (যুবদাহ্‌)

মাসয়ালা ঃ এমনিভাবে যদি সমগ্র বগল মুড়ায় অথবা নাভীর নীচের সমগ্র চুল পরিস্কার করে অথবা সমগ্র গর্দানের চুল কাটায় তাহলে দম ওয়াজিব হবে।

মাসয়ালা ঃ যদি দু'পা এবং দু'হাতের নখ এক বৈঠকে কর্তন করে অথবা এক পা ও হাতের নখ কর্তন করে তাহলে পূর্ণ ত্রুটি হবে এবং দম ওয়াজিব হবে। (যুবদাহ্‌)

মাসয়ালা ঃ যদি দু'তিনটি চুল মুড়ায় অথবা কর্তন করে তাহলে প্রত্যেকটি চুলের পরিবর্তে এক মুষ্টি গম বা এক টুকরা রুটি সদকাহ প্রদান করবে এবং তিন চুলের অধিক হলে পূর্ণ সদকাতুলফিতরের সম পরিমাণ ওয়াজিব হবে। (যুবদাহ্‌)

মাসয়ালা ঃ যদি ইহরাম বিহীন ব্যক্তির লোম কোন কারণে পড়ে যায় তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। যদি মুহ্‌রিম ব্যক্তির এরূপ কাজের দ্বারা লোম পড়ে যায় যার

জন্য সে আদিষ্ট হয়েছে যেমন- ওজু তাহলে তিনটি চুলে এক মুষ্টি গম সদকাহ্‌ দেয়া চলবে। (যুবদাহ্‌)

মাসয়ালা ঃ একজন মুহ্‌রিম ব্যক্তি অন্যের এক চতুর্থাংশ অথভা এর চেয়ে অধিক মাথা মুড়ানেওয়ালার উপর সদকাহ্‌ এবং যার মাথা মুড়িয়েছে তার উপর দম ওয়াজিব হবে। (যুবদাহ্‌)

উকুন বা ছাড়পোকা মারা ঃ যদি একটি উকুন বা ছাড়পোকা মারে অথবা এ সমস্ত মারার জন্য কাপড় রৌদ্রে বিছায় অথবা মারা জন্য কাপড় ধৌত করে তাহলে একটি ছাড়পোকা মারার জন্য একটি রুটির টুকরা এবং দু'তিনটের বদলে এক মুষ্টি গম প্রদান করবে। তিনের চেয়ে অধিক হইলে অর্ধসা' সদকাহ্‌ করতে হবে। (যুবদাহ্‌)

মাসয়ালা ঃ যদি কাপড় রৌদ্রে বিছায় অথবা ধৌত করে এবং ছাড়পোকা মরে যায় কিন্তু ছাড়পোকা মারার ইচ্ছা ছিলনা তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ নিজ দেহের উকুন অন্যকে দিয়ে মারান অথবা ধরে জীবিত মাটিতে ছেড়ে দেয়া অথবা নিজে

ধরে মারার জন্য অন্যকে দেয়া সব সমান। সর্বাবস্থায় দম ওয়াজিব হবে। (গানীয়া)

নর-নারী পরস্পর সম্পর্কিত ত্রুটি ঃ কোন মহিলা বা পুরুষের আবেগের সাথে চুমা নেয় অথবা আবেগের সাথে হাত স্পর্শ করে তাহলে দম ওয়াজিব হবে, শুক্র নির্গত হোক বা না হোক। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ যদি তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে সহবাস করে তাহলে হজ্জ ফাসেদ হয়ে যাবে এবং পরবর্তী বৎসর বা এরপর কাজা ওয়াজিব হবে। এর সাথে দম অর্থাৎ বকরী জবেহ্ করা ও ওয়াজিব হবে। যদি উভয়েই মুহরিম হয় তাহলে উভয়ের উপর একটি দম ওয়াজিব হবে এবং হজ্জ ফাসেদ হওয়ার কারণে হজ্জের আহ্‌কাম সমূহ ত্যাগ করা জায়েয নয়, বরং সাধারণ হাজীদের মত হজ্জের সমস্ত আহ্‌কাম আদায় করা ওয়াজিব। যদি ফাসেদ হওয়া হজ্জ ফরজ হয়ে থাকে তাহলে কাজা আদায় করা ওয়াজিব হবে। যদি হজ্জ নফল হয়ে থাকে তবুও তা শুরু করার পর ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই এর কাজা আদায় করাও জরুরী। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ যদি ওকুফে আরাফার পর মাথা মুড়ানোর পূর্বে সহবাস করে তাহলে হজ্জ ফাসেদ হবে না কিন্তু এক বুদান অর্থাৎ একটি প্রাপ্ত বয়স্কা গাভী অথবা একটি উট জবেহ্‌ করা ওয়াজিব। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ যদি মাথা মুড়ানোর পর তওয়াফ যিয়ারতের পূর্বে সহবাস করে তাহলে এ অবস্থায় হজ্জ ফাসেদ হবে না কিন্তু একটি বকরী জবেহ্‌ করা ওয়াজিব হবে। কোন কোন বুজুর্গ এ অবস্থায়ও একটি প্রাপ্ত বয়স্কা গাভী বা উট জবেহ্‌ করার কথা বলেছেন। (গানীয়া)

ইহ্‌রামে শিকার করা ঃ

মাসয়ালা ঃ ইহরামের অবস্থায় স্থলে শিকার করা, আহত করা, পা ভাঙ্গা, গোড়ালী কর্তন করা, ডিম ভেঙ্গে ফেলা, দুধ বের করা, শিকার মারার জন্য ইঙ্গিত করা বা বলে দেয়া ইত্যাদি সব কিছুই নিষিদ্ধ। এ সকল অবস্থায় দম ওয়াজিব হবে।

মাসয়ালা ঃ ইহ্‌রামের অবস্থায় বকরী, গাভী, উট, মহিষ, মুরগী, গৃহপালিত জন্তু জবেহ্‌ করা এবং খাওয়া জায়েজ আছে। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ ইহ্রামের অবস্থায় টিড্ডি পাখী মারা নিষিদ্ধ। দু'তিনটি টিড্ডি মারার কারণে ইচ্ছানুযায়ী কিছু সদকাহ প্রদান করবে। হযরত উমর (রাঃ) বলেছেন, একটি খেজুর একটি টেড্ডি থেকে উত্তম। (মুয়াত্তায়ে মুহাম্মদ) তিনের চেয়ে অধিক হলে অর্ধসা (১সা'=১$^{৩}/_{৪}$ সের) গম প্রদান করবে। ইহ্রাম অবস্থায় যে বিধান রয়েছে হেরেমে টিড্ডি মারার জন্য একই বিধান প্রযোজ্য। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ মুহরিম ও ইহ্রাম বিহীন উভয় ব্যক্তির জন্য হেরেম শরীফে শিকার করা হারাম এবং হেরেমের ঘাস ও বৃক্ষ কর্তন করা নিষিদ্ধ। এতে দম ওয়াজিব হবে। যদি এরূপ ঘটনা ঘটে যায় তাহলে কোন আলিমের নিকট তা জিজ্ঞাসা করা উচিৎ। মীনা, মুজদালিফা হেরেমের সীমানার অন্তর্ভূক্ত। এখানের ঘাস ইত্যাদি কর্তন করা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। আরাফাতের মাঠ হেরেমের সীমানার বাইরে। এখানের ঘাস কর্তনে কোন অসুবিধা নেই।

হজ্জের ওয়াজিব সম্পর্কিত দ্বিতীয় প্রকার ত্রুটি ঃ

ইহ্‌রাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করা ঃ-

মাসয়ালা ঃ মীকাতের বাইরে বসবাসকারী কোন আকেল, বালেগ (জ্ঞানবান ও প্রাপ্ত বয়স্ক) ব্যক্তি যদি মক্কায় প্রবেশের ইচ্ছা করে চাই হজ্জ ও উমরাহ্‌র নিয়তে হোক অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যাওয়ার ইচ্ছা হোক ইহ্‌রাম ব্যতীত অগ্রসর হলে গুনাহ্‌গার হবে এবং মীকাতের দিকে ফিরে না আসে এবং ঐ স্থানেই ইহ্‌রাম বাঁধে তাহলে একটি দম ওয়াজিব হবে। যদি মীকাতে ফিরে এসে ইহ্‌রাম বাঁধে তাহলে দম দেয়ার হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ পাকিস্তান থেকে যারা সামদ্রিক জাহাজে হজ্জের জন্য গমণ করে তাদের জন্য জিদ্দাহ্‌ পর্যন্ত ইহ্‌রাম বাঁধার অনুমতি রয়েছে। এর পূর্বে ইহরাম বাঁধা উত্তম। ইহরাম ব্যতীত জিদ্দাহ্‌ থেকে সামনে অগ্রসর হলে দম ওয়াজিব হবে। যারা বিমানে গমন করবে, আরোহণ করার সময় তাদের ইহরাম বাঁধা উচিৎ। যদি

ইহ্‌রাম না বেঁধে পৌছে যায় তাহলে দম ওয়াজিব হবে। কেননা পথে দু'টি মীকাত তাদেরকে অতিক্রম করতে হয়।

ওজু বিহীন বা অপবিত্র বা হায়েজ ও নিফাসের সময় তাওয়াফ করা অথভা তাওয়াফের চক্করে কম করা ঃ-

মাসয়ালা ঃ যদি ফরজ বা নফল তওয়াফের সময় কাপড় বা দেহে ময়লা বা অপবিত্র বস্তু লাগে তাহলে কিছু ওয়াজিব হবে না। তবে মাকরুহ্ হবে। (যুবদাহ্)

মাসয়ালা ঃ যদি ওজুবিহীন অবস্থায় সমগ্র তওয়াফ অথবা অধিকাংশ তওয়াফ করে তাহলে দম ওয়াজিব হবে। যদি তওয়াফে কুদুম অথবা তওয়াফে বিদা' অথবা নফল অথবা অর্ধেকের কম তওয়াফে যিয়ারাত ওজুবিহীন অবস্থায় আদায় করে তাহলে প্রতিটি তওয়াফের জন্য সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ সদকাহ্ ওয়াজিব হবে। যদি এ সকল অবস্থায় ওজু করে তওয়াফ পূনরায় আদায় করে তাহলে কাফফারাহ্ এবং দম দেয়া লাগবে না। (আলমগীরি)

মাসয়ালা ঃ যদি সমগ্র অথবা অধিকাংশ তওয়াফে যিয়ারত অপবিত্র বা হায়েজ ও নিফাসের অবস্থায় করে থাকে তাহলে বুদনা (অর্থাৎ একটি প্রাপ্ত বয়স্ক উট বা গাভী) ওয়াজিব হবে। যদি তওয়াফে নফল এ অবস্থায় করে থাকে তাহলে এক বকরী ওয়াজিব হবে। এ সকল অবস্থায় পবিত্রতার সাথে পুনরায় তওয়াফ আদায় করা হলে কাফফারাহ্‌ দেয়া লাগবে না। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ যে তওয়াফ অপবিত্রতা অথবা হায়েজ বা নিফাসের অবস্থায় করা হয়েছে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব এবং ওজুবিহীন অবস্থায় যে তওয়াফ করা হয় তা পুনরায় করা মুসতাহাব। (যুবদাহ্‌) কিন্তু যদি পুনরায় আদায় না করে তাহলে উপরে বর্ণিত কাফফারাহ্‌ দেয়া ওয়াজিব হবে।

মাসয়ালা ঃ যদি প্রথম তওয়াফের পর সা'য়ী করে তাহলে পুনরায় সা'য়ী করার প্রয়োজন নেই। কেননা প্রথম তওয়াফ গ্রহণযোগ্য হয়েছে। কিন্তু অসমাপ্ত হওয়ার কারণে পুনরায় করতে হয় এবং দ্বিতীয় তওয়াফ শুধু এই ক্ষতিপূরণের জন্য। (যুবদাহ্‌)

মাসয়ালা ঃ আইয়ামে নহরে যদি ওজুবিহীন অবস্থায় তওয়াফে যিয়ারত আদায় করে এবং যদি এরপর ওজুর সাথে আইয়ামে নহরে তওয়াফে বিদা' করে তাহলে এটা তওয়াফে যিয়ারত হয়ে যাবে। যদি আইয়ামে নহরের পর করে তাহলে তওয়াফে যিয়ারতে স্থলাভিষিক্ত হবে না বরং দম ওয়াজিব হবে। (যুবদাহ্)

মাসয়ালা ঃ যদি অপবিত্র অথবা হায়েজ ও নিফাস অথবা ওজু বিহীন অবস্থায় একই চক্করে তওয়াফে উমরাহ্ পূর্ণ বা অধিকাংশ অথবা কম আদায় করে তাহলে দম ওয়াজিব হবে। (যুবদাহ্) যদি পুনরায় তওয়াফ আদায় করে তাহলে দম দেয়া লাগবে না। (গানীয়া)

মাসয়ালা ঃ উমরাহ্র কোন ওয়াজিব ছেড়ে দেয়ার কারণে বুদনা বা সদকাহ্ ওয়াজিব হবে না বরং শুধু দম (অর্থাৎ একটি বকরী বা একটি উটের সপ্তমাংশ) ওয়াজিব হবে। কিন্তু উমরাহ্র ইহ্রামের নিষিদ্ধ বস্তুর গ্রহণের ফলে হজ্জের ইহ্রামের মত দম বা সদকাহ্ ওয়াজিব হবে। (যুবদাহ্)

মাসয়ালা ঃ যদি তওয়াফে কুদুম অথবা তওয়াফে বিদার এক চক্কর বা দু'তিন চক্কর ছেড়ে দেয় তাহলে প্রতিটি চক্করের পরিবর্তে পূর্ণ সদকাহ্‌ ওয়াজিব হবে। যদি চার চক্কর অথবা এর অধিক ছেড়ে দেয় তাহলে দম ওয়াজিব হবে কিন্তু তওয়াফে কুদুম একবারে ছেড়ে দেয়ার ফলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। তবে ছেড়ে দেয়া মাকরুহ্‌। (যুবদাহ্‌)
মাসয়ালা ঃ যদি তওয়াফে কুদুম শুরু করার পর ছেড়ে দেয় তাহলে অধিকাংশ চক্করে দম ওয়াজিব হবে। অল্প সংখ্যক চক্করে প্রতিটি চক্করের পরিবর্তে তওয়াফে সদরের মত সদকাহ্‌ ওয়াজিব হবে এবং নফল তওয়াফের বিধান তওয়াফে কুদুমের মত। (গানীয়া, শামী)
সা'য়ীর ত্রুটি ঃ যদি পূর্ণ সা'য়ী অথবা সা'য়ীর অধিকাংশ কোন ওজর ছাড়া ত্যাগ করে অথবা ওজর ছাড়া কিছুর উপর আরোহণ করে তাহলে হজ্জ আদায় হবে কিন্তু দম ওয়াজিব হবে এবং পদব্রজে পুনরায় আদায় করা হলে দমআদায় করা থেকে মুক্তি পাবে। যদি

ওজরের কারণে আরোহণ করে তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। যদি সা'য়ীর এক বা দু'তিন চক্কর ছেড়ে দেয় অথবা ওজর ছাড়া সওয়ার হয়ে সা'য়ী করে তাহলে প্রতিটি চক্করের পরিবর্তে সদকাহ্‌ ওয়াজিব হবে। (গানীয়া)

সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাত ত্যাগ করা ঃ-

মাসয়ালা ঃ যদি সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাত ত্যাগ করে তাহলে দম ওয়াজিব হবে। যদিও পলাতক উট ধরার জন্য অথবা কাউকে খোঁজ করার জন্য বের হয়ে থাকে, তবে যদি সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতে ফিরে আসে তাহলে দম ওয়াজিব হবে না। যদি সূর্যাস্তের পর আসে তাহলে দম দিতে হবে। (যুবদাহ্‌)

ওজর ছাড়া ওকুফে মুজদালিফা ত্যাগ করা ঃ

মাসয়ালা ঃ যদি বিনা ওজরে ওকুফে মুজদালিফাত্যাগ করে তাহলে দম ওয়াজিব হবে। যদি ওজরের কারণে ত্যাগ করে- যেমন মহিলা বা অতি বৃদ্ধ দুর্বল ব্যক্তি ভীড়ের কারণে ত্যাগ করে তাহলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। (গানীয়া)

১০ তারিখের আহ্কাম সমূহ নিয়মানুযায়ী আদায় না করা ঃ

মাসয়ালা ঃ যদি মুফরিদ অথবা কারেন অথবা মুতামাত্তি' রামীর পূর্বে মাথা মুড়ান অথবা কারেন ও মুতামাত্তি' জবেহ্‌র পূর্বে মাথা মুড়ায়, অথবা কারেন ও মুতামাত্তি' রামীর (কংকর নিক্ষেপের) পূর্বে জবেহ্ করে তাহলে দম ওয়াজিব হবে। কেননা এগুলোতে তারতীব বা নিয়মানুবর্তিতা হলো ওয়াজিব। মুফরিদের জন্য শুধু রামী এবং মাথা মুড়ানোর মধ্যে তারতীব ওয়াজিব। কেননা জবেহ তার উপর ওয়াজিব নয় এবং কারেন এর জন্য তিনটির মধ্যে (রামী, জবেহ ও মাথা মুড়ানো) তারতীব (বিন্যাস বা নিয়ম) ওয়াজিব। প্রথম রামী (কংকর নিক্ষেপ) করবে। এরপর জবেহ্, তারপর মাথা মুড়াবে। যদি এগুলো আগে পরে করে তাহলে দম ওয়াজিব হবে। (গানীয়া, যুবদাহ্)

রামী স্পর্কিত ত্রুটিঃ

মাসয়ালা ঃ এক দিনের রামী পূর্ণভাবে করে ফেললে অথবা অধিকাংশ কংকর নিক্ষেপ করলে দম ওয়াজিব

হবে। যেমন-প্রথম দিনের রামীর মধ্যে ১১টি কংকর ছেড়ে দেয়, দশটি দ্বারা রামী করে তাহলে দম ওয়াজিব হবে। যদি একাধিক দিনের অথবা চার দিনের রামী ছেড়ে দেয় তবুও একটি দম ওয়াজিব হবে। (যুবদাহ্)

মাসয়ালা ঃ ১৩ তারিখের রামী ঐ সময় ওয়াজিব হয় যখন মীনায় ১৩ তারিখের ভোর হয়। এ অবস্থায় যদি কেউ ১৩ তারিখে রামী ছেড়ে দেয় তবুও দম ওয়াজিব হবে। (যুবদাহ্)

জরুরি উপদেশ ঃ (১) যে সমস্ত মাসায়েলে দম ওয়াজিব হওয়ার উল্লেখ করা হয়েছে এগুলোতে হেরেমের সীমানার মধ্যে জন্তু জবেহ্ করা আবশ্যক। হেরেমের বাইরে জবেহ্ করা ঠিক নয়। জবেহ্কৃত জন্তু সদকাহ্ করা প্রয়োজন। এতে নিজে খাওয়া বা ধনীদেরকে খাওয়ানো জায়েয় নয়। (গানীয়া)

(২) যদি দারিদ্রতার কারণে দম বা সদকাহ্ সম্ভব না হয় তাহলে এই কাফফারাহ্ তার জিম্মায় ওয়াজিব থাকবে। যখন সম্ভব হবে তখন আদায় করবে। অর্থাৎ যিনি ওজর ছাড়া এরূপ ত্রুটি করে যার উপর কোন বিলম্ব

ছাড়া দম বা সদকাহ ওয়াজিব। এরূপ অবস্থায় যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি আদায় না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর কাফফারাহ্ বাকী থাকবে। এর পরিবর্তে রোযা রাখার কোন বিধান নেই। হাঁ যদি ওজেরর কারণে ত্রুটি করে তাহলে দম ও সদকাহ্র পরিবর্তে তিন রোযা রাখাও জায়েয়। (যুবদাহ্)

(৩) ইহ্রামের ত্রুটির জন্য কারণের এর উপর দু'টি বিধান ওয়াজিব হয়ে থাকে। সেটা চাই দম ওয়াজিব হোক অথবা সদকাহ্। কেননা এর জন্য দু'টি ইহ্রাম হয়ে থাকে। অবশ্য কারেন যদি ইহ্রাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে তাহলে একটি দম ওয়াজিব হবে। এ ছাড়া হজ্জের ওয়াজিব সমূহে কারেন যদি কোন ত্রুটি করে তাহলে এর জন্য একটি কাফফারাহ্ ওয়াজিব হবে। (গানীয়া)

(৪) ত্রুটির জন্য দমের পরিবর্তে এর মুল্য প্রদান করা জায়েয নয়, হেরেমে জানোয়ার কুরবানী.করা ওয়াজীব। অবশ্য যেখানে দম ও খাদ্য প্রদানের মধ্যে সুযোগ দেয়া হয়েছে এতে দম এর মূল্য প্রদান করা হলে আদায় হয়ে যাবে।(গানীয়া)

যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারাহ্‌ ঃ

হজ্জের পর সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় হলো সাইয়েদুল আম্বীয়া হযরত রাসুলে মাকবুল (সঃ) এর পবিত্র রওযা যিয়ারত করা। রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মহব্বত ও সম্মান এরূপ বস্তু যা ব্যতীত ঈমান পুর্ণাঙ্গ হয় না। স্বাভাবিক ভাবেই এর আকাংখা সৃষ্টি হওয়া উচিৎ যে, পবিত্র ভুমিতে পৌছার পর পবিত্র রওজা যিয়ারত না করে ফিরব না। এ ছাড়াও পরম সৌভাগ্যের বিষয় হলো এই যে, রওজা শরীফের সামনে হাজির হয়ে দরুদ ও সালামের যে মহান বরকত রয়েছে যা দূর থেকে দরুদ ও সালাম পাঠে তা হাসিল হয় না।

হাদীসে বর্ণিত আছে হুজুর (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার করব যিয়ারত করবে তার জন্য সাফাআত করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। (যুবদাহ্‌)

হাদীস ঃ হুজুর (সাঃ) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগমন করবে এবং একমাত্র আমার যিয়াতেরই উদ্দেশ্যে থাকবে তাহলে

কিয়ামতে তার জন্য শাফা'আত করা আমার কর্তৃব্য হয়ে যায়। (যুবদাহ্)

হাদীসঃ হুজুর (সাঃ) আরো বলেছেন, আমার ইন্তিকালের পর যদি কেউ আমার কবর যিয়ারত করে তাহলে এটা এরূপ হবে যেমন-আমার জীবিতকালে আমার সাথে সাক্ষাত করল। (যুবদাহ্) কোন মুসলমান এরূপ ও রয়েছে যে কোন ওজর ছাড়া এই পরম সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে ফিরে আসে।

মাসয়ালা ঃ যে ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরজ রয়েছে তার জন্য হজ্জ আদায় করা এবং পরে মদীনা শরীফ যিয়ারতের জন্য গমন করা উত্তম। নতুবা এটার সুযোগ রয়েছে যে, প্রথম মদীনা মুনাওয়ারা হাজির হবে এরপর হজ্জ আদায় করবে অথবা হজ্জ আদায় করার পর পবিত্র মদীনায় হাজির হবে। (যুবদাহ্)

মদীনা মুনাওয়ারা হাজির হওয়ার কিছু আদবঃ

আদবঃ যখন মদীনা শরীফ গমন করবে তখন পথিমধ্যে বেশী বেশী দরুদ শরীফ পাঠ করবে এবং যখন পবিত্র মদীনার বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হবে তখন আরো

অধিক পরিমাণে দরুদ পাঠ করবে। যখন মদীনার দালান-কোঠা দৃষ্টিগোচর হবে তখন দরুদ শরীফ পাঠ করে নিম্নের দু'আ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ فَاجْعَلْهُ وِقَايَةً لِّيْ مِنَ النَّارِ وَاَمَانًا مِّنَ الْعَذَابِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ ۝

"হে আল্লাহ্‌ এটা আপনার নবী (সাঃ) এর হেরেম। এটাকে আমার জন্য জাহান্নাম থেকে পর্দা এবং আজাব ও ভয়াবহ হিসাব থেকে নিরাপদ রাখ।"

মুসতাহাব হলো এই যে, পবিত্র মদীনায় প্রবেশের পূর্বে গোসল করবে, ওজু করলেও হবে এবং পবিত্র ও ভাল পোশাক পরিধান করবে। যদি নতুন কাপড় হয় তাহলে উত্তম এবং সুগন্ধি লাগাবে। শহরে প্রবেশের পূর্বে পদব্রজে চলতে থাকবে। এই শহরের পবিত্রতা ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে শহরের প্রবেশ করবে।

যখন পবিত্র মদীনায় প্রবেশ করবে তখন এ দু'আ পাঠ করবেঃ

رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ
مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ
سُلْطَانًا نَّصِيْرًا ـ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ
رَحْمَتِكَ وَارْزُقْنِىْ مِنْ زِيَارَةِ رَسُوْلِكَ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَزَقْتَ اَوْلِيَاءَكَ
وَاَهْلَ طَاعَتِكَ وَاغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ يَا
خَيْرَ مَسْئُوْلٍ وَاَغْنِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ
حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ
وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ وَنَوِّرْ قَلْبِىْ
وَقَبْرِىْ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهٗ
عَاجِلَهٗ وَاٰجِلَهٗ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ
اَعْلَمْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ مَا عَلِمْتُ

مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّيْ وَانْقِطَاعِ عُمْرِيْ وَاجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِيْ اٰخِرَهٗ وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَهٗ وَخَيْرَ اَيَّامِيْ يَوْمَ اَلْقَاكَ فِيْهِ ۝

"হে আমার প্রতিপালক, আমাকে এখানে সঠিকভাবে প্রবেশ ও সঠিকভাবে বের কর এবং তোমার পক্ষ থেকে আমার জন্য সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ্, আমার জন্য তোমার রহমতের দরওয়াযাহ্ খুলে দাও এবং আমাকে তোমার রাসূলের (সাঃ) যিয়ারতের দ্বারা ফায়দা প্রদান কর যা তোমার আওলিয়া এবং অনুগত বান্দাদের দান করেছো। আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার উপর রহম কর। যাদের কাছে কিছু চাওয়া যায় তুমি এদের সবার চেয়ে উত্তম। (হে আল্লাহ্) আমাকে তোমার হালাল দ্বারা হারাম থেকে, তোমার আনুগত্যের দ্বারা

নাফরমানী থেকে এবং তোমার ফজল ও করমের (করুণা ও দয়া) দ্বারা অন্যের মুখাপেক্ষী থেকে রক্ষা কর। আমার অন্তর ও কবরকে নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দাও।"

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট মঙ্গল কামনা করি। দ্রুত আগমনকারী ও বিলম্বে আগমনকারী ঐ মঙ্গল যা আমার জানা আছে এবং যা তোমার জ্ঞানে রয়েছে এবং যা আমার জ্ঞানে নেই। হে আল্লাহ! তুমি আমার বৃদ্ধ বয়সে এবং জীবনের শেষ দিকে অধিক পরিমাণে রিযিক দান কর। আমার জীবনের শেষ মুহূর্তের উত্তম জিন্দীগী, সর্বশেষ আমলকে উত্তম আমল এবং তোমার মোলাকাতের দিন উত্তম দিন বানিয়ে দাও।"

আদবের সাথে একান্ত চিত্তে দরুদ শরীফ পাঠ করতে করতে প্রবেশ করবে এবং এটা দৃষ্টি রাখবে যে, এটা ঐ ভূমি যার বিভিন্ন স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কদম পড়েছে।

মসজিদে নববীতে প্রবেশঃ যখন মসজিদে নববীতে প্রবেশ করবে তখন প্রথম ডান পা রাখবে এবং

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ۝

) দরুদ শরীফ

পাঠ করবে এবং বাবে জিব্রাইল দিয়ে প্রবেশ করা উত্তম। প্রবেশের পর প্রথম রাওজুল জান্নাতে আসবে যা রওজা শরীফ ও মিম্বরের মাঝে অবস্থিত। এর সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এটা জান্নাতের টুকরা। রাওজুল জান্নাতে তাহিয়াতুল মসজিদের দু' রাকা'আত নামায পড়বে। এরপর পবিত্র রওজার নিকট যাবে এবং মাথার নিকট দেয়ালের কোনায় যে স্তম্ভ রয়েছে এর তিন চার হাত দূরে দঁড়াবে। একবারে জালের নিকট না যাবে এবং বিনা প্রয়োজনে না অনেক দূরে দাঁড়াবে। পবিত্র রওজার দিকে রোখ করে পিঠ কা'বার দিকে করে এই খেয়াল করবে যে, আঁ হযরত (সাঃ) পবিত্র কবরে কা'বার দিকে চেহারা করে শায়িত আছেন। এরপর অতি আদবের সাথে, মধ্যম আওয়াজে না অনেক উচ্চ আওয়াজে এবং না অতি ক্ষীণ আওয়াজে সালাম পেশ করবে। এখানেও সালামের কোন নির্ধারিত বাক্য নেই তবে নিম্ন লিখিত দরুদ ও সালাম পেশ করা উত্তম।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরুদ ও সালাম।

آلسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا خَيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد ولد ادم السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته يا رسُول الله انى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد انك عبده ورسوله اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفة الغمة فجزاك الله خير جزاك الله عنا افضل ما جازى نبيا عن امته اللهم اعط سيدنا عبدك ورسولك محمدن الوسيلة

والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودن الذى وعدته انك لاتخلف الميعاد وانزله المنزل المقرب عندك سبحانك ذوالفضل العظيم ○

“হে আল্লহ্‌র রাসূল! আপনার উপর সালাম, হে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সেরা আপনার উপর সালাম। হে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে মনোনীত ও সম্মানীত আপনার উপর সালাম। হে আল্লাহ্‌র হাবীব আপনার উপর সালাম। হে বনী আদমের সর্দার, আপনার উপর সালাম। হে নবী আপনার উপর সালাম, আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত হোক। ‘হে আল্লাহ্‌র রাসুল! (সাঃ) আমি সাক্ষী প্রদান করছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আরো সাক্ষী দিচ্ছি যে, আপনি রিসালাত পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, আমানত আদায় করেছেন, উম্মতদেরকে নসীহত

করেছেন এবং চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের পক্ষ থেকে ঐ সমস্ত পুরস্কারের চেয়ে উত্তম পুরস্কার দান করুন যা তিনি কোন নবীকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে দান করেছেন। হে আল্লাহ্! আমাদের সর্দার আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) কে ওসীলাহ্ ফজিলত এবং উচ্চ মর্যাদা দান করুন। তাঁকে মোকামে মাহ্মুদ পৌছিয়ে দিন আপনি যার ওয়াদা করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। এবং তাঁকে আপনার নৈকট্যের মাধ্যমে মর্যাদা দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি পবিত্র এবং বিরাট ফজিলত ওয়ালা।”

এরপর হুজুর (সাঃ) এর ওসীলাহ্ দিয়ে দু'আ করবে এবং শাফায়াতের কামনা করে বলবে-

يَارسول الله اسئلك الشفاعة واتوسل بك الى الله فى ان اموت مسلما على ملتك وسنتك ۔

“হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি আপনার শাফায়াত কামনা করছি এবং আল্লাহ্‌র নিকট আপনার ওসীলাহ্

এই জন্য চাচ্ছি যেন, আমি মুসলমান হিসাবে আপনার মিল্লাত ও সুন্নাতের উপর মৃত্যুবরণ করতে পারি।"

উপরোক্ত বাক্যের সাথে আরো যতটুকু ইচ্ছা বৃদ্ধি করা যেতে পারে কিন্তু আদব ও মর্যাদা সম্পন্ন বাক্য হতে হবে। অনেক উচ্চস্বরে না বলা উচিত বরং চুপে বিনয় ও আদবের সাথে আরজ করতে হবে। যদি কারো সালাম পেশ করতে হয় তাহলে বলবেঃ-

السلام عليك يا رسول الله من فلان
استشفع بك الى ربك ۔

হযরত আবু বকর (রাঃ) উপর সালাম ঃ

অতঃপর এক হাত পিছনে গিয়ে হযরত সিদ্দিক আকবর (রাঃ) এর উপর সালাম বলবে ঃ-

السلام عليك يا خليفة رسول الله وثانيه فى الغار ورفيقه فى الاسفار وامينه على الاسرار ابا بكر الصديق
جزاك الله عن امة محمد خيرا ۔

"হে রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খলীফা, গুহায় তাঁর সাথী, সফরের সঙ্গী, তাঁর রহস্যের আমানতদার আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) আপনার উপর সালাম। আল্লাহ্‌ তা'য়ালা আপনাকে উম্মতে মুহাম্মদীয়া (সাঃ) এর পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।"

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর উপর সালাম ঃ এরপর এক হাত পিছনে গিয়ে হযরত ওমর (রাঃ) উপর

السلام عليك يا امير المؤمنين عمر
الفاروق الذى اعز الله به الاسلام
امام المسلمين مرضيا حيا وميتا
جزاك الله عن امة محمد خيرًا

"হে আমীরুল মুমেনীন ওমর ফারুক (রাঃ) যার দ্বারা আল্লাহ্‌ ইসলামকে ইজ্জত ও সম্মান দান করেছেন। আল্লাহ্‌ আপনাকে মুসলমানদের ইমাম বানিয়েছেন এবং জীবিত ও মৃত অবস্থায় আপনার উপর সন্তুষ্ট আছেন। উম্মাতে মুহাম্মদীয়া (সাঃ) এর পক্ষ থেকে আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।"

এখানে দু'আর বাক্যে হ্রাস বৃদ্ধি করা যাবে এবং যদি কেউ বলে থাকে তবে তার সালাম পৌঁছিয়ে দেবে, এরপর কিছু দূর সামনে গিয়ে বলবেঃ-

السلام عليكما يا ضجيعى رسول الله و
رفيقيه ووزيريه جزاكما الله احسن
الجزاء جئناكما نتوسل بكما الى رسول
الله صلعم ليشفع لنا ويدعولنا ربنا
ان يحيينا على ملته وسنته ويحشرنا
فى زمرته وجميع المسلمين ۰

"তোমাদের উভয়ের উপর সাল্লাম, হে রাসুলল্লাহ্ (সাঃ) এর সাথে শয়নকারী, তাঁর সাথী এবং উজীর, আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমরা তোমাদের নিকট এ জন্য আগমন করেছি যে, তোমাদেরকে হুজুর (সাঃ) এর নিকট ওসিলাহ্ হিসেবে পেশ করব যেন, তিনি আমাদের জন্য সাফায়াত করেন এবং আমাদের জন্য আমাদের প্রতিপালকের নিকট এ

দু'আ করেন যেন আমাদেরকে তাঁর মিল্লাত ও সুন্নতের উপর জীবিত রাখেন। আমাদেরকে এবং সমস্ত মুসলমানদেরকে হাশরে তাদের দলে উতিথ করেন।।"

এরপর সামনে অগ্রসর হয়ে পবিত্র চেহারার বরাবর দাঁড়িয়ে মনের আবেগ অনুযায়ী দু'আ করবে। বিশেষ করে নিজের জন্য, পিতা-মাতা ও সকল মুসলমানদের জন্য দু'আ করবে। এরপর সেখান থেকে বের হয়ে সুতুনে উসতুওয়ানা আবু লুবাবা এর নিকট এসে দু'রাকা'আত নামায পড়ে দু'আ করবে। অতঃপর রাওজুল জান্নাত এসে নফল নামায পড়বে। যদি তখন মাকরুহ্ সময় হয় তাহলে জিকির, ইস্‌তিগফার ও দু'আ করতে থাকবে এবং সর্বত্র দরুদ শরীফ ও দু'আ অধিক পরিমাণ করবে। এরূপ যত অধিক করবে ততই ভাল, কিন্তু এতে গাফিল না হওয়া উচিৎ। যতক্ষণ পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করবে তিলাওয়াত ও জিকির করতে থাকবে এবং দরুদ ও সালাম করতে থাকবে, রাতে জেগে ইবাদত করবে। যতদূর সম্ভব মসজিদে নববীতে নামায পড়বে। পবিত্র রওজা যিয়ারত করার পর প্রতিদিন

অথবা জুম'আর দিন জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত মাজার সমূহ যিয়ারত করবে। কেননা সেখানে হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ), হযরত হাসান (রাঃ), হযরত ইব্রাহিম (রাঃ) এবং আযওয়াজে, মুতাহ্‌হারাত ও সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) শায়িত আছেন। এ ছাড়া হযরত আমীর হামযা (রাঃ) ওহুদ যুদ্ধের শহীদের মাযারও যিয়ারত করবে এবং মসজিদে ফাতিমায় (রাঃ) যেয়ে নামায পড়বে। সপ্তাহের প্রথম দিন মসজিদে কুবায় গিয়ে নামায পড়ে দু'আ করবে।

যতদিন মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করবে পবিত্র রওজায় গিয়ে অধিক পরিমাণে সালাম পেশ করবে, বিশেষ করে ওয়াক্ত নামাযের পর (যুবদাহ্)

মাসয়ালা ঃ যদি কোন সময় পবিত্র চেহারা বরাবর দাঁড়ানোর সুযোগ না পাওয়া যায় তাহলে পবিত্র রওজার যে কোন দিকে দাঁড়িয়ে অথবা মসজিদে নববীতে যে কোন জায়গা থেকে সালাম পেশ করা যায়। যদিও ফজিলত এরূপ নয়, যা সামনে হাজির হয়ে সালাম পেশ করলে হয়ে থাকে।

মাসয়ালা ঃ মসজিদে নববীর বাইরেও যখন কোন সময় পবিত্র রওজার সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে তখন কিছুক্ষণ থেমে সালাম পেশ করে সামনে অগ্রসর হবে।

মাসয়ালা ঃ মহিলাদেরকেও পবিত্র রওজা যিয়ারত এবং পবিত্র চেহেরা বরাবর হাজির হওয়া উচিৎ অবশ্য তাদের জন্য উত্তম হলো, রাতে হাজির হওয়া এবং যখন ভীড় বেশী হয় তখন কিছু দূর থেকে সালাম পেশ করবে।

মাসয়ালা ঃ মসজিদে নববীতে দুনিয়ার কথাবার্তা থেকে বিরত থাকবে এবং উচ্চস্বরে কোন কথা না বলা উচিৎ।

মদীনা শরীফ থেকে রওয়ানা ঃ রওয়ানা হওয়ার পূর্বে মসজিদে নববীতে দু'রাকা'আত নামাজ পড়বে, এরপর পবিত্র রওজার সামনে হাজির হয়ে সালাম পেশ করবে এবং দু'আ করবে এবং বলবে, হে আল্লাহ্! আমার সফর সহজ করে দাও, আমাকে নিরাপদে আমার পরিবার পরিজনের নিকট পৌঁছিয়ে দাও এবং উভয় জগতের বিপদ থেকে নিরাপদ রাখ। আমাকে পুনরায়

পবিত্র মদীনায় যিয়ারত নসীব কর। এই হাজিরিকে আমার শেষ হাজিরা বানিও না।

হজ্জের প্রচলিত শব্দের পরিচয় ও বরকতময় স্থান সমূহের ব্যাখ্যা ঃ-

ইহ্রাম ঃ ইহ্রামের অর্থ কোন বস্তুকে হারাম করা। কোন ব্যক্তি যখন হজ্জ ও উমরাহ্ অথবা উভয়ের নিয়ত করে তালবিয়াহ্ পাঠ করতে থাকে তখন তার উপর কতিপয় হালাল বস্তু হারাম হয়ে যায়, তাই এটাকে ইহ্রাম বলা হয়। রূপক অর্থে ঐ চাদরকেও ইহ্রাম বলা হয় যা ইহ্রামের অবস্থায় হাজী সাহেবগণ পরিধাণ করে থাকেন।

ইস্তিলাম ঃ হাজরে আসওয়াদকে চুমা দেয়া এবং হাতে স্পর্শ করাকে বলা হয় অথবা হাজরে আসওয়াদ অথবা রোকনে ইয়ামানীকে শুধু হাতে স্পর্শ করা।

ইয্তিবা ঃ ইহ্রামের চাদরকে ডান বগলের নীচে দিয়ে বের করে বাম কাঁধে রাখা।

আফাকী ঃ ঐ ব্যক্তি যে মীকাতের সীমানার বাইরে থাকে। যেমন- ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মিসর, সিরিয়া, ইরাক এবং ইরান ইত্যাদি।

আশহুরে হজ্জ ঃ হজ্জের মাস অর্থাৎ শাওয়াল, জিলকা'দাহ্ জিলহজ্জের অর্ধমাস।

আইয়ামে তাশ্‌রীক ঃ ৯ই জিলহজ্জ থেকে ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত যে সমস্ত দিনে তাকবীর তাশরীক পাঠ করা হয়।

আইয়ামে নহ্‌র ঃ ১০ই জিলহজ্জ থেকে ১২ই জিলহজ্জ পর্যন্ত যে সমস্ত দিয়ে কুরবানী জায়েয।

ইফরাদ ঃ শুধু হজ্জের ইহ্‌রামে বেঁধে হজ্জের আহ্কাম সমূহ আদায় করা।

বাতনে উরনা ঃ আরাফাতের নিকট একটি জংগলের নাম যেখানে ওকুফ জায়েয নয় কেননা এটা আরাফাতের বাইরে অবস্থিত।

বাবুস্ সালাম ঃ মক্কা মুয়াজ্জামায় মসজিদে হারামে একটি দরওয়াজার নাম। মসজিদে হারামে প্রথম প্রবেশের সময় এ দরওয়াজা দিয়ে প্রবেশ করা উত্তম। দ্বিতীয়ত ঃ মদীনা মুনওয়ারায় মসজিদে নববীতে একই নামের দরওয়াজা রয়েছে এবং এটা বাজারের দিকে।

বাবে জিবরীল ঃ এখান দিয়ে হযরত জিবরাইল (আঃ) হুজুর (সাঃ) এর খিদমতে হাজির হতেন। এই দরওয়াজা দিয়ে জান্নাতুল বাকীতে যায়।

তামাত্তু ঃ হজ্জের মাসে প্রথম উমরাহ্ করা এরপর ঐ বৎসর হজ্জের ইহ্‌রামে বেঁধে হজ্জ করা।

তাকবীর ঃ আল্লাহু আকবার বলা।

তালবীয়াহ্‌ঃ লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা ... পাঠ করা ।

তাহ্‌লীল ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করা

তানয়ীম ঃ একটি স্থানের নাম। মক্কায় অবস্থানকালে এখান থেকে উমরাহ্‌র জন্য ইহ্‌রাম বাঁধা হয়। এটা মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে এবং হেরেমের সীমানার মধ্যে সবচেয়ে নিকটবর্তী। এখানে একটি মসজিদ আছে। এটাকে মসজিদে আয়েশা বলা হয়।

জামরাত বা জামার ঃ মীনায় তিনটি স্তম্ভ রয়েছে। এই স্তম্ভ সমুহে (শয়তানের উদ্দেশ্যে) কংকর নিক্ষেপ করা হয়। এর মধ্যে মসজিদে খায়ফের নিকট পূর্বদিকে যেদি অবস্থিত সেটাকে বলা হয় জামরাতুল উলা, পরবর্তী স্তম্ভটিকে জামরাতুল কুব্‌রা, জামরাতুল আকাবা এবং জামরাতুল উখ্‌রা বলা হয়।

জুহ্ফাহ্ ঃ মক্কা থেকে তিন মসজিল দূরে রাবেগ এর নিকট একটি স্থানের নাম। এটা সিরিয়া থেকে আগতদের মীকাত।

জান্নাতুল মু'আল্লা ঃ মক্কার ঐ কবর স্থান যেখানে উম্মুল মু'মেনীন হযরত খাদীজা (রাঃ) এবং হুজুর (সঃ) এর পুত্রগণ ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) শায়িত আছেন। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (রঃ) এর কবর এখানে অবস্থিত।

জান্নাতুল বাকী ঃ এটা পবিত্র মদীনার ঐ কবরস্থান যেখানে হুজুর (সাঃ) এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ) এবং অন্যান্য শত সহস্র সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) কে দাফন করা হয়েছে। এ ছাড়া হুজুর (সাঃ) এর পুত্র ইবরাহীম (রাঃ), হযরত ফাতিমা (রাঃ) হযরত হালিমা সা'দিয়া এবং উম্মিহাতুল মু'মেনীনকে এখানে দাফন করা হয়েছে। শুধু হযরত মাইমুনা (রাঃ) কে সারফ নামক স্থানে দাফন করা হয়েছে।

জাবালে সির ঃ মীনায় অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম।

জাবালে রহমত ঃ আরাফাতে একটি পাহাড়ের নাম।

জাবালে কাজাহ্ ঃ মুযদালিফায় একটি পাহাড়ের নাম।

জাবালে উহুদ ঃ মদীনা থেকে বাইরে প্রায় তিন মাইল দূরে একটি পাহাড়ের নাম। যেখানে উহুদের যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল। এখানে শহীদানের মাযার রয়েছে।

জাবালে আবু কুবাইস ঃ মক্কায় একটি পাহাড়ের নাম। যা সাফা পাহাড়ের নিকট অবস্থিত। এখানে একটি মসজিদ রয়েছে যেটাকে মসজিদে বেলাল বলা হয়। কোন কোন জীবনীকার লিখেছেন যে, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার মু'জিযাহ্ এখানে প্রকাশ পেয়েছিল।

হাজরে আসওয়াদ ঃ কালো পাথর । এটা বেহেশতের পাথর। বেহেশত থেকে আগমনের সময় এটা দুধের মত সাদা ছিল কিন্তু বনী আদমের গুনাহ্ এটাকে কালো করে ফেলেছে। এটা বাইতুল্লাহ্‌র দক্ষিণ কোণে উপরে দেয়ালে গাঁথা রয়েছে। এর চতুর্দিকে রৌপ্যের বৃত্ত দ্বারা আবৃত।

হুদাইবিয়াহ্ ঃ জিদ্দা থেকে মক্কা যাওয়ার পথে হেরেমের সীমানার উপর একটি স্থানের নাম। বর্তমানে এটা শুমাইসীয়া নামে প্রসিদ্ধ। এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে হুজুর (সাঃ) কাফিরদের সাথে একটি চুক্তি করেছিলেন এবং এখানেই সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) থেকে হুজুর (সাঃ) শপথ গ্রহণ করিয়েছিলেন। ইতিহাসে যেটাকে বাইয়াতে রিদওয়ান বলা হয়। এখান থেকে হেরেমের সীমানা শুরু হয়।

হাতীম ঃ বাইতুল্লাহ্র উত্তর দিকে বাইতুল্লাহ্ সংলগ্ন অর্ধ চক্রাকৃতি দেয়াল ঘেরা যায়গা। এটাকে হাতীম, আহ্জার এবং খাতীরাহ্ ও বলা হয়। এই অংশকে তওয়াফের অর্ন্তভুক্ত করা ওয়াজিব। এটা কা'বা শরীফের অংশ। ইসলামের পূর্বে মক্কার কুরাইশগণ কা'বা শরীফ নির্মাণ করেছিল। তখন হালাল মালের অভাবে তারা এই অংশ বাদ দিয়ে কা'বা নির্মাণ করেন।

হেরেম ঃ মক্কা মুকাররামার চুতর্দিকে কিছু দূর পর্যন্ত এলাকাকে হেরেম বলা হয়। এর সীমানায় চিহ্ন রয়েছে। এখানে শিকার করা, বৃক্ষ কর্তন করা এবং জানোয়ার ঘাসে চড়ানো হারাম।

হারামী বা আহ্‌লে হেরেম ঃ ঐ ব্যক্তি যে হেরেমের ভুমিতে বাস করে। চাই সে মক্কায় বাস করে অথবা মক্কার বাইরে হেরেমের সীমানায়।

হেল ঃ হেরেমের চর্তুর্দিকে মীকাত (অর্থাৎ) হেরেমের সীমানার বাইরে এবং মাকাতের ভিতর পর্যন্ত যে ভুমি রয়েছে এটাকে হেল বলা হয়। কেননা এখানে এ সমস্ত বস্তু সমূহ হালাল যা হেরেমের ভিতর হারাম।

হেল্লি ঃ হেল নামক স্থানের বাসিন্দা।

হলক ঃ মাথার চুল মুড়ানো অথবা নিজে মুড়িয়ে নেওয়া। এর দ্বারা ইহ্‌রাম খোলা হয়।

দম ঃ ইহ্‌রামের অবস্থায় কোন কোন নিষিদ্ধ কাজ করার ফলে বকরী ইত্যাদি জবেহ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, এটাকে দম বলা হয়।

জুল হুলাইফা ঃ মদীনা থেকে মক্কায় আসার পথে প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত যা মদীনাবাসীদের জন্য মীকাত। বর্তমানে এটাকে বীরে আলী বলা হয়।

জাতে ইরক ঃ একটি স্থানের নাম যা বর্তমানে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। মক্কা থেকে প্রায় ৩ দিনের দূরত্বে

ইরাকের দিকে অবস্থিত। ইরাক থেকে মক্কা আগমনকারীদের মীকাত।

রোকনে ইয়ামানী ঃ বাইতূল্লাহ্‌র দক্ষিণ পশ্চিম কোণাকে বলা হয় যা ইয়ামনের দিকে অবস্থিত।

রোকনে ইরাকী ঃ ইরাকের দিকে বাইতুল্লাহ্‌র উত্তর পূর্ব কোণ।

রোকনে শামী ঃ সিরিয়ার দিকে অবস্থিত বাইতুল্লাহ্‌র কোণ অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম দিক।

রমল ঃ তাওয়াফের সময় প্রথম তিন চক্করে সৈনিকের ন্যায় বীরত্ব ব্যঞ্জকভাবে কাঁধ ও হাত দুলিয়ে ঘন ঘন পা রেখে দ্রুত চলাকে রমল বলে।

রামী ঃ জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করা।

যমযম ঃ মসজিদে হারামে বাইতুল্লাহ্‌র নিকট একটি কূপ আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় কুদরতে কূপের আকৃতিতে তাঁর নবী হযরত ইসমাইল (আঃ) এবং তাঁর মা এর জন্য প্রবাহিত করেছিলেন। হাজার হাজার বৎসর থেকে এখনো প্রবাহিত হচ্ছে।

সা'য়ী ঃ সাফা ও মারওয়াহ্‌'র মধ্যে বিশেষ নিয়মে সাতটি চক্কর দেয়া।

শো'ত ঃ বাইতুল্লাহ্‌র চতুর্দিকে যে সাত চক্কর লাগানো হয় এর প্রত্যেকটি চক্করকে শোত বলা হয়। সাফা ও মারওয়াহ্‌'র পর্যন্ত যাওয়াকে এক চক্কর এবং মারওয়াহ্‌ থেকে সাফা আগমনকে দ্বিতীয় চক্কর (শোত) বলা হয়। এভাবে বাকী সাত শোত বা চক্কর।

সাফা ঃ কা'বা শরীফের নিকট দক্ষিণ দিকে একটি পাহাড় যেখান থেকে সা'য়ী শুরু হয়।

তওয়াফ ঃ কা'বা শরীফের চতুর্দিকে চক্কর দেওয়া।

তওয়াফে কুদুম ঃ মক্কা শরীফে পৌঁছার পর হাজীগণ প্রথম যে তওয়াফ করে এটাকেই তওয়াফে কুদুম এবং তওয়াফে তাহিয়া বলা হয়। এই তওয়াফ কারেন এবং মুফরিদ আফাকীদের জন্য সুন্নত।

তওয়াফে যিয়ারত ঃ ওকুফে আরাফাতের পর যে তওয়াফ করা হয় এটাকে তওয়াফে যিয়ারত ও তওয়াফে রুকন বলা হয়। কেননা এটা হজ্জের মধ্যে একটি ফরজ।

তওয়াফে সদর ঃ মক্কা থেকে ফিরে আসার সময় যে তওয়াফ করা হয় এটাকে তওয়াফে সদর বা বিদা' বলা হয়।

উমারহ্‌ ঃ হেল অথবা মীকাত থেকে ইহ্‌রাম বেঁধে বাইতুল্লাহ্‌র তওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়া সা'য়ী করা।

গারে হেরা ঃ (হেরা গুহা) যেখানে হুজুর (সাঃ) এর নিকট ওহী নাযিল হয়। এটা জাবালে নূরে অবস্থিত। মীনায় যাওয়ার পথে পড়ে এবং উচুঁ চূড়া দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়।

গায়ের সুর ঃ এই গুহায় হুজুর (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করার সময় তিন দিন অবস্থান করেছিলেন।

কিরান ঃ হজ্জ ও উমরাহ্‌ উভয়ের ইহ্‌রাম বেঁধে প্রথম উমরাহ্‌ এরপর হজ্জ করা।

কারেন ঃ কিরান আদায়কারী।

করন ঃ মক্কা থেকে প্রায় ৪২ মাইল দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম যা নাজদ-ইয়ামান এবং নাজদ-হিজাম ও নাজদ তিহামা থেকে আগমনকারীদের মীকাত।

কসর ঃ ইহরাম থেকে বের হওয়া বা মুক্ত হওয়ার জন্য চুল কর্তন করা বা নিজে কাটা।

মুহরিম ঃ ইহ্‌রাম বাধনেওয়ালা।

মুফরিদ ঃ যিনি শুধু হজ্জের ইহ্রাম বেঁধেছেন।

মীকাত ঃ ঐ স্থান যেখানে থেকে মক্কা গমনকারীদের জন্য ইহ্রাম বাঁধা ওয়াজিব।

মীকাতি ঃ মীকাতে বসবাসকারী।

মাতাফ ঃ তওয়াফ করার স্থান যা বাইতুল্লাহ্র চতুর্দিকে মসজিদে হারামের মধ্যে অবস্থিত।

মোকামে ইবরাহীম ঃ জান্নাতী পাথর। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর উপর দাঁড়িয়ে বাইতুল্লাহ্ নির্মাণ করেন। বর্তমানে এটা মাতাফের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

মসজিদে হারাম ঃ কা'বা শরীফের চতুর্দিকে যে মসজিদ রয়েছে।

মুলতাজিম ঃ হাজরে আসওয়াদ ও বাইতুল্লাহ্র দরওয়াজার মাঝের দেয়াল যেখানে দু'আ কবুল হয়।

মীনা ঃ মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে তিন মাইল পূর্ব দিকে দু'টি পাহাড়ের মাঝে একটি বিরাট ময়দান যেখানে কংকর নিক্ষেপ ও কুরবানী করা হয়। এটা হেরেমের অন্তর্ভূক্ত এখানে তিনদিন অবস্থান করতে হয়।

মসজিদে খাইফ ঃ মিনার সবচেয়ে বড় মসজিদ যা মিনার উত্তর দিকে পাহাড়ের নিকট অবস্থিত।

মসজিদে নামিরাহ ঃ আরাফাতের এক পার্শ্বে অবস্থিত একটি মসজিদ।

মুদ'আ ঃ দু'আ চাওয়ার জায়গা। এখানে মসজিদে হারাম এবং মক্কার কবরস্থানের মাঝে একটি স্থান। মক্কায় প্রবেশের সময় এখানে দু'আ করা মুসতাহাব।

মুজদালিফা ঃ মিনা ও আরাফাতের মাঝে একটি ময়দান যা মিনা থেকে প্রায় তিন মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত। আরাফাত থেকে ফিরে এসে এখানে রাতে অবস্থান করতে হয়।

মুহাসসার ঃ মুজদালিফার সন্নিকটে একটি ময়দান। এর নিকট দিয়ে অতিক্রমের সময় দ্রুত যেতে হয়। আসহাবে ফিল বাইতুল্লাহ্‌র আক্রমণ করার সময় এখানে আজাব নাযিল হয়েছিল।

মারওয়াহ ঃ বাইতুল্লাহ্‌র উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড় যেখানে সা'য়ী শেষ হয়।

মসজিদুর রাইয়াত ঃ বাইতুল্লাহ্‌র উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড় যেখানে সা'য়ী শেষ হয়।

মসজিদে কুবা ঃ মদীনার তিন মাইল আগে অবস্থিত একটি মসজিদ যার নির্মাণ কাজে স্বয়ং হুজুর (সাঃ) অংশ গ্রহণ করেছিলেন। মদীনায় এটা মুসলমানদের

প্রথম মসজিদ। এখানে দু'রাকা'আত নফল পড়ার সওয়াব একটি উমরাহ্‌র সমান। এখানে সপ্তাহের প্রথম দিন যাওয়া মুসতাহাব।

মাস'আ ঃ সাফা ও মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করার জায়গা।

মাওকাফ ঃ অবস্থানের জায়গা। এখানে ময়দানে আরাফাত বা মুজদালিফার অবস্থানকে বুঝায়।

মীযাবে রহমত ঃ হাদীসের মধ্যে কা'বা শরীফের উপর থেকে পানি প্রবাহের স্থান। এর নীচে দাঁড়িয়ে দু'আ করতে হয়। কেননা এখানে দু'আ কবুল হয়।

ইয়াওমি আরাফা ঃ ৯ই জিলহজ্জের তারিখ এই দিন হাজীগণ আরাফাতে অবস্থান করেন।

ইয়াওমুত তারবীয়াহ্ ঃ ৮ই জিলহজ্জকে বলা হয়।

ইয়ালামলাম ঃ মক্কা থেকে দক্ষিণ দিকে দু'টি মনজিলের পর একটি পাহাড়ের নাম। এটাকে বর্তমানে সা'দীয়াও বলা হয়। এর নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের দেশ থেকে জাহাজে গমণকারী লোকগণ ইহ্‌রাম বেঁধে থাকেন।

আমীন!

প্রথম চক্করের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ۰

নিয়্যতের সাথে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে, আর উহাতে অসমর্থ হইলে হাত কান পর্যন্ত উঠাইয়া ইশারা করিয়া নিম্নের দু'আ পড়িয়া হাতের তালুদ্বয়ে চুম্বন করিয়া বলুনঃ

(উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়াস্-সালাতু ওয়াস-সালামু আ'লা রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম।)

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিতেছি এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। অজস্র ধারায় আল্লাহ্ তাআ'লার নেয়ামত ও

শান্তি বর্ষিত হউক রাসুলে করীম (সঃ) ও তাঁহ

আল-আওলাদের প্রতি।

অতঃপর ডানমোড়ে চলিতে চলিতে বলিবেনঃ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا
للّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ
لْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى
سُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ
يْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَ
فَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ
حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ
الْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا
الْآخِرَةِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ
ـنَ النَّارِ ۝

(উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আ'লিয়্যিল আ'জীম। ওয়াস্ সাল্লাতু ওয়াস্সালামু আ'লা রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আ'লাইহিওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা ঈমানাম বিকা ওয়া তাসদীকাম্ বিকালিমাতিকা ওয়া ওয়াফাআম বিআ'হ্দিকা ওয়া ইত্তিবায়াল্ লিসুন্নাতিন নাবিয়্যিকা ওয়া হাবীবিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ওয়াল মুয়াফাতাহ্ দায়িমাতী ফিদ্দীনি ওয়াদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি ওয়াল ফাওযা বিল জান্নাতি ওয়ান্নাজাতা মিনান্নারি।)

অর্থ ঃ আল্লাহ্ পাক পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসাই তাঁহার জন্য, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ ছাড়া ভাল কাজ করার কোন ক্ষমতা নাই এবং মন্দ হইতে বাঁচিয়া থাকারও কোন উপায় নাই। অবারিত নেয়ামত ও দয়ার

ধারা প্রবাহিত হউক আল্লআহর প্রিয় রাসূলের প্রতি এবং তাঁহার সন্তানদের প্রতি হে আল্লাহ! আমি তোমাকেই মা'বুদ স্বীকার করিতেছি এবং তোমাকেই বরহক জানিয়াছি এবং তোমার কিতাবকে (কুরআন) সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি এবং তোমার নবী ও প্রিয় হাবীব আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করি এবং তাঁহারই প্রদর্শিত পথে চলি। হে আল্লাহ! তোমার ক্ষমার দরজা আমার জন্য সব সময় খোলা রাখ এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আমাকে মঙ্গল দান কর, বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া আমাকে সাফল্য প্রদান কর এবং জাহান্নামের আগুন হইতে আমাকে রক্ষা কর।

রুকনে । ইয়ামানী পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই উপরের দু'আ শেষ করুন এবং রুকনে ইয়ামানিতে দুই হাত লাগাইবেন এইভাবে প্রতি চক্করে। অতঃপর রুকনে ইয়ামানী হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত যাইতে যাইতে পড়ুনঃ

(উচ্চারণঃ রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাছানাতাঁও ওয়াফিল আ-খিরাতে হাছানাতাঁও ওয়া ক্বিনা

আযাবান্নার, ওয়া আদ্খিলনাল্ জান্নাতা মাআল আব্রার, ইয়া আযীয়ু, ইয়া গাফ্ফারু ইয়া রাব্বাল আ'লামিন।)

অর্থ ঃ হে পরয়ারদেগার! তুমি আমাদের ইহকাল পরকালের কল্যাণ বিধান কর। দোযখের আযাব হইতে আমাদিগকে বাঁচাও এবং নেক্কারদের সঙ্গে আমাদিগকে বেহেশ্তে, প্রবেশ করাও। হে মহাপরাক্রমশীল, হে ক্ষমাশীল, হে বিশ্বকর্তা! এখন হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত আসুন এবং সুযোগ পাইলে চুম্বন করুন কিন্তু বেশী ভিড় থাকিলে দুই হাত কান পর্যন্ত তুলিয়া বলুনঃ

(উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবারু ওয়া লিল্লাহির হামদ্।)

অর্থঃ আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ্রই। এই দু'আ বলিতে বলিতে হাত নামাইয়া ফেলুন এবং সামনে অগ্রসর হইয়া নিম্নের দু'আ পড়িতে পড়িতে দ্বিতীয় চক্কর শুরু করুনঃ

দ্বিতীয় চক্করের দু'আঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْاَمْنَ اَمْنُكَ وَالْعَبْدَ عَبْدُكَ وَاَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ فَحَرِّمْ لُحُوْمَنَا وَبَشَرَتَنَا عَلَى النَّارِ. اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ. اَللّٰهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥

(উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না হাজাল বাইতা বাইতুকা ওয়াল হারমা হারামুকা ওয়াল আম্না আম্নুকা ওয়াল আব্দা আব্দুকা ওয়া আনা আব্দুকা ওয়াব্নু আবদিকা

ওয়া হাজা মাকামুল আয়িযি বিকা মিন্নান্নার। ফাহাররি লুহুমানা ওয়া বাশারাতানা আ'লান্নার। আল্লাহুম্মা হাব্বির ইলাইনাল ঈমানা ওয়া যাইয়্যিনহু ফী কুলুবিনা ওয়া কাররিহ্ ইলাইনাহ কুফ্রা ওয়াল ফুসুকা ওয়াল ইস্ইয়ানা ওয়াজআ'লনা মিনাররাশিদীন। আল্লাহুম্মা ক্বিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআ'সু ই'বাদাকা। আল্লাহুম্মার যুক্নিল জান্নাতা বিগাইরি হিসাব।)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এই ঘর তোমারি ঘর এই হারাম তোমারই হারাম। ইহার নিরাপত্তা তোমারই প্রদত্ত নিরাপত্তা। এই খানের বাসিন্দাগণ তোমারই বান্দা। আমিও তোমারই বান্দা এবং তোমার বান্দারই সন্তান। দোযখের আযাব হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিবার ইহার প্রকৃষ্ট স্থান। অতএব তুমি আমাদের শরীরের মাংস ও চর্মকে দোযখের আগুনের প্রতি হারাম করিয়া দাও। হে আল্লাহ! ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয়তম করিয়া দাও। এবং আমাদের অন্তরসমূহে উহাকে আকর্ষণীয় করিয়া তোল। কুফরী, অবাধ্যতা ও অপরাধ প্রবণতার

প্রতি আমাদের অন্তরসমূহে ঘৃণার সঞ্চার কর আমাদিগকে সত্য পথের পথিক বানাও। হে আল্লাহ্! যেদিন তুমি তোমার বান্দাগণকে বিচারের জন্য সমবেত করিবে, সেদিনের শাস্তি হইতে আমাকে বাঁচাইও। হে আল্লাহ্! আমাকে বিনা বিচার বেহেশতের সুখ দিও। রুকনে ইয়ামানী হইতে হাজরে-আসাওয়াদ পর্যন্ত যাইতে যাইতে নিম্নের দু'আ পড়ুন।

(উচ্চারণ ঃ রাবানা আতিনা ফিদ্‌দুনইয়া, শেষ পর্যন্ত।)

হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌছিয়া চুম্বন দিবেন। ভীড় থাকিলে দুই হাত কান পর্যন্ত তুলিয়া বলুনঃ

(উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবারু ওয়া লিল্লাহিল হামদ্।)

এই দু'আ পড়িতে পড়িতে হাত নামাইয়া ফেলুন এবং সামনে অগ্রসর হইয়া নিম্নের দু'আ পড়িতে পড়িতে তৃতীয় চক্কর শুরু করুন।

তৃতীয় চক্করের দু'আ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ
وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ
الْمَنْظَرِ وَالْمُنْقَلَبِ فِی الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَ
الْوَلَدِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَ
الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ ـ
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَ
اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ۝

(উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'যু বিকা মিনাশ-শাক্কি ওয়াশ্শিরকি ওয়াশ্ শিকাকি ওয়ান-নিফাকি ওয়া সুইল-আখ্লাকি ওয়া সুইল মানযারি ওয়াল্ মুনকালাবি ফিল্-মালি ওয়াল্-আহ্লি

ওয়াল-ওয়ালাদি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা রিদাকা-ওয়াল-জান্নাতা ওয়া আউযু বিকা মিন সাখাতিকা ওয়ান-নারি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ ফিৎনাতিল্ কাব্রি ওয়া আউ'যুবিকা মিন-ফিৎনাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল্মামাতি।)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি আমার ঈমানের মধ্যে সংশয় সন্দেহ, শেরেকী, বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা, চরিত্র-ভ্রষ্টতা, কু-দৃষ্টি ও মন্দ দৃশ্য দর্শন এবং বাড়ী ফিরিয়া আমার ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজন, সন্তানাদি বিনাশ দর্শন হইতে তোমার দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ্! আমি তোমার সন্তুষ্টি এবং বেহেশতেই তোমার কাছে আমার কাম্য তোমার অসন্তুষ্ট এবং জাহান্নামের আগুন হইতে তোমার দরবারে আমি আশ্রয় মাগিতেছি।

হে আল্লাহ! কবরের ফেৎনা (মহাপরীক্ষা।) এবং জীবন ও মৃত্যু সমূহ ফেৎনা বিপর্যয় হইতে তোমার দরবারে আশ্রয় চাহিতেছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্ট এবং বেহেশত চাই। তোমার অসন্তুষ্ট ও জাহান্নাম হইতে মুক্তি চাই।

হে আল্লাহ! আমি কবরের জঞ্জাল হায়াত ও মওতের দুরূহ অবস্থা হইতে তোমার আশ্রয় চাই। রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত পৌছায় পূর্বেই উপরের দু'আ শেষ করুন। অতঃপর রুকনে ইয়ামানী হইতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত যাইতে যাইতে নিম্নর দু'আ পড়ুন।

(উচ্চারণঃ রাব্বানা আ'তিনা ফিদ্দুনইয়া, শেষ পর্যন্ত)

হাজরে আসওয়াদে পৌঁছিয়া চুম্বন করুন কিন্তু ভীড় থাকিলে দূরে দাঁড়াইয়া দুই হাত কান পর্যন্ত তুলিয়া বলুনঃ

(উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ)

এই দু'আ পড়িতে পড়িতে হাত নামাইয়া ফেলুন এবং সামনে অগ্রসর হইয়া নিম্নের দুআ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ চক্কর আরম্ভ করুন।

চতুর্থ চক্করের দু'আঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّ سَعْيًا

مَّشْكُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا وَعَمَلًا صَالِحًا
وَتِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ يَا عَالِمَ مَا فِى الصُّدُوْرِ
وَاَخْرِجْنِىْ يَا اَللّٰهُ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ
وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ
بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ
رَبِّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ
فِيْمَا اَعْطَيْتَنِىْ وَاخْلُفْ عَلٰى كُلِّ
غَائِبَةٍ لِّىْ مِنْكَ بِخَيْرٍ ٥

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ আ'লহু হাজ্জাম-মাবরূরাওঁ ওয়া সা ইয়াম মাশ্‌কূরাও ওয়াযাবান-মাগফূরাও ওয়া আমালান-সালিহান্‌ ওয়া তিজারাতাল্‌-লান্‌-তাবুরা ইয়া

আ'লিমা-ফিস্-সুদুরি ওয়া আখরিজনী ইয়া আল্লহু মিনায্ যুলুমাতি ইলান-নূরি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মু'জিবাতি রাহ্মাতিকা ওয়া আ'যায়িমা মাগফিরাতিকা ওয়াস-সালামাতা মিনকুল্লি বিররিন ওয়াল ফাওযা বিল-জান্নাতি ওয়ান-নাজাতা মিনান নারি। রাব্বি কান্যি'নী বিমা রাযাক্তানী ওয়া বারিক লী ফীমা আ'তাইতানী ওয়া খুফ আ'লাকুল্লি গায়িবাতিল্ লী মিনকা বিখায়র।)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার এই হজ্জকে গ্রহণ করিয়া লও। আমার এই প্রচেষ্টাকে গ্রহণযোগ্য করিয়া লও। আমার পাপসমূহ মাফ করিয়া দাও। সৎকর্ম সমূহ কবুল করিয়া লও এবং আমার ব্যবসাকে ক্ষতিহীন ব্যবসাতে পরিণত কর। হে অন্তর্যামী। আর হে আল্লাহ! আমাকে গোমরাহীর অন্ধকার হইতে বাহির করিয়া হিদায়েতের আলোকে আলোক উজ্জ্বল কর।

হে আল্লাহ! আমি তোমার দরবারে রহমতের উপকরণ ও মাগফিরাতের আসবাব উপকরণ চাহিতেছি।

সকল প্রকার অন্যায় হইতে বাঁচিবার এবং সর্বপ্রকার নেকী হইতে উপকৃত হওয়ার তওফীক আমি তোমার দরবারে মাগিতেছি। বেহেশত লাভে সাফল্য এবং দোযখ হইতে মুক্তির দরখাস্ত পেশ করিতেছি। হে আল্লাহ! তুমি যে রিজিক আমাকে দান করিয়াছ, তাহাতেই আমাকে তৃপ্ত সন্তুষ্ট রাখ এবং তোমার প্রদত্ত নেয়ামাতরাজিতে আমাকে বরকত দাও। আমার সব অপূর্ণতাকে মঙ্গল দ্বারা পূর্ণ করিয়া দাও। রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই উপরের দু'আ শেষ করুন। অতঃপর রুকনে ইয়ামানী হইতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত যাইতে যাইতে নিম্নের দু'আ পড়ুনঃ

(উচ্চারণঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া, শেষ পর্যন্ত।)

হাজরে আসওয়াদে পৌছিয়া চুম্বন করুন ভীড় থাকিলে দূর হইতে দুই হাত কান পর্যন্ত তুলিয়া বলুনঃ

(উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।)

এই দু'আ পড়িতে পড়িতে হাত নামাইয়া ফেলুন এবং সামনে অগ্রসর হইয়া নিম্নের দু'আ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম চক্কর আরম্ভ করুন।

পঞ্চম চক্করের দু'আঃ

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا
ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ وَلَا بَاقِىَ اِلَّا وَجْهُكَ وَاسْقِنِىْ
مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ شَرْبَةً
هَنِيْئَةً مَّرِيْئَةً لَا نَظْمَاُ بَعْدَهَا اَبَدًا
اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ
نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى
عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ
بِكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ

تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيْمَهَا وَمَا يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْفِعْلٍ اَوْعَمَلٍ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْفِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ ۝

(উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আযিল্লিনী তাহ্‌তা যিল্লি আ'রশিকা ইয়াওমা লা যিল্লা ইল্লা যিল্লুকা ওয়ালা বাক্বিয়া ওয়াজহুকা ওয়াসক্বিনী মিন হাউযিনাবিয়্যিকা সায়্যিদিনা মোহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াআলিহী ওয়া সাল্লামা শারাবাতান হানিআতান মারী আতান লা নাযমাউ বা'দাহা আবাদ। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস আলুকা মিন খায়রিমা সাআলাকা মিনহু নাবিয়্যুকা সায়্যিদুনা মুহাম্মদান সাল্লাল্লাহু তাআ'লা আ'লাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম। ওয়া আউযুবিকা মিন শাররি মাওআসতা আযাবিকা মিনহু নাবিয়্যুকা সায়্যিদুনা মুহাম্মদুন সাল্লাল্লাহু

তাআ'লা আ'লাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল জান্নাতা ওয়া নাঈমাহা ওয়া মা ইউক্বাররিবুনী ইলাইহা মিন্ ক্বাওলিন আও ফি'লিন আও আমালিন ওয়া আউযুবিকা মিনাননারি ওয়া মা ইউক্বাররিবুনী ইলাইহা মিন কাওলিন আও ফিলিন আও আ'মালিন।)

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে ঐদিন তোমার আরশের নীচে ছায়া দান করিও, যেদিন তোমার আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকিবে না এবং তুমি ছাড়া কেহই টিকিয়া থাকিবে না। আমাকে তোমার নবী আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সঃ)-এর হাউয হইতে সেই পানীয় পান করাইও যেই পানীয় পান করিবার পর আর কখনও পিপাসা লাগিবে না। হে আল্লাহ্! তোমার নবী আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সঃ) তোমার কাছে যেসব কল্যাণ ও মঙ্গল চাহিয়াছিলেন, সেই গুলি আমিও তোমার নিকট চাই। এবং অকল্যাণ হইতে তোমার নবী আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সঃ) তোমার কাছে আশ্রয় চাহিয়াছিল, সেইগুলি হইতে আমিও তোমার কাছে আশ্রয় চাহিতেছি।

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে বেহেশত ও উহার নিয়ামত সমূহ এবং উহার নিকটবর্তী করিতে পারে এমন কথা, কাজ ও আমলের তওফীক মাগিতেছি এবং আমি তোমার কাছে এমন কাজ, কথা ও আমল হইতে আশ্রয় চাই যাহা আমাকে দোযখের নিকটবর্তী করিবেনা।

রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই উপরের দু 'আ শেষ করুন। অতঃপর রুকনে ইয়ামানী হইতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত যাইতে যাইতে নিম্নের দু'আ পড়ুনঃ

(উচ্চারণঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া শেষ পর্যন্ত।)

হাজরে আসওয়াদে পৌছিয়া চুম্বন করুন। ভীড় বেশী হইলে দুই হাত কান পর্যন্ত তুলিয়া বলুনঃ

(উচ্চারণ ঃ বিস্‌মিল্লাহির আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ।)

এই দু'আ বলিতে বলিতে হাত নামাইয়া ফেলুন এবং নিম্নের দু'আ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠ চক্কর শুরু করুনঃ

ষষ্ঠ চক্করের দু'আঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ لَكَ عَلَيَّ حُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْمَا
بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ وَحُقُوْقًا كَثِيْرَةً فِيْمَا بَيْنِيْ
وَبَيْنَ خَلْقِكَ اَللّٰهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا
فَاغْفِرْهُ لِيْ وَمَا كَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلْهُ عَنِّيْ
وَاَغْنِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ
عَنْ مَّعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ مَّنْ سِوَاكَ
يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ
وَوَجْهَكَ كَرِيْمٌ وَاَنْتَ يَا اَللّٰهُ حَلِيْمٌ كَرِيْمٌ
عَظِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ ۝

(উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্না লাকা আলাইয়্যা হুক্কুকান কাসীরাতান ফীমা বাইনী ওয়া বাইনিকা ওয়া হুক্কুকান কাসীরাতান ফীমা বাইনী ওয়া বাইনা খালক্কিকা আল্লাহুম্মা মা-কানা লাকা মিন্‌হা মাগ্‌ফিরহু লী ওয়া মা-কানা লিখাল ক্কিকা ফাতাহাম্মালহু আ'ন্নী ওয়া আগনিনী বিহালালিকা আ'ন্‌হারামিকা ওয়া বিত্বাআ'তিকা আ'ম মাসিয়াতিকা ওয়া রিফাজলিকা আ'মমান সিওয়াকা ইয়া ওয়াসি আল্‌-মাগফিরাতি। আল্লাহুম্মা ইন্না বাইতাকা আ'যীমুন্‌ আল-মাগফিরাতি। আল্লাহুম্মা ইন্না বাইতাকা আ'যীমুন্‌ ওয়া ওয়াজহাকা কারীমুন ওয়া আন্তা ইয়া আল্লাহু হালীমুন কারীমুন আ'যীমুন তুহিব্বুল-আ'ফওয়া ফ'ফু আন্নী।)

অর্থঃ হে আল্লাহ্‌! আমার প্রতি তোমার অর্পিত অনেক দায় দায়িত্ব আছে, যাহা কেবল তোমার উপর রহিয়াছে, যাহা তোমার সৃষ্টি ও আমার মাঝে সীমাবদ্ধ। হে আল্লাহ্‌! আমার উপর তোমার যেই হক আছে তাহা ক্ষমা করিয়া দাও এবং তোমার সৃষ্টির হকগুলি আদায়ের দায়িত্ব তুমিই বহন কর। তোমার হালাল দ্বারা তোমার

হারাম হইতে আমাকে মুক্ত রাখ। তোমার আনুগত্যের মাধ্যমে আমাকে তোমার নাফরমানী হইতে বাঁচাও। হে ক্ষমাশীল! তোমার অনুগ্রহ দ্বারা অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া হইতে আমাকে বাঁচাও। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই তোমার ঘর অতিশয় মর্যাদাবান এবং তুমি মহান ও দয়ালু।

হে আল্লাহ্! তুমি অতিশয় দয়ালু, ধৈর্যশীল ও মহান। তুমি তো ক্ষমা পছন্দ কর সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর।

রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই উপরের দু'আ শেষ করুণ। অতঃপর রুকনে ইয়ামানী হইতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত যাইতে যাইতে নিম্নের দু'আ পড়ুনঃ

(উচ্চারণঃ রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া, শেষ পর্যন্ত)

হাজরে আসওয়াদে পৌছিয়া চুম্বন করুন। ভীড় থাকিলে দূর হইতে দুই হাত কান পর্যন্ত তুলিয়া বলূনঃ (উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ)

এই দু'আ পড়িতে পড়িতে হাত নামাইয়া ফেলুন এবং সামনে অগ্রসর হইয়া নিম্নের দু'আ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তম চক্কর আরম্ভ করুন।

সপ্তম চক্করের দু'আঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا كَامِلاً وَّيَقِيْنًا صَادِقًا وَّقَلْبًا خَاشِعًا وَّلِسَانًا ذَاكِرًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّكَسْبًا حَلَالاً طَيِّبًا وَّتَوْبَةً نَّصُوْحًا وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَّالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصَّالِحِيْنَ ۝

(উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইমানান-কামিলান্ ওয়া ইয়াক্বীনান্ সাদিক্বান ওয়া কালবান খাশিআ'ন ওয়া লিসানান যাকিরান ওয়া রিয্‌কান-ওয়াসিআন্ ওয়া কাসবান-হালালান্-তায়্যিবান্ ওয়াতাবাতান্ নাসুহান ওয়া তাওবাতন-কাবলাল মাওতি ওয়া রাহাতান্ ই'নদাল্ মাওতি ওয়া মাগফিরাতান ওয়া রাহ্‌মাতান বা'দাল্ মাওতি ওয়াল্-আ'ফওয়া ই'ন্‌দাল হিসাবি ওয়াল্-ফাওযা বিল্ জান্নাতি ওয়ান-নাজাতা মিনান্নারি বিরাহ্‌মাতিকা ইয়া আ'যীযু ইয়া গাফফারু, রাব্বী যিদ্নী ই'ল্‌মান্ ওয়া আল-হিক্বনী বিস্‌সালিহীন।)

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট পরিপূর্ণ ঈমান, সত্যিকারের বিশ্বাস, ভীত হৃদয়, স্মরণে লিপ্ত জিহ্বা, প্রচুর রিযিক, পবিত্র ও হালাল রোযগার, সত্যিকারের তওবা, মৃত্যুর পূর্বে তওবা, মৃত্যুর সময়ে মঙ্গল, মৃত্যুর পরে ক্ষমা ও দয়া, বিচারের সময়ে অনুগ্রহ, বেহেশত লাভের মাধ্যমে সাফল্য ও দোযখ হইতে

পরিত্রাণ চাই। হে মহাপরাক্রমশীল ও ক্ষমাশীল। তোমার দয়ায় আমার দু'আ কবুল কর। হে আমার পালন কর্তা! আমার জ্ঞান-গরিমা বাড়াইয়া দাও এবং স ৎকর্মশীলগণের দলে আমাকে শামিল কর।

(উচ্চারণঃ রাব্বনা আতিনা ফিদ্‌দুনইয়া, শেষ পর্যন্ত।)

অতঃপর তাওয়াফের কাজ শেষ করুন। হাজরে আসওয়াদ ও খানায়ে কা'বার দরওয়াজা পর্যন্ত ফাঁকা স্থানটিকে "মুলতাযিম" বলা হয়। এই স্থানে দু'আ কবুল হয়। তাই মুলতাযিমে গিয়ে হাত উঠাইয়া কেঁদে কেঁদে নিম্নের দু'আ পড়িয়া আল্লাহ্‌র কাছে আপনার প্রার্থনা পেশ করুন।

মুলতাযিমের দু'আঃ

اَللّٰهُمَّ يَارَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ اَعْتِقْ رِقَابَنَا
وَرِقَابَ اٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَاِخْوَانِنَا وَاَوْلَادِنَا
مِنَ النَّارِ يَاذَا الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَالْفَضْلِ وَالْمَنِّ

وَالْعَطَاءِ وَالْإِحْسَانِ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا
فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا
وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَاقِفٌ
تَحْتَ بَابِكَ مُلْتَزِمٌ بِاَعْتَابِكَ مُتَذَلِّلٌ بَيْنَ
يَدَيْكَ اَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَاَخْشٰى عَذَابَكَ
مِنَ النَّارِ يَا قَدِيْمَ الْاِحْسَانِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ
اَسْئَلُكَ اَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِىْ وَتَضَعَ وِزْرِىْ
وَتُصْلِحَ اَمْرِىْ وَتُطَهِّرَ قَلْبِىْ وَتُنَوِّرَ لِىْ
فِىْ قَبْرِىْ وَتَغْفِرَ لِىْ ذَنْبِىْ وَاَسْئَلُكَ
الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ اٰمِيْنَ ٥

(উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইয়া রাব্বাল-বাইতিল আ'তিক রিক্কাবানা ওয়ারিকাবা আবাইনা ওয়া উম্মাহাতিনা ওয়া ইখওয়ানিনা ওয়া আওলাদিনা মিনান-নারি ইয়া যাল-জুদি ওয়াল কারামি ওয়াল ফাদলি ওয়াল-মান্নি

ওয়াল আতায়ি ওয়াল ইহ্‌সানি। আল্লাহুম্মা আহসিন আ'ক্কিবাতানা ফিল-উমুরী কুল্লিহা ওয়া আজিরনা মিন খিযায়িদ্‌ দুনইয়া ওয়া আ'যাবিল'-আখিরাহ্‌। আল্লাহুম্মা আখিরাহ দুনইয়া ওয়া আ'যাবিল'-আকিরাহ্‌। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ব্‌দুকা ওয়া ওয়াক্কিফুন তাহ্‌তা। বাবিকা মুলতাযিমুন বি-আ'তাবিকা মুতাযাল্লিলুন বাইনা ইয়াদদায়কা আরজু রাহ্‌মাতাকা ওয়া আখশা আ'যাবাকা মিনান্নারি ইয়া কাদীমাল ইহ্‌সান আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা আনতারফাআ'যিক্‌রী ওয়া তা যাআ ক্কাবরী ওয়া তাগফিরা লী যামবী ওয়া আসআলুকাদ্‌ দারাজাতিল উলা মিনাল জান্নাতি। আমীন)

অর্থঃ হে আল্লাহ্‌! হে পবিত্র প্রাচীনতম ঘরের মালিক। আমাদিগকে, আমাদের মাতা-পিতাকে, আমাদের ভাই-বোনদেরকে, সন্তান-সন্ততিকে জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্তি দাও। হে দয়ালু দাতা, করুনাময়, মঙ্গলময়, হে আল্লাহ্‌! আমাদের সকল কর্মের শেষ ফলকে সুন্দর করিয়া দাও। ইহকালের অপমান ও পরকালের শাস্তি হইতে আমাদিগকে বাঁচাও। হে

আল্লাহ্! আমি তোমার বান্দা, তোমার আযাবের ভয়ে, তোমার করুনাময় আশায় তোমার দরবারে হাযির হইয়াছি। হে চির মঙ্গলময়! হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমি চাই যেন আমার যশ বৃদ্ধি পায়। আমার পাপের বোঝা লাঘব হয়, আমার কর্ম সঠিক হয়, আমার অন্তর পবিত্র থাকে। আমার কবর আলোকিত হয়, আমার গোনাহ্ মার্জিত হয় এবং বেহেশতে উচ্চ মর্যদার আসন তোমার কাছে চাহিতেছি। আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কর। উপরের দু'আ শেষ করিয়া মাকামে ইব্রাহীমে আসিয়া দুই রাকাত ওয়াজিবুত তাওয়াফ নামাজ পড়ুন। আর যদি সেখানে বেশী ভীড় হয় অপর পার্শ্বে অথবা হাতীম বা মাতাফে অথবা মসজিদে হারামে দুই রাকাত নামাজ পড়িলে চলিবে। তারপর নিম্নের দু'আটি পড়ুনঃ

মাকামে ইব্রাহীম-এর দু'আঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّىْ وَعَلَانِيَتِىْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِىْ وَتَعْلَمُ حَاجَتِىْ فَاَعْطِنِىْ سُؤْلِىْ

وَتَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ اَللّٰهُمَّ
اِنِّيْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِيْ وَيَقِيْنًا
صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهُ لَا يُصِيْبُنِيْ اِلَّا مَا
كَتَبْتَ لِيْ وَرِضَاءً مِنْكَ بِمَا قَسَمْتَ
لِيْ اَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ
مُسْلِمًا وَاَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ . اَللّٰهُمَّ
لَا تَدَعْ لَنَا فِيْ مَقَامِنَا هٰذَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ
وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً اِلَّا قَضَيْتَهَا
وَيَسَّرْتَهَا فَيَسِّرْ اُمُوْرَنَا وَاشْرَحْ صُدُوْرَنَا
وَنَوِّرْ قُلُوْبَنَا وَاخْتِمْ بِالصَّالِحَاتِ اَعْمَا
لَنَا . اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَلْحِقْنَا
بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَ وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ

اٰمِيْنَ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى حَبِيْبِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۔

(উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা তা'লামু সিররী ওয়া আ'লানিয়াতী ফাক্বাল মা'যিরাতী ওয়া তা'লামু হাজাতী ফা আ'তিনী সু'লী ওয়া ত'লামু মা ফী নাফ্সী ফাগফিরলী যুনুবী আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ঈমানান-ইউবাশিরু ক্বাল্বী ওয়া ইয়াক্বীনান সাদিক্বান হাত্তা আ'লামা আন্নাহু লা য়ুউসীবুনী ইল্লা মা কাতাবাতা লী ওয়া রিযাআম মিন্কা বিমা কাসামতালী আন্তা ওয়ালিয়্যি ফিদ্দুনইয়া ওয়াল আখিরাহ্। আল্লাহুম্মা লা তাদা'লানাফী মাক্বামিনা হাযা জাম্বান ইল্লা ক্বাদাইতাহা ওয়া ইয়াস্সারতাহা ফাইয়াস্সির উমুরানা ওয়াশ্রাহ্ সুদুরানা ওয়া নাব্বির কুলুবানা মুসলিমীনা ওয়া আল্হিক্বনা বিস সালিহীনা গাইরা খাযায়া ওয়া লা মাফতুনীনা আমীনা, ইয়া রাব্বাল্ আ'লামীন। ওয়া সাল্লাল্লাহু আ'আ হাবীবিহী সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।)

অর্থঃ হে আল্লাহ্‌! তুমি আমার গোপন ও প্রকাশ্য সবই জান। সুতরাং আমার অনুশোচনা গ্রহণ কর্‌ তুমি আমার চাহিদা সম্পর্কে সব কিছু জান। সুতরাং আমার আবেদন গ্রহণ কর। তুমি আমার হৃদয়ের কথা জান সুতরাং আমার গোনাহ্‌ সমূহ মোচন কর। হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার কাছে চাই এমন ঈমান যাহা আমার অন্তরে স্থান লাভ করিবে। এবং এমন সঠিক বিশ্বাস যাহাতে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, আমার জন্য যাহা তুমি নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছ তাহাই আমার জীবনে ঘটিবে এবং তুমি যাহা আমার কপালে রাখিয়াছ তাহাতে যেন আমি রাজি থাকিতে পারি। ইহ-পরকালে তুমিই আমার একমাত্র সহায়। আমাকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দিও এবং সৎকর্মশীলগণের সাথী করিও। হে আল্লাহ্‌! আমার কোন গোনাহই মাফ না করিয়া, কোন দুশ্চিন্তা দূর না করিয়া, কোন অভাবই না মিটাইয়া ছাড়িও না। অতঃপর হে আল্লাহ্‌! আমাদের সকল বিষয়কে সহজ করিয়া দাও। আমাদের হৃদয় সমূহকে বিকশিত কর। আমাদের

আত্মাসমূহকে নুরানী করিয়া দাও। আমাদের খাতেমা বিল-খায়র করিও। সৎকর্মের উপর আমাদের মৃত্যুদান করিও হে আল্লাহ্! মুসলমানরূপে যেন আমাদের মৃত্যু হয়। পুন্যবানগণের দলে যেন আমরা অর্ন্তভুক্ত হইতে পারি। বিনা লাঞ্চনায় বিনা বিসম্বাদে যেন আমরা পার হইতে পারি। হে বিশ্বপালক! আমাদের দু'আ কবুল কর।

মাকাকে ইব্রাহীমের দু'আ শেষ করিয়া জম জম কুপের নিকট আসুন এবং কেবলা মুখী হইয়া বিস্মিল্লাহ্ পড়িয়া তিনবার তৃপ্তি সহকারে পবিত্র জমজমের পানি পান করিয়া আলাহামদুলিল্লাহ্ বলিয়া নিম্নলিখিত দু'আটি পড়ুনঃ

জমজমের দু'আঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ ۝

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান নাফিয়ান ওয়া রিয্কান ওয়া-সিয়ান ওয়া শিফাআন মিন কুল্লি দায়ীন।)

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট দুই জাহানের উপকারী জ্ঞান, পর্যাপ্ত রিজিক এবং সকল প্রকার রোগ মুক্তি কামনা করি।

সা'ঈ বা দৌড়ান ঃ-

সাফা ও মারওয়ান মসজিদে হারামের দু'টি পাহাড়ের নাম। সা'ঈর আভিধানিক অর্থ দৌড়ান। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতা বিবি হাজেরার একটি নির্দিষ্ট কাজের স্মরণে সা'ঈর প্রবর্তন হয়েছে। হজ্জ ও উমরাহ্ উভয় সা'ঈ করা ওয়াজিব।

শরীয়ত অনুযায়ী তাওয়াফের পরে সা'ঈ করিতে হয়। যদি কেহ তাওয়াফের আগে সাঈ করে তাহা হইলে উহা বৈধ হইবে না। তাহাকে তাওয়াফ করার পর দ্বিতীয়বার সা'ঈ করিতে হইবে।

তাওয়াফ করার সাথে সাথেই সাঈ করা জরুরী নয় তবে পরই সাঈ করা সুন্নত। যদি কেহ ক্লান্ত হইয়া পড়ে অথবা অন্য কোন অসুবিধার জন্য কিছু সময় অতিবাহিত করে তাহাও বৈধ।

সা'ঈ পায়ে হাঁটিয়া করা ওয়াজিব। যদি কোন অসুবিধা থাকে তাহা হইলে রিকশাযোগে সাঈ করা যাইবে। কোন অসুবিধা ছাড়া এইরূপ সাঈ করিলে "দম" দেওয়া ওয়াজিব।

তাওয়াফ শেষে নিম্নের কুরানের আয়াত পড়িতে পড়িতে মসজিদুল হারামের বাবুস সাফা দিয়া সাফা পাহাড়ের দিকে যাইতে হইবে।

আয়াত শরীফ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اِنَّ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ
الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ

يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرًا عَلِيْمٌ ۝

(উচ্চরণঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ইন্নাসাফা ওয়ালমারওয়াতা মিন্ শাআ'ই লিল্লাহি ফামান হাজ্জাল-বাইতা আওবি'তামারা ফালা জুনাহা আ'হাইহি আই ইয়াত্তাওঁওয়াহা বিহিমা ওয়ামান তাতাওয়াআ' খাইরান ফাইন্নাল্লাহা শাকিরুন আ'লীম।)

অর্থঃ সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহ্‌র স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ। অতএব যাহারা হজ্জ অথবা ওমরাহ্‌ করিবে তাহারা ঐ উভয় পাহাড়ের তওয়াফ করিলে গুনাহ হইবে না (বরং নেকী হইবে)। যাহারা স্বেচ্ছায় নেক কাজ করে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাহাদের সম্মান করেন এবং তিনি সর্বজ্ঞ।

মসজিদুল হারামের শেষ প্রান্তে সাফার নিকট পৌঁছিয়া নিম্নলিখিত দু'আটি পড়িবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ ۔ اَللّٰهُمَّ اَعْصِمْنِىْ مِنَ الشَّيَاطِيْنِ ۔

(উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়াচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামু-আ'লা রাসুলিল্লাহির রাব্বিগফিরলী যুনুবী ওয়াফতাহ্লী আবওয়াবা ফাদলিকা আল্লাহুম্মা আ'ছিম্নী মিনাশ-শাইতান।)

অর্থঃ আল্লাহ্র নামে শুরু করিতেছি, আল্লাহ্র রাসূল-এর প্রতি দরূদ ও সালাম। হে আল্লাহ্! আমার সমস্ত পাপ মাফ করিয়া দাও। তোমার অনুগ্রহের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলিয়া দাও। শয়তানের ষড়যন্ত্র হইতে আমাকে রক্ষা কর।

এইবার সাফা পাহাড়ের উপর ৩/৪ হাত পরিমাণ উপরে উঠিয়া কেবলা মুখী হইয়া মুনাজাতের ন্যায় হাত উঠাইয়া তিনবার উচ্চস্বরে ' আল্লাহু আকবার' বলিবেন তৎপর নিম্নের কলেমা পড়িবেন।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۰

(উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল-হামদুযুহয়ী ওয়া যুমীতু বিয়াদিহিল্‌-খায়র; ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।)

অর্থঃ আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন অংশীদার নাই। বিশ্বময় তাঁহার রাজত্ব। সকল প্রশংসা তাঁহারই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সব মঙ্গল তাঁহার হাতে! তিনি সর্বশক্তিমান।

তারপর নিম্নের দু'আটি পড়া ভালঃ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ أَنْجَزَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَأَعَزَّ جُنْدَهٗ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهٗ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ۰

(উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়া আ'দাহু ওয়া নাসারা আ'বাহু ওয়া আ'যযা জুনদাহু ওয়া হাযামাল-আহযাবা ওয়াহ্‌দাহু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু মুখলিছীনা লাহুদ-দীনা ওয়া লাও কারিহাল-কাফিরূন।)

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই। তিনি অদ্বিতীয় তিনি তাঁহার ওয়াদা পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বান্দাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার বাহিনীকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। তিনি একাই শত্রু দলকে পরাজিত করিয়াছেন। কাফেরগণ যদিও অপছন্দ করে, তবু আমরা একান্তভাবে এবং একাগ্রচিত্তে আল্লাহরই ইবাদত করি।

এবং যত ইচ্ছা মনের আবেগ মিটাইয়া দু'আ করিয়া মারওয়া পাহাড়ের উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক গতিতে নির্ধারিত পথে রওয়ানা হইবে। পথিমধ্যে সবুজ স্তম্ভদ্বয়ের মাঝামাঝী অংশ একটু দৌড়াইয়া চলিবে। বাকী পথ স্বাভাবিক গতিতে চলিতে চলিতে যত ইচ্ছা দু'আ কালাম পড়িবে। নিম্নের দু'আটি সবুজ স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যে পড়া ভাল।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ ٥

(উচ্চারণঃ রাব্বিগ্‌ফির ওয়ারহাম্‌ ওয়া আনতাল-আ'আজ্জুল আকরাম।)

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর। তুমি মহাপরাক্রমশীল মহাসম্মানী।)

মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছিয়া সাফা পাহাড়ের ন্যায় একই নিয়মে দু'আ মুনাজাত করিবেন। তারপর সেখান হইতে দ্বিতীয় দৌড় দিতে হয় সাফার দিকে। এইরূপ সাতবার দৌড়ানোর পর উমরাহ্‌কারী হইলে মাথা মুন্ডাইবেন, ইহ্‌রাম খুলিবেন। সাঈর পর মসজিদুল হারামে দুই রাক'আত নামায পড়া মুস্তাহাব।

কিরান ও ইফরাদকারী হজ্জ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাথা মুন্ডাইতে পারিবেন না এবং ইহ্‌রাম খুলিতে পারিবেন না।

নিম্নে বর্ণিত দু'আগুলি প্রত্যেক দৌড়েই পড়া ভাল।

দৌড়ের দু'আ

প্রথম দৌড়ের দু'আঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّ
سُبْحَانَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ الْكَرِيْمِ
بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ط وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ
وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ط لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ
حْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ
الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا شَيْءَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ
يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ دَائِمٌ لَا يَمُوْتُ
بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ وَهُوَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَ
وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ

اللّٰهُ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ ۚ رَبِّ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ سَالِمِيْنَ غَانِمِيْنَ فَرِحِيْنَ مُسْتَبْشِرِيْنَ مَعَ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيْقًا ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۚ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ حَقًّا حَقًّا ۝ لَا إِلٰهَ

إِلَّا اللّٰهُ تَعَبُّدًا وَّرِقًّا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ۝

(উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবারু কাবিরাওঁ ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাছীরা। ওয়া সুবহানাল্লাহিল আ'জীমি ওয়া বিহামদিহীল কারিমি বুকারাতাও ওয়া আছীলা। ওয়া মিনাল লাইলী ফাছজুদ লাহু ওয়া ছাববিহু লাইলান তাবীলা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু আনজাযা ওয়া'দাহু ওয়া নাছারা আ'বদাহু ওয়া হাযামাল আহ্‌যাবা ওয়া'দাহু লা'শাইআক্কাবলাহু ওয়া লা বা'দাহু ইউহয়ী ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া হাইউন দায়েমুন লা ইয়ামুতু বিয়াদিহিল খাইরু ওয়া ইলায়হিল মাছীরু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর। রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওযয়া তাকব্রাম ওয়া তাজাওয়ায আম্মা তা'লামু ইন্নাকা আল্লাহু তা'লামু মা লা না'লামু ইন্নাকা আন্তাল আ'আজ্জুল আকরাম। রাব্বি নাজজিনা মিনান্নারি সালিমীনা গানিমীনা, ফারিহীনা, মোসতাবশিরীনা মা'য়া ইবদিকাছ ছালিহীনা মাআ'ল্লাযীনা আনয়া'মাল্লাহু আ'লাইহীম মিনা-ন্নাবিইয়ীনা ওয়াজ-সিদ্দকীনা ওয়াশ শোহাদাই ওয়াছ-ছালেহীন। ওয়া হাছুনা উলাইকা

রাফীকা। জালিকাল ফাদলু মিনাল্লাহি ওয়া কাফা বিল্লাহি আ'লীমা। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু হাক্‌কান হাক্‌কা লা-ইলাহা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তাআ'ব্বুদাও ওয়ারিক্কা, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু মোখলিছীনা লাহুদ্দিনা ওয়া লাও কারিহাল কাফিরূন।)

অর্থঃ আল্লাহ মহান আর সিমাহীন প্রশংসা তাঁহারই জন্য, মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, দয়ালু খোদার প্রশংসা কীর্তনের জন্য সন্ধ্যা ও সকালে, (হে মানব) রাতের কোন সময়ে উঠিয়া তাঁহার সামনে শির নত কর, আর দীর্ঘ রাত পর্যন্ত তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা কর, আল্লাহ্‌ ছাড়া উপাস্য আর কেহ নাই। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি ওয়াদা পালন করিয়াছেন, তাঁহার বান্দা (মুহাম্মদ সঃ)-কে সাহায্য করিয়াছেন আর পরাজিত করিয়াছেন কাফেরদের দলগুলিকে একাই। তিনি অনাদি, অনন্ত, তিনিই জীবন দেন এবং নেন, তিনি চিরঞ্জীব অক্ষয়, অমর, তিনি মঙ্গলময়, তাঁহারই কাছে সবাইকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আর সব কিছুর উপর

তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত। হে আল্লাহ্! ক্ষমা কর, দয়া কর, পাপ মোচন কর, অনুগ্রহ কর আর তুমি যা জান তা মার্জনা কর, হে আল্লাহ্! তুমি সবই জান, যা আমরা জানি না তাহাও জান, তোমার শক্তি আর দয়ার তুলনা নাই, হে আল্লাহ্! দোজখ হইতে আমাদের বাঁচাও, নিরাপদ সফলকাম, সানন্দে সহর্ষ রাখ তোমার সত্য বান্দাদের সঙ্গে; যাহারা পাইয়াছে তোমার ইনাম অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদান আর অন্যান্য নেক বারান্দের সঙ্গে; এরাই হইতেছে উত্তম বন্ধু' ইহা কেবল আল্লাহর দয়া। আল্লাহ্ খুব ভাল করেই জানেন। সত্যি করিয়া বলিতেছি উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেন নাই; আল্লাহ্ ছাড়া বন্দেগী আর গোলামী পাবার যোগ্য; (স্বীকার করিতেছি) উপাস্য আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ নাই, আরাধনা করি শুধু তাঁহারই, সত্যিকার আনুগত্য শুধু তাঁহার জন্যই যদিও কাফেরগণ তা পছন্দ করেনা।

দ্বিতীয় দৌড়ের দু'আঃ

মারওয়া হইতে সাফার দিকে আসার সময়।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرْدُ ـ
الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا
وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ
لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ـ اَللّٰهُمَّ
إِنَّكَ قُلْتَ فِيْ كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ اُدْعُوْنِيْ ـ
أَسْتَجِبْ لَكُمْ دَعَوْنَاكَ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
كَمَا وَعَدْتَّنَا إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ٥
رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْإِيْمَانِ
أَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ـ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ
الْأَبْرَارِ ـ رَبَّنَا اٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ

وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْمِيْعَادَ ۝ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ
اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا
وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ ۝
وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

(উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল ওয়াহিদুল আহাদুল ফারদুস সামাদুল্লাযী লাম ইয়াত্তাখায সাহেবাতাওঁ ওয়ালা ওলাদান ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু শারীকুন ফিল মুলকি ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু ওয়ালিইউম মিনায্যুল্লি ওয়া কাব্বিরহু তাকবিরা। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা ক্কুলতা ফি কিতাবিকাল মুনায্যলি উদউনি আস্তাজিব লাকুম দাআ'ওয়ানাকা রাব্বানা ফাগফির লানা কামা ওয়াদ্তানা

ইন্নাকা লা তুখলিফু-ল মী'আদ রাব্বানা ইন্নানা সামি'য়না মুনাদিয়াই ইউনাদি লির ঈমানি আন আমিনু বিরাব্বিকুম ফা আমান্না। রাব্বানা ফাগফির লানা যুনূবানা ওয়া কাফফির আ'ন্না ছাইয়িয়াতিনা ওয়া কাওয়াফ্‌ফানা মাআ'ল আব্‌রার। রাব্বানা ওয়া আতিনা মা ওয়া আ'ত্তানা আ'লা রুসুলিকা ওয়া তুখ্‌যিন ইয়াওাম-ল কিয়ামাতি ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ। রাব্বানা আ'লাইকা তাওয়াকলানা ওয়া ইলাইকা আনাবনা ওয়া ইলাইকা-ল মাছীর। রাব্বানাগ ফিরলানা ওয়ালী ইখওয়ানিনাল্লাযিনা সাবাকুনা বি-ল ঈমানি ওয়ালা তাজয়া'ল ফিকুলুবিনা গিল্লাল লিল্লাযিনা আমানু রাব্বানা ইন্নাকা রাউফর-রাহিম।)

অর্থঃ মা'বুদ একমাত্র আল্লাহ্‌ যিনি এক ও অদ্বিতীয় একক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি কাহাকেও পত্নী বানাননি, পুত্রও বানাননি, বিশ্ব পরিচালনায় তাঁহার কোন শরীকদার নাই, আর দূর্বলতাও নাই যাহার জন্যে সাহায্যকারীর প্রয়োজন হইতে পারে। হে শ্রোতা! তুমিও

তাঁহার মাহাত্ম্য ভাল করিয়া বর্ণনা কর, হে আল্লাহ্‌ তোমার প্রেরিত কিতাবে তুমি বলিয়াছ, "আমাকে ডাক আমি সাড়া দিব, আমরা তোমাকে ডাকিতেছি, হে আল্লাহ্‌ আমাদের গুনাহ মাফ কর, তুমি যে ওয়াদা করিয়াছ, আর তুমিত ওয়াদা খেলাফ কর না"। হে বিশ্বপালক, আমরা শুনিয়াছি একজন ঘোষণাকারীকে ঈমানের দাওয়াত দিয়া বলিয়াছেন, "তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আন" তাই আমরা ঈমান আনিয়াছি, হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের গুনাহ ক্ষমা কর, সব অন্যায় আমাদের দূর করিয়া দাও আর আমাদের মরণদাও সৎলোকদের সঙ্গে; আর তাহা দাও আমাদের যাহার ওয়াদা করিয়াছ তুমি তোমার রাসূলদের কাছে আর লজ্জিত করিও না আমাদের কিয়ামতের দিনে; নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না। হে আমাদের প্রতিপালক! ভরসা করিয়াছি শুধু তোমারই উপর, আর আসিয়াছি তোমারই কাছে এবং তোমার কাছেই ফিরিয়া যাইতে হইবে, হে আল্লাহ! ক্ষমা কর আমাদের আর

আমাদের ভাইদের, যাহার ঈমানের ব্যাপারে আমাদের অগ্রবর্তী; বিদ্বেষ দিও না আমাদের অন্তরে, তাহাদের প্রতি যাহারা ঈমান আনিয়াছে, হে আল্লাহ্‌ তুমি সত্যি বড় দয়ালু করুণাময়!

তৃতীয় দৌড়ের দোয়া

সাফা হইতে মারওয়ার পথে

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلٰى
كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ
الْخَيْرَ كُلَّهُ عَاجِلَهُ وَآجِلَهُ وَأَعُوْذُ بِكَ
مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ أَسْتَغْفِرُكَ
لِذَنْبِيْ وَأَسْئَلُكَ رَحْمَتَكَ. اَللّٰهُمَّ رَبِّ
زِدْنِيْ عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِيْ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِيْ
وَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ

الْوَهَّابُ ط اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ
وَبَصَرِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ
كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ
مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ
مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ
اَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِىْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ
كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ
حَتّٰى تَرْضٰى ٥

(উচ্চারণঃ রাব্বানা আত্‌মিম লানা নূরানা ওয়াগফির লানা ইন্নাকা আ'লা কুল্লি শায়্যিন ক্বাদির। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল খাইরা কুল্লাহু আ'জিলাহু ওয়া আজিলাহু

ওয়া আউ'যুবিকা মিনাশ্‌শারি কুল্লিহী আ'জিলিহী ওয়া আজিলিহী আস্তাগফিরুকা লিযান্‌বী ওয়া রাহমাতাক।। আল্লাহুম্মা রাব্বি যিদনী ই'লমাও ওয়ালা তুযিগ কাল্‌বি বা'দা ইয্‌ হাদাইতানি ওয়া হাব্‌লি মিল লাদুনকা রাহ্‌মাতান ইন্নাকা আন্‌তাল ওয়াহ্‌হাব। আল্লাহুম্মা আ'ফিনী ফি ছামিয়ী ওয়া বাছারী লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উজুবিকা মিন্‌ আ'যাবিল কাবরি লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুন্‌তু মিনায যালিমীন। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিলা কুফরি ওয়াল ফাক্করি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউজুবিরিদাকা মিন সাখাতিকা ওয়া বি মুয়াফাতিকা মিন উকুবাতিকা ওয়া আ'উবুবিকা মিন্‌কা লা-উহ্‌ছী ছানাআন আ'লাইকা আন্‌তা কামা আছনাইতা আ'লা নাফ্‌সিকা ফালাকা-ল হামদু হাত্তা তারদা।)

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের (ঈমানের) নূরকে পরিপূর্ণ কর আর ক্ষমা কর আমাদের, নিশ্চয় তুমি সব করিতে পার; হে দয়ালু তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি

সকল কল্যাণ, যাহা আশু তাহাও যা গৌন তাহাও: আশ্রয় চাহিতেছি তোমার সব রকম অমঙ্গল হইতে। তাহা আশু হউক কিংবা গৌন: মার্জনা চাহিতেছি আমার গুনাহের আর ভিক্ষা মাগিতেছি তোমার রহমতের, হে আল্লাহ্‌, আমার জ্ঞান বাড়াইয়া দাও, বিভ্রান্ত করিও না আমাকে সত্য পথ দেখাইবার পর, দান কর আমাকে তোমার খাস রহমত নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা: হে আল্লাহ্‌! সৎশীল কর আমার কান আর চোখকে, উপাস্য তুমি ছাড়া আর কেহ নাই; হে আল্লাহ্‌, সত্যি আমি আশ্রয় চাহিতেছি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে, তুমি ছাড়া কে উপাস্য নাই, পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি তোমার, নিশ্চয়ই আমি ছিলাম অন্যতম পাপিষ্ঠ। তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি কুফর আর দারিদ্র হইতে, হে আল্লাহ্‌! আশ্রয় চাহিতেছি তোমার তুষ্টির তোমার কোপ হইতে, তোমার বখশিশের তোমার শাস্তি হইতে, আর তোমা হইতে তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। কুলাইয়া উঠিতে পারি না তোমার প্রশংসা করিয়া, তুমি

তেমন যেমনটি তুমি নিজে বর্ণনা করিয়াছ, সব প্রশংসাই তোমার যতক্ষণ না তুমি খুশী হও।

চতুর্থ দৌড়ের দু'আঃ

মারওয়া হইতে সাফার দিকে আসার সময়।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَ
اسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ اِنَّكَ
اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ط مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ
اللّٰهِ الصَّادِقُ الْوَعْدُ الْاَمِيْنُ ط اَللّٰهُمَّ
اِنِّيْ اَسْئَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِيْ لِلْاِسْلَامِ
اَنْ لَّا تَنْزِعَهٗ مِنِّيْ حَتّٰى تَتَوَفَّانِيْ عَلَيْهِ
وَاَنَا مُسْلِمٌ ط اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ
نُوْرًا وَّفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَصَرِيْ

نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَشْرَحْلِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ وَسَاوِسِ الصَّدْرِ وَشَتَاتِ الْاَمْرِ وَفِتْنَةِالْقَبْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا يَلِجُ فِى الَّيْلِ وَمِنْ شَرِّمَا يَلِجُ فِى النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّمَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ يَا اَللّٰهُ ط سُبْحَانَكَ مَا ذَكَرْنَاكَ حَقَّ ذِكْرِكَ يَا اَللّٰهُ ۰

(উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন খায়রি মা তা'লামু ওয়াস্তগ্‌ফিলুকা মিন কুল্লি মা তায়ালামু ইন্নাকা আনতা আ'ল্লামুলগুযুবি। লা ইলাহা ইল্লাল্লহুল-মালিকুল- হাককুল-মুবীন। মুহাম্মদুর রাসূলল্লাহিস

সাদিকুল-ওয়া'দিল আমীন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা কামা হাদায়তানী লিল ইসলামী আললা তানযিআলূ মিন্নী হাততা তাতাওয়াফফানী আ'লাইহি ওয়া আনা মুসলিমুন। আল্লাহুম্মাজ আ'ল ফি কালবি নূরাও ওয়া-ফি ছাময়ী নূরাও ওয়া-ফি বাছারি নূরা। আল্লাহুম্মাশারাহুলী ছাদরী ওয়া ইয়াছছিরলী আমরী ওয়া উই'জুবিকা মিন শাররি ওয়াছাবিছি চ্ছাদরি ওয়া শাতাতিল আমরি ওয়া ফিতানাতিল কাবরি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউ'জুবিকা মিন শাররি মা ইয়ালিজু লিলাইলী-ওয়া মিন শররী মা ইয়ালিজু ফি-ন-নাহারী ওয়া মিন শাররি মা তাহুবুর বিহিব্রিয়াহু ইয়া আরহামার-রাহিমীন। সুবাহানাকা মা আ'বাদনাকা হাক্কা ইবাদাতিকা ইয়া আল্লাহু। সুবহানাকা মা যাকারনাকা হাক্কা যিক্কা যিকরিকা ইয়া আল্লাহু।)

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাহিতেছি তোমার জানা সব জিনিসের ভাল, আর পানাহ চাহিতেছি তোমার জানা সব জিনিসের মন্দ হইতে; তুমি অন্তর্যামী; আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নাই যিনি সবার রাজা সত্য, সু-প্রকাশক; মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রাসূল, প্রতিশ্রুতি

রক্ষাকারী, বিশ্বাসী, হে আল্লাহ্! তোমার কাছে আমার প্রার্থনা যেমন করিয়া ইসলামের পথ আমাকে দেখাইয়াছ, তেমনি আমার নিকট হইতে তা ছিনাইয়া নিও না, মৃত্যু পর্যন্ত, আর মরণ যেন হয় আমার মুসলমান হিসাবে, হে আল্লাহ্ জ্ঞান দাও আমার অন্তরে, শ্রবনে আর দৃষ্টিতে, হে আল্লাহ্, খুলিয়া দাও আমার বক্ষ, সহজ করিয়া দাও আমার কাজকে, আর পানাহ চাহিতেছি তোমার মনের সন্দেহে বিকার অনিষ্ট হইতে, বিষয় কর্মের পেরেশানী হইতে আর কবরে যন্ত্রণা হইতে, হে আল্লাহ্, তোমার পানাহ রাত্রে আসে আর যাহা দিনে আসে, এবং যাহা বাতাসে উড়াইয়া নিয়া আসে, হে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু, আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। তোমার উপযুক্ত বন্দেগী করিতে পারি নাই হে খোদা! তুমি পাক পবিত্র, স্মরণ করি নাই তোমাকে তেমন করিয়া ঠিক যেমন করিয়া করা উচিত-হে আল্লাহ!

পঞ্চম দৌড়ের দু'আঃ

সাফা হইতে মারওয়া যাওয়ার সময়।

سُبْحَانَكَ مَا شَكَرْنَاكَ حَقَّ شُكْرِكَ يَا
اَللّٰهُ ط سُبْحَانَكَ مَا قَصَدْنَاكَ حَقَّ ع
قَصْدِكَ يَا اَللّٰهُ ط اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا
الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِيْ قُلُوْبِنَا وَكَرِّهْ اِلَيْنَا
الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنْ
عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ قِنَا عَذَابَكَ
يَوْمَ تُبْعَثُ عِبَادَكَ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ بِالْهُدٰى
وَنَقِّنِيْ بِالتَّقْوٰى وَاغْفِرْلِيْ فِى الْاٰخِرَةِ وَ
وَالْاُوْلٰى ط اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ
وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ ط اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ
اَسْئَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ الَّذِىْ لَا يَحُوْلُ
وَلَا يَزُوْلُ اَبَدًا ط اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ

نُوْرًا وَّفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا
وَّفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّمِيْنِيْ نُوْرًا وَّمِنْ
فَوْقِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا وَّعَظِّمْ
لِيْ نُوْرًا رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ
لِيْ اَمْرِيْ ـ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ
اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ
عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ٥

(উচ্চারণঃ সুবহানাকা মা শাকারনাকা হাক্কা শুকরিয়া ইয়া আল্লাহ। সুবহানাকা মা কাসাদনাকা হাক্কা কাসদিকা ইয়া আল্লাহু। আল্লাহুম্মা হাব্বিব। লাইনাল। মানা ওয়া যাইয়িনহু ফি কুলুবিনা ওয়া কাবরিহ ইলায়নাল কুফরা ওয়াল ফুসুকা ওয়াল-ইসয়ানা ওয়াজ -আ'লনা মিন ইবাদিকাস সালেহীন।

আল্লাহুম্মাহ্দিনী বিলহুদা ওয়ানাক্কাকিনী বিততক্কওয়া ওয়াগফিরলী ফিল আখিরাতি ওয়াল উলা। আল্লাহুম্মাবসুত আলায়না মিন বারাকাতিকা ওয়া রাহ্মাতিকা ওয়া ফাদলিকা ওয়া রিযক্কিকা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকান না'ঈমাল কুকীমাল লাযী লা ইয়াহুলু ওয়ালা ইয়াযুলু আবাদা। আল্লাহুম্মাজ আলফী কালবী নূরান ওয়া ফী সাম'ঈ নূরান, ওয়া ফী বাসারী নূরান, ওয়া মিন ফাওক্কী নূরান, ওয়াজ আলফী নাফসী নূরান, ওয়া আযযিম লী নূরান, রাব্বিশারাহলী সাদরী ওয়াইয়াস্সীরলি আমরী। ইন্নাসসাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআ'য়িরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল বাইতা আবিই'তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আইয়াতে তাওয়াফা বিলমা ওয়ামান তাতুওয়াআ" খাইরান আইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলীম।)

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তুমি পাক পবিত্র, তোমার শুকর আদায় তেমন করি না। যেমনটি করা উচিত, হে

আল্লাহ্, তুমি পাক পবিত্র, তোমাকে চাহিবার মত চাহি নাই; হে আল্লাহ্! আয় খোদা, ঈমানকে আমাদের কাছে প্রিয় করিয়া দাও আর আমাদের অন্তরে ইহাকে শোভিত করিয়া দাও এবং আমাদের কাছে ঘৃণ্য করিয়া দাও কুফরকে, দুষ্কৃতি আর অবাধ্যতাকে। আমাদের শামিল কর তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের মধ্যে হে আল্লাহ্! বাঁচাও আমাদের তোমার আযাব হইতে, যেইদিন তুমি আবার উঠাইবে তোমার বান্দাদের। হে আল্লাহ্ দেখাও আমাকে সরল পথ। নিষ্পাপ কর আমাকে তাকওয়ার সাহায্যে, আমার মাগফিরাত কর ইহকালে আর পরকালে; হে আল্লাহ্ ছড়াইয়া দাও আমাদের উপর বরকত, রহমত, ফজল আর রিজিক। হে আল্লাহ্, তোমার কাছে চাহিতেছি সেই নেয়ামত যাহা স্থায়ী হইবে এবং কখনও হাতছাড়া কিংবা বিনাশ হইবে না। হে আল্লাহ্! আমার হৃদয়কে, আমার শ্রবণ শক্তিকে, আমার দৃষ্টি শক্তিকে আমার জবানকে এবং আমার সম্মুখ এবং উপরকে তোমার নূরের আলোকে আলোকিত করিয়া

দাও। হে পালনকর্তা! আমার বক্ষ প্রসারিত করিয়া দাও এবং কর্মসমূহকে সহজ করিয়া দাও। নিশ্চয় সাফা মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শন। তাই যে খান-ই কা'বার হজ্জ করে কিংবা উমরাহ্ করে তাহার পক্ষে এই নিদর্শন দু'টির তাওয়াফ করায় কোন দোষ নাই, কেহ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করিলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং কদর করেন।

ষষ্ঠ দৌড়ের দু'আঃ

মারওয়া হইতে সাফা যাওয়ার সময়ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ صَدَقَ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ
عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَ
لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ

الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى اَللّٰهُمَّ
لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِىْ نَقُوْلُ وَخَيْرًا مِمَّا
نَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ
وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ وَمَا
يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ
اَللّٰهُمَّ بِنُوْرِكَ اهْتَدَيْنَا وَبِفَضْلِكَ
اَسْتَغْنَيْنَا وَفِىْ كَنَفِكَ وَاِنْعَامِكَ وَعَطَ
وَاِحْسَانِكَ اَصْبَحْنَا وَاَمْسَيْنَا اَنْتَ
الْاَوَّلُ فَلَا قَبْلَكَ شَيْئٌ وَالْاٰخِرُ
فَلَا بَعْدَكَ شَيْئٌ وَالظَّاهِرُ فَلَا شَيْئٌ
فَوْقَكَ وَالْبَاطِنُ فَلَا شَيْئٌ دُوْنَكَ نَحْوُ

بِكَ مِنَ الْفَلْسِ وَالْكَسْلِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْغِنٰى وَنَسْئَلُكَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ اللّٰهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ۝

(উচ্চারণঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ্। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহাদাহু সাদাক্বা ওয়া'দাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া নাসরা আবদাহু, ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা না'বুদু ইল্লা ইয়্যাহু মুখলিসীনা লাহুদ্দীনা ওয়ালাও কারিহাল কাফিরূন। আল্লাহুম্মা ইন্নী

আসআলুকাল হুদা ওয়াননুক্বা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা, আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কাল্লাযী নাকূলু ওয়া খাইরাম মিম্মা নাক্বুলু। আল্লাহুম্মা আসআলুকা রিদাকা ওয়াল জান্নাতা। ওয়া আউযুবিকা মিন সাখাতিকা ওয়ান নারি ওয়া মা য়ুকাব্রিবুনী ইলাইহা মিন ক্বাওলিন আও ফি'লিন আও আ'মালিন। আল্লাহুম্মা বিনূরিকা ইহ্‌তাদাইনা ওয়া বিফাদলিকাস তা'তীনা ওয়া ফী কুনফিকা ওয়া ইন আমিকা ওয়া আতা-ইকা ওয়া-ইকা ওয়া-ইহ্‌সানিকাসবাহ্‌না ওয়া-আমসাইনা, আনতাল আউয়ালু ফালা ক্বাবলাকা শাইয়ুন। ওয়াল আখিরু ফালা বা'দাকা শাইয়ুন ওয়াযাহিরু ফালা শাইয়ুন ফাউক্বাকা, ওয়াল বাতিনু ফালা শাইয়ুন মুনাকা নাউযুবিকা মিনাল ফালসী ওয়াল কাসলি ওয়া আ'যাবিল ক্ববরি ওয়া ফিতানাতিল গিনা ওয়া নাসআলুকাল ফাউমা বিল জান্নাতি, রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া'ফু ওয়া-তাকাররামু ওয়া তাজাওয়াব। আম্মা তা'লামু ইন্নাকা তা'লামু মা লা না'লামু ইন্নাকা আনতাল্লাহুল আআ'জ্জুওয়াল আকরামু।

ইন্নাসসাফা ওয়ালা মারওয়াতা মিন শাআ'য়িরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল বায়তা আবিইতামারা ফালা জুনাহা আলায়হি আইয়াত ফা-ইন্নাল্লাহা শাকিরুন আ'লীম।)

অর্থঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি অদ্বিতীয় তাঁহার ওয়াদা চিরসত্য। তিনি তাঁহার বান্দাকে (নবীকে) সাহায্য করিয়াছেন, কাফেরদের যুদ্ধে পরাজিত করাইয়াছেন। তিনি এক এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন কোন উপাস্য নাই। আমরা একমাত্র তাঁহারই সত্য ধর্মের উপর ঈমান আনিয়া উপাসনা করি, যদিও বিধর্মীগণ এই সত্য ধর্মকে অস্বীকার করে। হে আল্লাহ! আমি তোমার থেকে চাহিতেছি হেদায়েত, পরহেজগারী, শান্তি এবং ঐশ্বর্য্য। হে আল্লাহ্‌! নিশ্চয় সকল প্রশংসা যাহা আমরা কীর্তন করি এবং যতটুকু আমরা করি তাহা হইতে উর্ধ্বের। হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি সন্তুষ্টি এবং বেহেশত

এবং নাজাত চাহিতেছি দোজখের অভিশাপ হইতে। যে সমস্ত কথা, কার্যক্রম দোজখের দিকে নিক্ষেপ করে ঐ সমস্ত কার্যক্রম হইতে নাজাত প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ্‌! দিন এবং রাত্রিতে তোমার নূরের আলোকে আমাদেরকে আলোকিত কর। তোমার রহমত দ্বারা আমাদেরকে আলোকিত কর। তোমার নেয়ামত সমূহ এবং এহ্‌সান আমাদেরকে দান কর। তুমি সর্বপ্রথম তুমিই সর্বশেষ।

তোমার পূর্বে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিলনা এবং তোমার পরে কোন কিছুরি অস্তিত্ব থাকিবে না। তুমিই জাহের এবং তুমি বাতেন। আমরা তোমা হইত দরিদ্র, অভাব-অনটন, কবরের আযাব এবং ঐশ্বর্যের ফিতনা হইতে নাজাত চাহিতেছি এবং তোমা হইতে বেহেশত লাভের সাফল্য চাহিতেছি। হে আমার পালনকর্তা, আমাকে ক্ষমা কর, নিশ্চয়ই আমরা যাহা করিতেছি সব তোমার জানা আছে। নিশ্চয়ই সাফা এবং মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ। তাই যে খানা-ই কা'বার হজ্জ

করে কিংবা ওমারাহ্ করে তাহার জন্য এই নিদর্শন দু'টির তাওয়াফ করায় কোন দোষ নাই। কেহ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করিলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং উহার কদর করেন।

সপ্তম দৌড়ের দু'আঃ

সাফা হইতে মারওয়ার দিকে যাওয়ার সময়।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَىَّ الْاِيْمَانَ وَزَيِّنْهُ فِىْ قَلْبِىْ وَكَرِّهْ اِلَىَّ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الرَّاشِدِيْنَ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ اَللّٰهُمَّ اخْتِمْ بِالْخَيْرَاتِ اٰجَالَنَا وَحَقِّقْ بِفَضْلِكَ اٰمَالَنَا وَسَهِّلْ لِبُلُوْغِ

رِضَاكَ سُبُلَنَا وَحَسِّنْ فِىْ جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ
اَعْمَالَنَا يَا مُنْقِذَ الْغَرْقٰى يَا مُنْجِىَ الْهَلْكٰى
يَا شَاهِدًا اُكُلِّ نَجْوٰى يَا مُنْتَهٰى كُلِّ
شَكْوٰى يَا قَدِيْمَ الْاِحْسَانِ يَا دَائِمَ
الْمَعْرُوْفِ يَامَنْ لَاغِنٰى بِشَىْءٍ عَنْهُ
وَلَابُدَّ بِكُلِّ شَيْئٍ مِنْهُ يَامَنْ رِزْقُ كُلِّ
شَيْئٍ عَلَيْهِ وَمَصِيْرُ كُلِّ شَيْئٍ اِلَيْهِ اَللّٰهُمَّ
اِنِّىْ عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَعْطَيْتَنَا وَمِنْ
شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَ
وَاَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا
مَفْتُوْنِيْنَ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ
وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ

شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۝

(উচ্চারণঃ আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার আল্লাহ্ আকবার কাবীরান ওয়াল্ হামুদুলিল্লাহি কাসীরান। আল্লাহুম্মা হাব্বিব ইলাইয়াল ঈমানা ওয়াযাইয়িনহু ফী ক্বাল্বী কাব্রিহ ইলাইয়াল কুফরা, ওয়াল ফুসুকা, ওয়াল ইসইয়ানা, ওয়াজ আলনী মিনার রাশিদীন, রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়াফু ওয়া তাকাব্রাম ওয়াতাজা ওয়াজ্জুল আকরাম।

আল্লাহুম্মাখতিম বিল খাইরাতি আযা-লানা ওয়া হাক্কিক বিফাদলিকা আ'মা-লানা ওয়া ছাহ্হিল লিবুলুগি রিদাকা ছুবুলানা ওয়া হাচ্ছিন ফি জামি'ইল আহ্ওয়ালি

আ'মালান, ইয়া মুনক্বিজাল গারক্বাআ, ইয়া মুনজিয়াল হালকা ইয়া-শাহিদান কুল্লে নাজওয়া ইয়ামুনতাহা কুল্লি শাকওয়া ইয়া-কাদিমাল ইহছানী ইয়া দায়িমাল মা'রূফি, ইয়া মান, লা-গিনা বিশাইয়ীন আনহু ওয়ালা বুদ্দা বিকুল্লি শাইয়ীন মিনহু ইয়া মান রিজকু শাইয়িন আ'লাইহি ওয়া মাছীরু কুল্লি শাইয়িন ইলাইহি। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ-ইজুম্বিকা মিনশাররি মা আতাইতানা ওয়া মিনশাররি মা মানা'তানা আল্লাহুম্মা তাওয়াফফানা মুস্‌লিমীনা ওয়া আলহিক্বনা বিচ্ছালিহীনা গাইরা খাজা-ইয়া ওয়ালা মাতু'নীনা। রাব্বি ইয়াচ্ছির ওয়ালা তুয়াচ্ছির; রাব্বি আতমিম বিল খাইরি, (ইন্নাসসাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাা'ইরিল্লাহি ফামান হাজ্জাল বাইতা আবিই'তামারা ফালা জুনাহা আলাইহি আনইয়াতৌ তাফয়াফা বিহিমা ওয়ামান তাতাওয়া'আ খাইরান ফা-ইন্নাল্লাহা শাকিরুন আলীম।)

অর্থঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই জন্য। হে আল্লাহ্!

আমার মধ্যে ঈমানের জোস সৃষ্টি করিয়া দাও। আমার অন্তরকে ঈমানের সৌন্দর্যে শোভিত কর, আমার থেকে কুফুর, শিরক এবং গুণাহ সমূহ দূর কর, এবং আমাকে সুপথে পরিচালিত কর। হে পালনকর্তা আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, মেহেরবাণী কর এবং সম্মানিত কর। আমাদের (গুনাহ) সম্পর্কে যাহা তুমি জান তাহা আমরা জানি না। নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহ মহা সম্মানী। হে আল্লাহ্! আমাদের নির্ধারিত সময়কে সুসম্পন্ন কর এবং আমাদের আশা-আকাংক্ষাকে তোমার দ্বারা বাস্তবায়িত কর। তোমার সন্তুষ্ট লাভের পথকে সহজ করিয়া দাও এবং কর্মের প্রতিটি গোপন কথা নীরিক্ষাকারী, হে অনাদি, অনুগ্রহকারী, হে সর্বকালের মঙ্গলকারী, হে ঐসত্ত্বা যাহার উপর প্রতিটি প্রাণীর জীবিকা নির্ভর করে। প্রত্যেক বস্তু তাহার নিকটেই প্রত্যাবর্তন করে। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে যাহা দান করিয়াছ এবং যাহা দাওনি সকল কিছুর অমঙ্গল হইতে তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। হে আল্লাহ্ আমাদিগকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দিয়া

নেক বান্দাদের সহিত আমাদের মিলন ঘটাইয়া দাও। হে আমার পালনকর্তা। আমার কর্মকে সহজ করিয়া দাও এবং কিছুই কঠিন করিও না। হে আমার পালন কর্তা আমার কর্মকে সুসম্পন্ন করিয়া দাও। (নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন স্বরূপ। তাই যে খানা-ই-কা'বার হজ্জ করে কিংবা ওমরাহ করে তাহার জন্য এই নিদর্শন দুইটির তওয়াফ করার দোষ নেই। কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করিলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাহা জানেন এবং কদর করেন।)

সমাপ্ত